১৯১৩-২০১৩ 1913-2013

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

Love for all
Hatred for none

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহমদী

The Fortnightly Ahmadi

নব পর্যায় ৭৬ বর্ষ | ২২তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ জৈষ্ঠ্য, ১৪২১ বঙ্গাব্দ | ১ শাবান, ১৪৩৫ হিজরি | ৩১ হিজরত, ১৩৯৩ হি. শা. | ৩১ মে, ২০১৪ ঈসাব্দ

ঘানার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর তামালী'তে অবস্থিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের কেন্দ্রীয় মসজিদ। এই মসজিদে ৩০০০ জন মুসল্লি একসাথে নামায আদায় করতে পারেন।

হুযূর (আই.)-এর ১৬ মে ২০১৪ প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম

পড়ুন ৪২ পৃষ্ঠায়

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিশ্ব সংকট নিরসন ও শান্তির জন্য বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট যে সব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার বাংলা অনুবাদ **'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ'** পুস্তক আকারে বের হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। **আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official

Commercial/Industrial

Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

veronica
tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com
Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

নিষ্ফল বিরোধিতা
সমাগত সত্যেরই এক উজ্জ্বল নিদর্শন

সরলমনা ধর্মপ্রাণ মানুষদেরকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বিষয়ের অবতারণা করে বিভ্রান্ত করার পায়তারা করা হচ্ছে। সত্যের বিরুদ্ধে অপলাপ করে কখনও সত্যের অগ্রযাত্রা ঠেকানো যায় না। সত্য চিরকালই সত্য। সত্যের বিরোধিতা যতই করা হোক না কেন মিথ্যা কখনও সফল হয় না আর হতেও পারে না, এটাই আল্লাহ্ তা'লার চিরন্তন রীতি। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত নবী রসূল এসেছেন তাঁদের সকলেরই বিরোধিতা হয়েছে। এমনকি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সাথেও হয়েছে চরম বিরোধিতা। নবী-রসূলের বিরোধিতা-ই প্রমাণ করে তিনি সত্য, তিনি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত। যুগে যুগে নবী-রসূলদের সাথে শুধু বিরোধিতাই করা হয়নি বরং তাঁদেরকে উম্মাদ, যাদুকর ইত্যাদি-তে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এর উল্লেখ আছে- ***এদের পূর্ববর্তীদের কাছেও যত রসূলই এসেছিল তারাও এমনটি বলেছিল, এ এক যাদুকর বা পাগল*** (সূরা যারিয়াত: ৫৩) পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা আরো বলেন, ***হায়! আক্ষেপ মানবজাতির জন্য, তাদের কাছে যখনই কোন রসূল আসে তারা তাকে নিয়ে হাসি বিদ্রূপ করে।*** (সূরা ইয়াসিন : ৩১)

আল্লাহ্‌র প্রেরিতদের সাথে বিরোধীরা যে আচরণ করেছে ঠিক তেমনই আচরণ আমরা দেখতে পাই এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর সাথে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে, মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে, মিথ্যা মামলা দিয়ে তাঁকে ধ্বংশ করতেও চেয়েছিল তারা। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে সর্বদা বিজয়ী করেছেন, অপরদিকে যারা তাঁর জামা'তকে নির্মূল করতে চেয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা সেই সব বিরোধীদেরকেই অপমানিত ও ধ্বংস করে ছেড়েছেন। যাকে আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যাদিষ্ট করেন তিনি স্বয়ং ঐশী সাহায্য ও সমর্থন দ্বারা তার মিশনকে পূর্ণতা দান করেন।

পবিত্র কুরআন ও হাদীস পাঠে জানা যায় আখেরী জামানায় আল্লাহ্ তা'লা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)কে পাঠাবেন ইসলামকে সকল ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করার জন্য আর তিনি যখন আসবেন সকল পক্ষ থেকে তাঁর বিরোধিতা করা হবে। তাঁকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করা হবে কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তিনিই জয়যুক্ত হবেন, এটাই আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি।

আমাদের দেশে স্বার্থান্বেষী একটি গোষ্ঠি বরাবরই ধর্মের নামে অধর্মীয় বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। আসলে ধর্মান্ধদের কোন ধর্ম নেই। ইমাম মাহদী (আ.)-এর সঙ্গে এ যুগের আলেমরা যে বিরোধিতা করবে তা পূর্ব কালের সম্মানিত আলেমগণও তাদের বিভিন্ন পুস্তকে উল্লেখ করে গেছেন, যেমন আহলে হাদীস ফিরকার বিশিষ্ট নেতা নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ (র.) প্রণীত ***হুজাজুল কেরামা*** গ্রন্থে লিখিত আছে, *"যখন ইমাম মাহদী সুন্নত কায়েম করবার ও বেদাত মেটানোর জন্য সংগ্রাম করবেন তখন সমসাময়িক আলেমগণ যারা পূর্ব-পুরুষ ও পীর-পুরোহীতদের অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্থ তারা বলবে, এই ব্যক্তি আমাদের ধর্ম নষ্ট করে ফেলছে। এই বলে তাঁর বিরোধিতা করবে এবং চিরাচরিত প্রথানুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে কুফর ও গোমরাহীর ফতোয়া দিবে" (হুজাজুল কেরামা : পৃ: ৩৬৩)। হযরত মহীউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহ.) লিখেন, "যখন ইমাম মাহদী (আ.) জাহির হবেন তখন আলেম ওলামাগণই তাঁর প্রধান শত্রু হবে। কেননা তারা মনে করবে যে, তাঁকে মান্য করলে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি থাকবে না। (ফতুহাতে মক্কীয়া, খন্ড ৩, পৃ: ৩৩৬)*। এমন আরো অনেক উদ্ধৃতি রয়েছে।

জুলুম অত্যাচার হতে দেখেও প্রতি বছর এ জামা'তে লাখো লাখো মানুষ দীক্ষা গ্রহণ করছেন। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) গত ৪/০৩/২০১১ তারিখের জুমুআর খুতবার একাংশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরোধিতা প্রসঙ্গে বলেন- ***বিরোধিতা তো ঐশী জামা'তের হবেই। আর এটি ঐশী জামা'তের সত্যতার প্রমাণ। বড় বড় স্বৈরাচারী রাজা এবং তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গরা এদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় কিন্তু খোদার প্রতিষ্ঠিত ঐশী জামা'ত উন্নতি করে। আর এমন একটি সময় আসে যখন এ সকল দল নিঃশেষ হয়ে যায়। এই সকল অপশক্তি মিটে যায় এবং খোদার ঐশী তকদীরই সফল হয়। চূড়ান্ত সফলতা অবশ্যই ঐশী জামা'ত লাভ করে থাকে। ষড়যন্ত্র এবং মিথ্যা পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে এরা যতই তৎপর হোক না কেন খোদার পরিকল্পনার মোকাবেলায় এরা কখনো সফল হবে না। ....ঐশী জামা'তের যারা বিরোধী তাদের কিছুটা বিবেক খাটানো উচিত। আর এই বাস্তবতাকে বুঝা উচিত যে, খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত ব্যক্তির মোকাবেলা বা বিরোধিতা খোদার মোকাবেলা বা খোদার বিরোধীতা। .... পাকিস্তানের শক্তিশালী মোল্লারা হোক বা ইন্দোনেশিয়া বা বাংলাদেশ বা যে কোন আরব দেশ বা পৃথিবীর যে দেশেরই যে কেউ হোক না কেন তারা মহাপরাক্রমশালী শক্তির আঁধার খোদার সামনে না কোন গুরুত্ব রাখে, আর না তিষ্ঠিতে পারে, যার চিরস্থায়ী জ্ঞান এটি লিখে রেখেছে যে, আল্লাহ্ ওয়ালা বা ঐশী জামা'তই জয়যুক্ত হয়। যাদের সমর্থনে খোদার সাহায্য সক্রিয় থাকে জয়যুক্ত হয় তারাই এবং বিজয় তাদেরই প্রাপ্য।***

অতএব এই সকল বিরোধীদের উচিত, ঐশী ইশারা এবং ইঙ্গিতকে বুঝা এবং আত্মসংশোধনের চেষ্টা করা। নতুবা তাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ঐশী তকদীর অবশ্যই জয়যুক্ত হবে তখন কোন অজুহাত বা বাহানা কাজে আসবে না। এটা বলা চলবে না যে এই কারণে গ্রহণ করতে পারিনি বা ঐ কারণে পারিনি। খোদার চূড়ান্ত তকদীর যখন প্রকাশ পায় সবকিছু তখন ধ্বংস এবং নিঃশেষ হয়ে যায়।

তাই এই যে একের পর এক বিরোধীতা হচ্ছে তা আসলে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতারই উজ্জ্বল নিদর্শন। দৃষ্টিমানদের নযরে আদৌ তা পরবে কী!

সূচিপত্র

৩১ মে, ২০১৪

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২১ নভেম্বর, ২০১৩-এর **জুমুআর খুতবা।** ৬

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ১৮ই মে, ২০০৭-এর **জুমুআর খুতবা।** ১৪

কলমের জিহাদ ২১
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

মিলাদ সুরত ও সীরাত ২৫
মরহুম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

মানব উম্মাহ একে অপরের ভাই ২৭
মাহমুদ আহমদ সুমন

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর ইসলাম প্রচার ২৯
সংকলন: মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন প্রধান

ইসলামী খেলাফতশূন্য মুসলমানদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৩৩
ডা: শেখ হেলাল উদ্দিন আহমদ

চরদুখিয়ার দুখুমিয়া ৩৫
মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

পিতার পুণ্য স্মৃতিচারণ- আব্দুল মতিন (নাটাই) পরলোকবাসী হয়েও আমাদের অস্তিত্বে যিনি সদা বিরাজমান ৩৬
নাসের আহমদ (নাটাই)

নবীনদের পাতা- মু'মিন হওয়ার প্রধান শর্ত আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ ৩৮
মৌ. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান (মোয়াল্লেম)

কবিতা- নতুন ভূবন ৩৯
শরীফ আহমদ আফ্রাদ

সংবাদ ৪০

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৪২

ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর বিশেষ উপদেশ ৪৬

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচি ৪৭

পর্দা সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্-র দিক নির্দেশনা ৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হউন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন 'পাক্ষিক আহমদী'র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে 'পাক্ষিক আহমদী' পড়তে Log in করুন
www.ahmadiyyabangla.org

অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:

www.youtub.com/shottershondhane

Please visit it

কুরআন শরীফ

সূরা আল হিজ্‌র-১৫

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٧﴾

২৭। আর নিশ্চয় আমরা মানুষকে পচাগলা কাদা হতে (রূপান্তরিত) শুক্‌নো খন্‌খনে[১৪৯৩] মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি।

১৪৯৩। 'সালসাল' অর্থাৎ 'শুক্‌নো খনখনে মাটি' এই কথা ইঙ্গিত করে যে তাকে এমন এক জড়বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার মধ্যে বাক্ শক্তির গুণাবলী সুপ্ত রয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, ঐশী ডাকে সাড়া দেয়া বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার ক্ষমতাসম্পন্ন গুণাবলী দিয়ে মানুষকে বিভূষিত করা হয়েছে। কিন্তু 'সালসাল'কে বাইরের কোন বস্তু দিয়ে কেবল আঘাত করলেই যেমন শব্দ নির্গত হয়, সেইরূপ এখানে 'সালসাল' ইঙ্গিত করছে যে মানুষের প্রতিধ্বনি করার শক্তি ঐশী ডাক বা বাণীর অধীন বা তার ওপর নির্ভরশীল। এই গুণ বা ধীশক্তির কারণেই সমস্ত সৃষ্টগতের ওপর মানবের প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'হামা' (পচা গলা কাদা) শব্দটি এটাই ব্যক্ত করেছে যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে পচাগলা কাদা মাটি থেকে। মাটি হচ্ছে দেহের এবং পানি হচ্ছে আত্মার উৎস। অন্যত্র কুরআন করীম স্বতন্ত্রভাবে 'মাটি' এবং 'পানি' থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে বলে বর্ণনা করেছে (৩:৬০;২১:৩১)। 'সালসাল' শব্দ 'হামা' শব্দের সঙ্গে যুক্ত করে কুরআন করীম এই মর্মের প্রতি ইঙ্গিত করেছে যে, অন্যান্য প্রাণীর সৃষ্টি শুধু হামা অর্থাৎ মাটি ও পানি থেকে। এদেরও (প্রাণীকূল) এক প্রকার অপরিণত আত্মা রয়েছে। কিন্তু হামা এবং সালসাল সংযুক্ত হয়ে বাকশক্তির গুণসম্পন্ন মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। তাকে 'মাসনুন'ও (পূর্ণরূপে গঠিত হওয়া) বলা হয়েছে (৯৫:৫)। এই আয়াত দ্বারা এটি বুঝায় না যে কাদা-মাটির বস্তুতে আল্লাহ্ তা'লা জীবন ফুঁকে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ছাঁচে ঢালা জীবন্ত মানুষে পরিণত হয়েছে।

কুরআন বার বার ঘোষণা করেছে যে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি। বর্তমান আয়াত মানব সৃষ্টির কেবল প্রাথমিক স্তর ব্যক্ত করেছে। অন্যান্য স্তর সম্পর্কে ৩০:২১,৩৫:১২,২২:৬২৩:১৫ এবং ৪০:৬৮ আয়াত সমূহে উল্লেখ হয়েছে। কুরআনের বর্ণনানুযায়ী মানুষকে 'মাটি' থেকে সৃষ্টি করার মর্ম দাঁড়ায় মানব সৃষ্টির সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল 'মাটি' থেকে। এর সমর্থন বাস্তব ঘটনা থেকে পাওয়া যায়, যথা: আজও মানুষের খাদ্য মাটি থেকে পাওয়া যায়। এর কতকগুলো প্রত্যক্ষ ভাবে এবং কতকগুলো পরোক্ষভাবে মাটি থেকেই প্রাপ্ত। এতে প্রমাণিত হয় যে, মাটিতে ধারণ করা জড়-পদার্থই হলো মানবজন্মের উপকরণ। তা যদি না হতো, তবে সে মৃত্তিকা থেকে পুষ্টি আহরণ করতে পারতো না। কারণ একমাত্র সেই বস্তু, যা থেকে কোন সত্তা বা জীবের উৎপত্তি, সেটাই কেবল সেই উৎপন্ন-সত্তার পুষ্টি সরবরাহ করতে পারে, ভিন্ন বা অপরিচিত উপাদান এ কাজ করতে অক্ষম। (এই আয়াতের আরও ব্যাখ্যার জন্য 'দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী' দ্রষ্টব্য)।

হাদীস শরীফ

পিতামাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ

কুরআন ঃ

"তোমরা মূর্তিপূজার-শির্‌ক থেকে বাঁচো এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকো।" (সূরা হজ্জ ঃ ৩১)

হাদীস ঃ

হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আমি কি তোমাদেরকে তিনটি বড়- গুনাহ্ সম্বন্ধে অবগত করবো? আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি বলুন। তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা। এসময় তিনি (সা.) হেলান দিয়ে বসেছিলেন, এরপর সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, খবরদার, মিথ্যা-কথা বলা থেকে বাঁচো। তিনি (সা.) এ কথাটি পুণঃ পুণঃ উচ্চারণ করতে লাগলেন। এতে আমরা বললাম, হায়! যদি তিনি (সা.) চুপ করে যেতেন" (বুখারী)।

"মানুষ যতক্ষণ না মিথ্যা পরিহার করে, ততক্ষণ সে পবিত্র হতে পারে না"

ব্যাখ্যা ঃ

মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের সকল রাস্তাকে ইসলাম পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরে মানবজাতিকে খোদার নিকটে পৌঁছে দিতে চায়। পবিত্র কুরআন এ-সম্পর্কে আমাদেরকে জানাচ্ছে, মূর্তিপূজা, মিথ্যাচারিতা ও পিতামাতার অবাধ্য হওয়া এই তিনটি বড়-গুনাহ্ মানুষকে খোদা-থেকে দূরে নিয়ে খোদার অসন্তুষ্টির পথে নিয়ে যায় এবং তার আত্মাকে ধ্বংস করে দেয়।

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, অংশীবাদিতা, পিতামাতার অবাধ্যতা ও মিথ্যাচারিতা মহাপাপ। মিথ্যা মানুষের আত্মাকে কলুষিত ও অপবিত্র করে দেয়।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, বাস্তব-কথা হলো এই যে, মানুষ যতক্ষণ না মিথ্যা পরিহার করে, ততক্ষণ সে পবিত্র হতে পারে না। দুনিয়ার হীন-ব্যক্তি বলতে পারে যে, মিথ্যা-ব্যতিরেকে চলা যায় না। এটা এক অযথা-কথা। যদি সত্য-দ্বারা চলা সম্ভব না হয়, তবে মিথ্যা দ্বারা চলা কখনই সম্ভব নয়। পরিতাপ এই যে, হতভাগা-লোকেরা আল্লাহ্‌র সম্মান করে না। তারা জানেনা যে, খোদার আশিষ ছাড়া চলা অসম্ভব। তারা মিথ্যা ও অপবিত্রতাকে নিজেদের ত্রাণকর্তা ও মা'বুদ মনে করে। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে মূর্তির অপবিত্রতার সাথে মিথ্যার অপবিত্রতাও বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে প্রকৃত-পবিত্রতা দান করুন এবং সকলকে মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকার শক্তি দান করুন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) হলেন খাতামান নবীঈন

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

'আমাদের নেতা ও প্রভু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি খোদা তা'লার তরফ থেকে যে সকল নিদর্শন ও মোজেজা প্রকাশিত হয়েছিল, তা কেবল সেই যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তার ধারাবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। অতীতে যে নবীরা এসেছিলেন, তাঁরা কেউই তাঁদের পূর্ববর্তী নবীর উম্মতরূপে নিজেকে গণ্য করতেন না, এবং নিজেকে উম্মতি বলে প্রচারও করতেন না, যদিও তাঁরা পূর্ববর্তী নবীর ধর্মেরই সাহায্য করতেন এবং তাঁদেরকে সত্য বলে জানতেন।

কিন্তু, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এক বিশেষ এই গৌরব দান করা হয়েছিল যে, তিনি-খাতামুন নবীঈন। এর এক অর্থ হচ্ছে, নবুওয়াতের সমস্ত পূর্ণতা, উৎকর্ষতা বা কামালাত তাঁর ওপরে খতম হয়ে গেছে; এবং দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে,- তাঁর (সা.) পরে নতুন শরীয়তওয়ালা আর কোন রাসূল নেই; এবং তার (সা.) পরে এমন কোন নবী নেই যিনি তাঁর উম্মত-বহির্ভূত। বরং এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি খোদা তা'লার সহিত বাক্যালাপের সম্মানে সম্মানিত, তিনি সেই সম্মান লাভ করেন একমাত্র তাঁরই (সা.) কল্যাণে এবং তাঁরই মধ্যস্থতায়; তিনি উম্মতি, তিনি মুস্তাকিল বা সরাসরি নবী নন।

তাঁকে (সা.) এতো উচ্চ-মর্যাদা দিয়ে কবুল করা হয়েছে যে, আজ বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তত:পক্ষে বিশ কোটি মুসলমান তাঁর গোলামী করার জন্য কোমর বেঁধে দন্ডায়মান আছে। এবং যখন থেকে খোদা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকেই বড় বড় শক্তিশালী সম্রাটগণ, যারা দিগ্বজয়ী ছিলেন, তাঁরাও তাঁর (সা.) পদতলে নিজেদেরকে সামান্য ভৃত্যের ন্যায় উৎসর্গ করেছিলেন। এবং বর্তমান কালেও মুসলিম বাদশাহগণ তাঁর সামনে নিজেদেরকে নগণ্য চাকরের মতই মনে করেন, এবং তাঁর (সা.) নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহাসন থেকে নেমে আসেন।

অতএব এটা বিবেচনা করে দেখার বিষয় যে, এই যে মান-ইজ্জত, এই যে শওকত ও ঐশ্বর্য্য, এই যে সৌভাগ্য, এই যে জালাল বা গৌরব ও প্রতাপ, এবং এই যে হাজারো আসমানী নিদর্শন, এই হাজারো ঐশী আশিস ও কল্যাণ, তা কি কোন মিথ্যাবাদী লাভ করতে পারে? আমরা বড়ই গৌরবান্বিত যে, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আঁচল আমরা আঁকড়ে ধরেছি তাঁর ওপরে খোদা তা'লার কৃপা-কল্যাণের কোন সীমা নেই, অন্ত নেই।

তিনি খোদা তো নন ঠিকই, কিন্তু তাঁরই মাধ্যমে আমরা খোদাকে দেখেছি। তাঁর ধর্ম, যা আমরা পেয়েছি, তা খোদার ক্ষমতাসমূহের আয়না। যদি ইসলাম না হতো, তাহলে এই যুগে এটা বুঝানোই সম্ভব ছিল না যে, নবুওয়াত কি জিনিষ। এছাড়া, মোজেজা সম্ভব কি-না, এবং তা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর আওতাভুক্ত কি-না, এসব কিছুর সমাধান হয়ে গেছে সেই নবীর (সা.) চিরস্থায়ী কল্যাণ দ্বারা। এবং তাঁরই বদৌলতে আজ আমরা অন্যান্য জাতির মত কেবল কেচ্ছা-কাহিনীর কথক নই, বরং আমাদের সাথে রয়েছে খোদার নূর এবং খোদার আসমানী-সাহায্য।

আমরা কী বস্তু যে, আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা করি! যে খোদা অন্য সকলের কাছে গোপন, যাঁর গোপন শক্তি অন্য সবার ধারণার অতীত, সেই মহাগৌরব ও প্রতাপের অধিকারী খোদা শুধু এই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামেরই কারণে আমাদের ওপর প্রকাশিত হয়েছে।' (চশমা মারেফাত, পৃ ৮-১০)

জুমুআর খুতবা

ধৈর্য ও অবিচলতার সাথে নিয়মিত নামায আদায় করা এবং সৎকর্ম সম্পাদনের প্রতি গুরুত্বারোপ

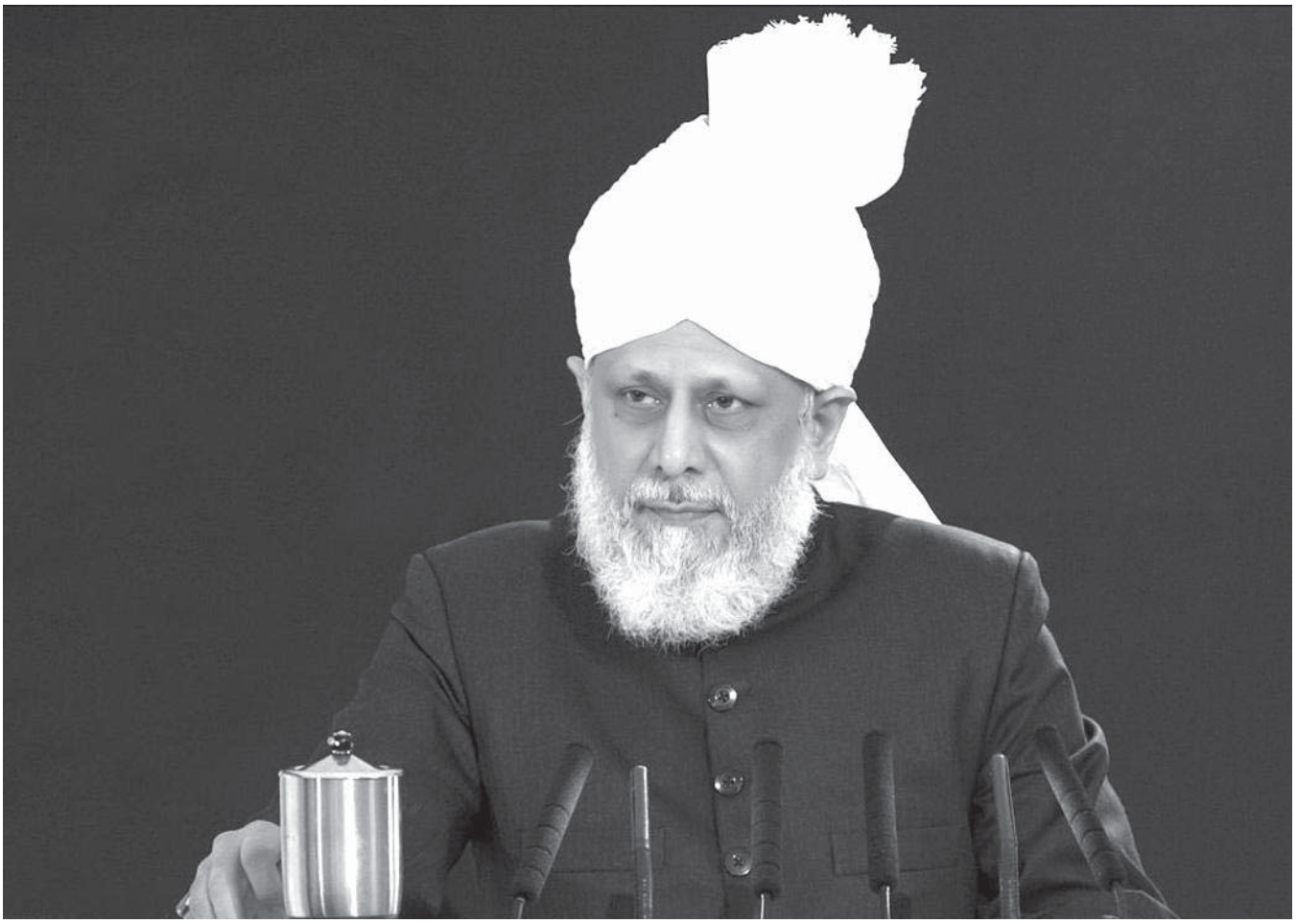

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ২১ নভেম্বর, ২০১৩-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর পুস্তকাবলী, রচনাবলী ও বিভিন্ন বক্তব্যে তাঁর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন। আমরা যারা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার দাবী করি– আমাদের উচিত এসব উদ্দেশ্যকে সর্বদা সামনে রাখা, যেন আমরা তাঁর জামা'তের প্রকৃত অনুসারী বলে গণ্য হতে পারি। এসকল উদ্দেশ্যের মাঝে কয়েকটি এখন আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো।

তিনি (আ.) একস্থানে বলেছেন, "এ যুগে ঈমানকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন, যেন মানুষের ঈমানী-শক্তিতে উন্নতি সাধিত

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যও উল্লেখ করেছেন, "আমি খোদা তা'লার প্রতি ঈমান সৃষ্টি করতে চাই। যে-ই খোদা তা'লার প্রতি ঈমান আনবে, সে পাপের বিষ থেকে রক্ষা পাবে এবং তার ফিতরত ও প্রকৃতিতে এক ধরণের পরিবর্তন সাধন হবে। তার ওপর এক মৃত্যু আপতিত হয়ে সে এক নতুন-জীবন লাভ করবে। পাপে স্বাদ পাবার পরিবর্তে তার হৃদয়ে ঘৃণার সৃষ্টি হবে। যার মাঝে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে, সে বলতে পারে আমি খোদাকে চিনেছি।

হয়। তারা যেন প্রকৃতই বিশ্বাস করে, খোদা আছেন, তিনি দোয়া কবুল করেন, পুণ্যের প্রতিদান দান করেন এবং অপকর্মের তথা পাপের শাস্তি দেন। এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরো বলেন, "ঈমান পূরিপূর্ণ ও দৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত মানুষ সঠিক ও পূর্ণরূপে পুণ্যকর্ম করতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, বিদ্যমান বিভিন্ন দুর্বলতা অনুযায়ী তার পুণ্যকর্মেও ত্রুটি থাকবে।" (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩২০)

অতএব আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ ও দৃঢ় ঈমান প্রতিষ্ঠিত করতেই যুগে যুগে নবী এসে থাকেন। আর এটিই হযরত মসীহও মাওউদ (আ.)-এর আগমনের একটি বড় উদ্দেশ্য। তিনি প্রত্যাদিষ্ট হয়েছেন যেন তাঁর মাধ্যমে পাপ পঙ্কিলতা তথা আধ্যাত্মিক দুর্বলতা দূরীভূত হয় এবং ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করে। তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যের এটিই হলো সার কথা। আমি কয়েকটি বাক্যে এর সারাংশ বর্ণনা করলাম, এখানে পুরো বাক্য উদ্ধৃত করি নি। যাহোক, দুর্বলতা কীভাবে দূর হবে, আর ঈমান কীভাবে সুদৃঢ়ও পরিপূর্ণ হবে, এ প্রসঙ্গে তিনি (আ.) অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন, "আমার হাতে শুধু বয়াত করলেই হবে না বরং এরজন্য চেষ্টা-সাধনা করারও প্রয়োজন রয়েছে আর এই একই নীতি খোদা তা'লাও বলেছেন, ***'ওয়াল্লাযিনা যাহাদু ফিনা লা নাহ্‌দি ইয়ান্নাহুম সুবুলানা, ওয়া ইন্নাল্লাহা লা মাআল মুহ্‌সিনীন'*** (সূরা আন কাবুত: ৭০)।

অর্থাৎ- যারা আমাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে চেষ্টা-সাধনা করে, আমরা তাদের জন্য আমাদের পথ উন্মুক্ত করে দিই [এটি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর অনুবাদ] (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৮)।

অতএব ঈমানে দৃঢ় ও পরিপূর্ণ হবার এটিই হচ্ছে মূলনীতি, অর্থাৎ কেবলমাত্র বয়াত করেই সংশোধন সম্ভব নয় যদি এর পাশাপাশি নিজের অবস্থায় পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা না থাকে। কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লাকে লাভের চেষ্টা না করলে এটি সম্ভব নয়। নিজেদের হৃদয়ে পরিবর্তন আনয়ন করে আমল ও চেষ্টা-সাধনার দিকে দৃষ্টি না দিলে কোন লাভ নেই।

এরপর তিনি (আ.) একস্থানে বলেছেন, "বিশ্বের সব জিনিষেরই উন্নতি পর্যায়ক্রমে হয়ে থাকে। আধ্যাত্মিক-উন্নতিতেও এর ব্যতিক্রম হবে না। চেষ্টা-সাধনা ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। চেষ্টা-সাধনাও যেন আল্লাহ্ তালাকে লাভের অর্থাৎ একনিষ্ঠ হয়ে তাঁকে সন্ধানের জন্য হতে হবে এবং এর পাশাপাশি তার শিক্ষায় আমলও করতে হবে। কুরআন করীমের পরিপন্থী যোগীদের ন্যায় নিজেই কোন নিরর্থক তপস্যা ও সাধনা আবিষ্কার করে নেয়া– এমনটি নয়। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তালা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন যেন তিনি বিশ্ববাসীকে দেখান, কীভাবে মানুষ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছতে পারে? (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৯)

আর তিনি আমাদেরকে কী দেখিয়েছেন আর আমাদের কাছে কী আশা করেছেন? তাঁর (আ.) নেতা ও মনিব হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইবাদত এবং উত্তম নৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তিনি (আ.) সেই আদর্শই প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেই আদর্শেরই অনুসরণ করতে বলেছেন। আর এই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে সাহাবা (রা.)-ও চেষ্টা-সাধনা করেছেন। আর পরবর্তীতে এরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী আখ্যায়িত হয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণ এমনভাবে লাভ করেছেন যে, এক বিশাল জনগোষ্ঠী তাদের অনুসরণে তাদের পেছনে পথ চলা শুরু করে।

এরপর, তাঁর অনুসারীদের কেমন হওয়া উচিত– এবিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) একস্থানে বলেন,

"আমি চাই না যে, বয়াতের সময়

তোমরা যদি একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য প্রার্থনা কর, তাহলে অনেক কাজ বাহ্যত দুরূহ মনে হলেও তা সহজ হয়ে যাবে, এটি আল্লাহ্ তা'লার অঙ্গিকার। তার ধর্ম বিজয় লাভ করবেই। কিন্তু এই বিজয়ের অংশ হবার জন্য তোমাদের ধৈর্য ও দোয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

কিছু বাক্য তোতা পাখির মত আওড়ানো হোক। এতে কোন লাভ নেই। তাযকিয়ায়ে নাফসের (অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির) জ্ঞান অর্জন কর, কেননা এরই প্রয়োজন রয়েছে। ...আমার কাজ এবং আমার আগমনের মূল উদ্দেশ্য হলো,... তোমরা যেন নিজেদের মাঝে এক পবিত্র-পরিবর্তন আনয়ন কর এবং একেবারে নতুন এক মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যাও। আর এটি অর্জনের জন্য তোমাদের প্রত্যেকের উচিত, সে যেন এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করে এবং এমন পরিবর্তন সাধন করে যেন সে বলতে পারে– আমি অন্য কেউ (অর্থাৎ আমি ভিন্ন কোন মানুষ হয়ে গেছি)।" (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৫২)

অতএব আমরা যদি নিজ সত্তায় পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করে নিজেদেরকে ভিন্ন কোন সত্ত্বায় রূপান্তরিত না করি, যে সত্তা জগতের অন্য সবার চেয়ে ভিন্ন হবে, তাহলে আমাদের এমন বয়াতের কোন লাভ নেই।

এরপর অপর এক স্থানে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "এই অধম কেবল এ উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছি, যেন আল্লাহ্‌র সৃষ্টজীব অর্থাৎ সকল মানুষের কাছে এই বাণী পৌছে দিই যে, বর্তমানে বিদ্যমান সকল ধর্মের মাঝে সেই ধর্মই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং খোদা তালার ইচ্ছাধীন যে ধর্ম কুরআন করীম উপস্থান করেছে এবং দারুন্নাজাতে (অর্থাৎ মুক্তির ঘরে জান্নাতে) প্রবেশ করার একমাত্র উপায় হলো, ***লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"*** (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯২-৩৯৩)

"আমার দায়িত্ব এবং উদ্দেশ্য হলো, মহানবী (সা.)-এর প্রতাপ এবং তার মাহত্মকে প্রতিষ্ঠা করা। আমার বিষয়টি গৌন।"(মলফুযাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২০০) হ্যা, আমার বিষয় যদি থেকেই থাকে তা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রসঙ্গের মাঝেই অন্তর্ভূক্ত।

অতএব, এ উদ্দেশ্য পুরণের জন্যও আমরা বয়াত করেছি এবং এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদেরকে কুরআনের শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে যেন আমরা এতে আমল করতে পারি এবং প্রচার করতে পারি। কেননা বিশ্ববাসীর প্রত্রিান বা মুক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর মাঝে নিহীত। অতএব, বিশ্ব বাসীকে বলে দিন, এই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-এর পতাকাতলে সমবেত হয়ে তোমরাও মুক্তি লাভ কর।

এরপর তিনি (আ.) তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "এখন আল্লাহ্ তা'লা ইচ্ছা পোষণ করেছেন যেন ইসলাম সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত হয়। তিনি আমাকে এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছেন এবং সেভাবেই পাঠিয়েছেন যেভাবে তিনি পূর্বে প্রত্যাদিষ্টদের পাঠিয়েছেন।" (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪১৩)

এরপর তিনি (আ.) তার মিশনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন, "তিনি আমাকে আবির্ভূত করেছেন যেন আমি ইসলামকে দলীল-প্রমাণাদী ও অকাট্য দলীলের মাধ্যমে অর্থাৎ উজ্জ্বল ও স্পষ্ট প্রমাণাদীর মাধ্যমে সকল ধর্ম ও মতের উপর জয়যুক্ত করে দেখাই। (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৩২)

এরপর তিনি (আ.) আরেক স্থানে তাঁর আগমনের এ উদ্দেশ্যও উল্লেখ করেছেন, "আমি খোদা তা'লার প্রতি ঈমান সৃষ্টি করতে চাই। যে-ই খোদা তা'লার প্রতি ঈমান আনবে, সে পাপের বিষ থেকে রক্ষা পাবে এবং তার ফিতরত ও প্রকৃতিতে এক ধরণের পরিবর্তন সাধন হবে। তার ওপর এক মৃত্যু আপতিত হয়ে সে এক নতুন-জীবন লাভ করবে। পাপে স্বাদ পাবার পরিবর্তে তার হৃদয়ে ঘৃণার সৃষ্টি হবে। যার মাঝে এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে, সে বলতে পারে আমি খোদাকে চিনেছি। খোদা খুব ভাল করেই জানেন, এ যুগের অবস্থা এমন যে, খোদার তত্তজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এমন কোন ধর্ম নেই যে এই মার্গ পর্যন্ত মানুষকে পৌছাতে পারে এবং এমন প্রকৃতি তার মাঝে সৃষ্টি করতে পারে। আমি নির্দিষ্ট কোন ধর্মের প্রতি পরিতাপ বা হতাশা ব্যক্ত করছি না। এটি অসাধারণ ভাবে হচ্ছে এবং এই মহামারি ভয়ানক বা মারাত্মকভাবে বিস্তার লাভ করছে।

আমি সত্য বলছি, খোদার প্রতি ঈমান আনলে মানুষ ফেরেশতা হয়ে যায় বরং

মানুষ ফেরেশতারও পুজ্য হয়ে যায় অর্থাৎ ফেরেশতারাও তাকে সেজদা করে। সে জ্যোতির্ময় বা আলোকিত হয়ে যায়। মোটকথা, জগতে যখন এমন যুগ আসে যখন কি-না খোদার তত্ত্বজ্ঞান অবশিষ্ট থাকে না আর ধ্বংসাত্মক এবং সব ধরনের পাপাচার ব্যাপকহারে বিস্তার লাভ করে, খোদার ভয় উঠে যায় এবং খোদার অধিকার বান্দাকে দেয়া হয়, তখন আল্লাহ্ তালা এমন পরিস্থিতিতে একজন মানুষকে তার তত্ত্বজ্ঞানের আলো দিয়ে প্রত্যাদিষ্ট করেন। তাঁকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয় এবং সব দিক থেকে তাকে কষ্ট দেয়া হয়, কিন্তু অবশেষে খোদার প্রত্যাদিষ্টই সফল ও কৃতকার্য হয় আর জগতে সত্যের আলো ছড়িয়ে দেয়। ঠিক একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা এই যুগে আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন এবং স্বীয় তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতি আমাকে দান করেছেন।" (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৩-৪৯৪)

এরপর তিনি (আ.) অপর এক স্থানে বলেন, "আমাকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, আমি যেন চারিত্রিক বৈশিষ্টাবলীর প্রতিপালন করি।" (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৯) একবার কেউ একজন তাঁকে (আ.) প্রশ্ন করে, আপনার দাবী এবং রিসালতের পরিণাম কী? অর্থাৎ আপনি কী কী উদ্দেশ্য সাধন করবেন? আপনার আবির্ভাবের কারণ কী? তিনি উত্তরে বললেন,

"খোদা তা'লার সাথে সম্পর্কের যে দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষের মনে জগতের যে মোহ স্থান করে রেখেছে এবং সার্বিক পবিত্রতা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, বান্দা ও আল্লাহর মাঝে এই সম্পর্ককে খোদা তালা পুনর্বহাল করবেন, বিলুপ্ত পবিত্রতাকে পুন:প্রতিষ্ঠা করবেন। জগতের মোহ প্রশমিত হবে।" (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫০০) আর তিনি (আ.) বলেন, এই কাজ আমার দ্বারা সংগঠিত হবে।

তিনি (আ.) যে উদ্দেশ্য ও দাবীর উল্লেখ করেছেন তা অনেক বড় ও মহান। আজকের বস্তুজগতে আমরা দেখতে পাই, বিশ্ববাসী বস্তুবাদিতায় নিমজ্জিত হয়ে নিজের সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে বসেছে। আর যারা বাহ্যত ধর্ম বা খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুটা বুঝে বা স্বীকার করে তা-ও কেবল বাহ্যিকভাবেই। খোদা তালার অস্তিত্ব সম্পর্কে তাদের দৃঢ়-বিশ্বাস নেই। এ বিষয়ে জ্ঞানও নেই, বুঝেও না, আর ধর্মের কিছুই জানে না। পার্থিব ঐশ্বর্য ও জশ অর্জনই হলো তাদের মুখ্য বিষয়। তারা নামে মাত্র কোন একটি ধর্ম অনুসরণ করছে। এমন পরিস্থিতিতে নিঃসন্দেহে এটি অনেক বড় একটি দাবী।

কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ় এবং নিজ উদ্দেশ্য অর্জনে তিনি অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ী। আর এটি তার উল্লেখিত বাক্যাবলীতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তাঁর এসব বক্তব্য, দাবী, আবির্ভাবের এসব উদ্দেশ্য আমাদেরকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, যেগুলো পড়ে ও শুনে আমরা এ জামাতে প্রবেশ করেছি বা আমাদের বাপ-দাদা আহমদীয়া জামাতে প্রবেশ করেছিলেন, আর আমরা সেই পুণ্যের কল্যাণ লাভ করেছি– এটি আমাদের কাছে নিশ্চয় কিছু দাবী করছে, আর তা হলো, এসব উদ্দেশ্যকে নিজেদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে নেয়া আবশ্যক। আমাদেরকেও এসব উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যে যে বিষয় সৃষ্টি করতে আবির্ভূত হয়েছেন, আমাদেরও উচিত তা অর্জনে চেষ্টা করা।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে পূর্ণ করার জন্য আমাদেরকেও সাহায্যকারী হতে হবে। আমরা যখন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি এবং ঈমান এনেছি, তখন আমারাও নাহনু আনসারুল্লাহ্-এর ঘোষণা দিয়ে আমাদের নিজেদের মাঝে এই এই পরিবর্তন সাধন করবো এবং এই বাণীকে প্রচার করতে থাকবো, আর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন তা পূর্ণ করার চেষ্টা করবো।

অতএব, আমাদের নিজেদের আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে, চিন্তা করতে হবে, বিশেষ পরিকল্পনা হাতে নিতে হবে, আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে, যেন সফলতা লাভ করতে পারি এবং সামনে এগিয়ে যেতে পারি। আমরা যদি তাকে মানার পর অকর্মণ্য হয়ে বসে যাই এবং কোন চিন্তা না করি তবে এটি বয়াতের অঙ্গিকার পূর্ণ না করারই নামান্তর। এই দাবীকে গ্রহণ করে নিথর বসে যাওয়া এবং ঘুমিয়ে পড়া আমাদেরকে নিশ্চয় অপরাধী বানায়। কিন্তু আমরা যখন আমাদের উপকরণের দিকে তাকাই, নিজের অবস্থাকে দেখি তখন চিন্তা করি, এসব হওয়াও কি সম্ভব? আমরা যদি করতেও চাই, কী করতে পারবো? একদিকে আমাদের উপায়-উপকরণ সীমিত, অপরদিকে বিশ্বের ৮০ শতাংশেরও বেশী মানুষের ধর্মের প্রতি আগ্রহ নাই, এরা সবাই পার্থিবতার পিছনেই ছুটে বেড়াচ্ছে। এসব উন্নত-দেশসমূহে ধন-সম্পদ রয়েছে, সব ধরনের প্রাচুর্য রয়েছে এবং অন্যান্য পার্থিব-বিষয়াদী রয়েছে যা এখানে বসবাসকারীদেরকে খোদা থেকে বিমুখ করে দিয়েছে। এরা বলে, খোদা তালাকে অন্বেষণ করে সময় নষ্ট করার মত সময় আমাদের নেই।

গতকালের ডাকে জাপান থেকে একটি চিঠি এসেছে। তিনি অত্যান্ত আবেগের সাথে লিখেছেন, আমি যখন আমার এক জাপানী বন্ধুকে (যে খুবই উত্তম স্বভাবের, তার সাথে খুবই ভাল সম্পর্ক এবং তার সাথে আলোচনা হতে থাকে) বললাম, খোদার কাছে দোয়া কর যেন তিনি সঠিকপথের সন্ধান দান করেন, তখন সে বলতে লাগলো, তোমাদের খোদাকে সন্ধান করতে থাকবো এবং তার কাছে পথ নির্দেশনা চাইবো, এমন সময় আমার হাতে নেই, আমার অনেক কাজ আছে। এই হলো বিশ্বের এবং বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোর অবস্থা, যারা নিজেদেরকে অনেক উন্নত মনে করে। আর পরাশক্তিগুলো এবং উন্নত দেশগুলো সর্বাত্মক চেষ্টা করছে দরিদ্র দেশগুলোকেও এই উন্নতি এবং প্রাচুর্যের জোরে নিজদের অনুকরণ করাতে। অবস্থা যদি এমন হয়, একদিকে শোনার আগ্রহই না থাকলে এবং একটি বড় অংশ শোনতে আগ্রহী না হলে আর সেই সাথে বস্তুবাদিতা ও ধন-সম্পদ প্রত্যেককে নিজের আয়ত্বে নিয়ে নেয়ার চেষ্টাও করছে, আর অপরদিকে আমাদের সামর্থ ও উপায়-উপকরণও সীমিত, এমন পরিস্থিতিতে আমরা কীভাবে প্রতারণা এবং বস্তুবাদিতার মোকাবেলা করতে পারি? আমরা বিশ্বের অধিকাংশকে খোদা তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাসী করতে পারবো এবং মহানবী (সা.)-এর মাহত্ম প্রতিষ্ঠিত করতে পারবো–এটি বাহ্যত অসম্ভব বলে মনে হয়। কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)

মু'মিনদের নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য যাচনা করা উচিত এবং সঠিকভাবে নামায আদায় করা উচিত। সাবর-এর সর্বোচ্চ প্রতিফল তখনই প্রকাশিত হবে, যখন নামাযের প্রতি যত্নবান হবে।

বলেন এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলেন, আমি এসব কিছু করতেই প্রেরিত হয়েছি, আর এটি অবশ্যই হবে ইনশাআল্লাহ। অতএব আমরাও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত করে তার এই দাবীর কারণে ঘোষণা করছি, ***'নাহনু আনসারুল্লাহ্'***।

এই ঘোষণা যদি প্রকাশ্যে না-ও করা হয়, তবুও আমাদের বয়আত করাই আমাদেরকে এ ঘোষণা করাচ্ছে আর করানো উচিত। অর্থাৎ আমরা আল্লাহর ধর্মের সাহায্যকারী এবং সাহায্যকারী থাকবো ইনশাআল্লাহ। জগতের অস্বীকারে আমরা নিরাশ হবো না। কেননা আমরা জাগতিক দৃষ্টিতে দেখে এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি না বরং আল্লাহ্ তা'লার সমর্থন পদে পদে আমাদেরকে আশ্বস্ত করছে যে, তোমরা যদি আল্লাহ্‌র মাঝে থেকে চেষ্টা-সাধনা কর, তাহলে নতুন নতুন পথ উন্মোচিত হতে থাকবে।

অতএব আমরা যদি পার্থিব-দৃষ্টিতে দেখি এবং পার্থিব উপকরণে ভরসা করি, তাহলে আমাদের সফলতা কেবল পাগলের আস্ফালনই মনে হবে। আমরা যদি পার্থিব শক্তি ও সামর্থের ভিত্তিতে দেখি, তাহলে আমরা একটি দেশকে দেখেই বিরক্ত ও চিন্তিত হয়ে যাবো, যেমন রাশিয়ার কথাই ধরুন, চীনের কথাই বলুন বা প্রাশ্চাত্যের যেকোন দেশের কথাই ধরুন, আমেরিকার কোন দেশের কথাই ধরুন, দ্বিপপুঞ্জ ও আফ্রিকার যে কোন দেশকে ধরুন, সব জায়গায় এমন অনেক প্রতিবন্ধকতা দৃষ্টিগোচর হবে, যা আমাদেরকে অগ্রসর হতে ভীত ও বাধাগ্রস্ত করবে। দেশের পরিস্থিতি এবং পার্থিব যশ ও প্রাচুর্য আজ থেকে কয়েক দশক পূর্বেও আমাদের অনুকূলে ছিল না আর আজও অনুকূলে নেই। কিন্তু এটি আল্লাহ্ তা'লার কাজ, এটি অবশ্যই হবে এবং আল্লাহ্ তা'লার ফজলে হচ্ছেও। যেমন একসময় রাশিয়া এবং এর সাথে সম্পৃক্ত যেসব দেশ ছিল, কমিউনিস্ট সরকারের কারণে সেখানে তবলীগ করা সম্ভব ছিল না।

এখন একটি অংশ পৃথক হয়ে ধর্ম থেকে দূরে সরে গেছে এবং পার্থিব মোহ ও লালসা তাদেরকে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছে। আর অপরদিকে যেসব মুসলিম-রাষ্ট্র রাশিয়ার অন্তর্গত ছিল, সেগুলোর মুফতী এবং স্বার্থলোভীরা অর্থাৎ স্বার্থলোভী ধর্মীয় নেতারা সরকারকে এমন ভীত-সন্ত্রস্ত করে রেখেছে, সেখানে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের পথে পদে পদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। জামা'তের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা আরোপ করে রাখা হয়েছে এবং সেখানকার আহমদীদেরও ভয়-ভীতি দেখানো হয়ে থাকে, নির্যাতনও করা হয়। পশ্চিমা বিশ্বকে দেখুন, এখানেও জাগতিকতা ছেয়ে রেখেছে। এখানে প্রশাসন স্বয়ং পাপাচার এবং অশ্লিলতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। যেসব অশ্লিলতার কারণে আল্লাহ্ তা'লা একটি জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, সেই অশ্লিলতাকে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ধর্মের ব্যাপারে চীনের কোন আগ্রহই নেই। বস্তুবাদিতার যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে, এতে এই দেশ জাগতিক ও সামাজিকভাবে বিশ্বের একটি বড়-শক্তিতে পরিণত হচ্ছে।

জাপানেরও একই অবস্থা, এটি অনেক উন্নত দেশ। এরা প্রযুক্তিতে অনেক উন্নতি সাধন করেছে এবং অভাবনীয় উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বের অধিকাংশই কু-সংস্কারে মত্ত রয়েছে, কিন্তু তারা ধর্ম থেকেও অনেক দূরে রয়েছে। আমি যে উদাহরণ দিয়েছি (নাউযুবিল্লাহ্), যারা 'আমার সময় নেই'- বলে দেন, অধিকাংশকে এমনই দেখা যায়। নির্দ্বিধায় বলে দেন, কেমন খোদা, কোন খোদা? হতে পারে তারা চারিত্রিক আচরণের দিক থেকে অনেক অগ্রগামী, কিন্তু জাগতিকতা এদেরকে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। যদি জাপানিদের জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে তারা বাহ্যত তাদের ধর্ম সেন্টুইজম বলে থাকে। কিন্তু বাস্তবে এরা সেন্টুইজম, খ্রীষ্টধর্ম এবং বুদ্ধইজমের এক অদ্ভুত সংমিশ্রনে গঠিত। কার্যত এরা কেবলমাত্র রীতি-রেওয়াজের দিক থেকে জন্ম, জীবন-যাপন এবং মৃত্যুর পরের কিছু রীতি বা সংস্কার। তারা শ্রেণীভেদে বিভিন্ন ধর্ম পালন করছে। কিন্তু সর্বোপরি ধর্মের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই। আমি যেমন বলেছি, পশ্চিমা-বিশ্বের বেশীরভাগ লোক খোদা তালাকে ভুলে বসেছে। আর শুধু তা-ই নয়, বরং খোদা তালাকে নিয়ে হাট্টা-বিদ্রুপ পর্যন্ত করা হয়।

ধর্মকে এক প্রকার বোঝা মনে করা হয়। চার্চে যাবারও কেউ নেই। খ্রিস্টধর্ম বলে

স্মরণ রাখবেন, বিপ্লব সাধন করতে চাইলে, নিজেদের সেই দায়িত্ব পালন করতে চাইলে, যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে পূর্ণ করার জন্য আমাদের প্রতি অর্পিত হয়েছে, আর বয়আতের অধিকার আদায় করতে চাইলে মসজিদ আবাদের এই সৌন্দর্য অস্থায়ী নয় বরং স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। নিজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক পবিত্র-পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

ঠিকই, আমরা চেষ্টা করছি, কিন্তু চার্চ বিকৃত হয়ে গেছে। অতএব, বিশ্বের এখন খুবই দুরবস্থা। আমি যেমন বলেছি, জাগতিকভাবে আমাদের সামর্থ ও উপায়-উপকরণ থাকা না থাকা একই কথা। এসব বৈশয়িক লোকদের সামনে আমাদের সামর্থ ও উপায় উপকরণ বিন্দু পরিমানও মূল্য রাখে না।

অতএব, এসব বিষয় উদ্বেগ সৃষ্টি করে, আর এটাই স্বাভাবিক। এমন পরিস্থিতিতে আমরা কীভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবো। কিন্তু খোদা তা'লা, যিনি মহানবী (সা.)-কে সমগ্র বিশ্বের জন্য আবির্ভূত করেছেন, খোদা তালা যিনি এ যুগে মহানবী (সা.)-এর সত্যিকারের প্রেমিককে পাঠিয়েছেন, তিনি আমাদেরকে বলেছেন, আমাদের মাঝে থেকে আমার পথ অন্বেষণ কর। আর খোদা তা'লার মাঝে থেকে কীভাবে পথ অন্বেষণ করতে হবে? তিনি বলেন, ***'ইয়া আইয়ূহাল্লাযীনা আমানুস্তাঈনু বিস্‌সাবরে ওয়াস্‌সালাত'*** (সূরা বাকারা: ১৫৪)।

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। সুতরাং এই সেই আল্লাহ্, যার সাহায্য চাওয়া হলে বড় থেকে বড় প্রতিবন্ধকও নিমেশে দূর হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা, যিনি সকল ক্ষমতার অধিপতি, যিনি স্বীয় প্রতাপের সাথে সকল শক্তির আধার, তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা রাখেন। আল্লাহ্ তা'লা, যিনি মহানবী (সা.)-কে সর্বকালের জন্য, সকল জাতির জন্য এবং সকল মানবমন্ডলীর জন্য ত্রানকর্তা হিসেবে পাঠিয়েছেন, যিনি পবিত্র কুরআন তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করে সকল মানবমন্ডলীর জন্য শরীয়তকে পূর্ণ করে দিয়েছেন, যার মাঝে সকল যুগের ধর্মীয় ও জাগতিক সকল সমস্যার সমাধানও বিদ্যমান, যিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে এ যুগে ইসলামের নবজাগরণের জন্য আবির্ভূত করেছেন, সেই আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের দুঃচিন্তাগ্রস্থ হবার কোন প্রয়োজন নেই। অবস্থা যখন এমন হবে এবং বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে, এমন পরিস্থিতিতে যখন তোমাদের মস্তিষ্ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেও অক্ষম হবে, সেসময় তোমরা ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য প্রার্থনা করবে।

তোমরা যদি একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য প্রার্থনা কর, তাহলে অনেক কাজ বাহ্যত দুরূহ মনে হলেও তা সহজ হয়ে যাবে, এটি আল্লাহ্ তা'লার অঙ্গিকার। তার ধর্ম বিজয় লাভ করবেই। কিন্তু এই বিজয়ের অংশ হবার জন্য তোমাদের ধৈর্য ও দোয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু কেমন ধৈর্য ও কেমন দোয়ার প্রয়োজন? এরজন্য প্রথমে নীতি বর্ণনা করা হয়েছে, আর তা হলো, তোমরা আল্লাহ্ মাঝে থেকে চেষ্টা-সাধনা কর।

অভিধানে সাবর-এর অনেক অর্থ লেখা আছে। যেমন সাবর-এর একটি অর্থ হলো, অবিচলতা ও সাধনার সাথে মন্দকর্ম থেকে আত্মরক্ষা করা। এই বস্তুবাদিতার যুগে, যখন কি-না সব দিক থেকেই শত্রুর আক্রমণ হচ্ছে এবং অপকর্ম সর্বত্র ফাঁদ পেতে আছে– এসব অপকর্ম থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য জিহাদ করা এবং নিজের কামনা-বাসনাকে সংযত রাখা একজন মোমেন এবং একজন আহমদীর অনেক বড় একটি দায়িত্ব। এরপর সাবর-এর একটি অর্থ হলো, পুণ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকা। সাময়িক-পুণ্য নয় অর্থাৎ যখন কোন জাগতিক লোভ ও অপকর্মের প্ররোচনা দৃষ্টিগোচর হবে, তখন পুণ্যের কথা ভুলে গেলে চলবে না। পুণ্যকর্ম সম্পাদনে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। পবিত্র কুরআনে 'আমলে সালেহ' সমূহের সন্ধান করা প্রয়োজন। এরপর সাবর-এর

আরেকটি অর্থ হলো, সর্বাবস্থায় নিজের সকল বিষয়াদী আল্লাহ্‌র সমীপে অর্পন করা। কোন বিষয়ে, কোন সমস্যায় সবধরণের দুঃচিন্তায়, সকল দুঃখ-কষ্টে বিন্দুমাত্র উৎকণ্ঠিত না হয়ে সকল বিষয় খোদা তা'লার সমীপে উপস্থাপন করা।

অতএব, সাবর বা ধৈর্যের এসব রূপ বাস্তবায়িত হলে পরেই আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য লাভ হবে, আধ্যাত্মিক পরিমন্ডলে উন্নতি সাধিত হবে। বস্তুবাদিদের কোটি টাকার তুলনায় একজন মোমেনের এক পাউন্ড, এক ডলার বা এক টাকা এমন কাজ সাধন করে দেখাবে, যা জগতকে বিস্মিত করে ছাড়বে। এরপর ধৈর্যের মাধ্যমে পাপ থেকে আত্মরক্ষা করার এবং পুণ্যকর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং খোদা তা'লার সামনে নিজের সকল বিষয় ও সমস্যা উপস্থাপন করার পাশাপাশি আল্লাহ তালা বলেন, সালাত অর্থাৎ দোয়ারও প্রয়োজন রয়েছে। আর সালাত-এরও অনেক অর্থ আছে।

সালাতের একটি অর্থ হলো, নামায। অর্থাৎ এই নসীহতে বলা হচ্ছে, মু'মিনদের নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য যাচনা করা উচিত এবং সঠিকভাবে নামায আদায় করা উচিত। সাবর-এর সর্বোচ্চ প্রতিফল তখনই প্রকাশিত হবে, যখন নামাযের প্রতি যত্নবান হবে। এরপর এটির আরেকটি অর্থ হলো, তোমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপা লাভ কর, ইস্তেগফার কর– সালাতের মাঝে এই সমস্ত অর্থ চলে আসে। আর শুধু বাহ্যিক নামাযই নয় বরং সঠিকভাবে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে এটি আদায় কর, খোদা তা'লার সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তাদেরও অধিকার প্রদান কর যেন আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভ হয়। মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরুদ প্রেরণ কর, যেন আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য লাভ হয়।

সুতরাং সাবর এবং সালাতে যখন এই বিস্তৃতি তৈরি হবে, তখন আল্লাহ্ তা'লার ক্ষমাও লাভ হবে এবং সকল কাজ সহজ হয়ে যাবে এবং হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ্, এবং আল্লাহ্ তা'লার ফজল ও দয়া এবং কৃপার পথ উন্মুক্ত হতে থাকবে।

অতএব, এই হলো একজন মু'মিনের কাজ। নিজের চেষ্টা-সাধনাকে, নিজের ইবাদত সমূহকে, নিজের দোয়াসমূহকে এবং নিজের নৈতিক চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্যকে উন্নত মার্গে নিয়ে যাও। তোমাদের শক্তি-সামর্থে যতটুকু কুলোয় করে দেখাও, এরপর উদ্দিষ্ট বিষয় খোদার হাতে ছেড়ে দাও। কিন্তু তোমরা যদি সঠিক অর্থে ধৈর্য-ধারণ না কর, যদি সঠিকঅর্থে সালাত আদায় না কর, তাহলে আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কারাদির অংশিদার হতে পারবে না। আমি যেমনটি বলেছি, ধৈর্যের একটি অর্থ হলো সকল অপকর্ম ও পাপ থেকে আত্মরক্ষা করা। তাই তওবা এবং ইস্তেগফার করা আবশ্যক। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন,

"প্রকৃত তওবা তখনই হতে পারে, যখন এই তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। প্রথমত: সেই সমস্ত চিন্তাধারা ও বিশ্বাসকে হৃদয় থেকে বের করে দাও, যা হৃদয়ের কালিমা লেপনের কারণ এবং যা মন্দকর্মের প্রতি প্ররোচনা ও উৎসাহ প্রদান করে। অর্থাৎ হৃদয়ে যে মন্দ রয়েছে বা যে মন্দকর্মের উদ্রেক হয় তার সম্বন্ধে ঘৃণা সৃষ্টি কর। তোমার মাঝে এর প্রতি ঘৃণা হওয়া উচিত। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, মন্দকর্মে লজ্জা ও অনুশোচনার বহিঃপ্রকাশ কর এবং নিজ মনেই তাকে এতবার মন্দ বল যেন লজ্জা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তৃতীয় বিষয়টি হলো, দৃঢ় ও পরিপক্ক সংকল্প কর যে, এসব অপকর্ম আমি দ্বিতীয়বার করবো না।" (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃ:৮৭-৮৮)

সাবর(ধৈর্য)-এর মাঝে এ অবস্থাই সৃষ্টি করা হয়, আর তখনই ধৈর্য ধৈর্য বলে গণ্য হয়। অতএব আমরা যদি এসব অভ্যাস গড়ে থাকি এবং নিজেদের সবর ও সালাতের (অর্থাৎ ধৈর্য, নামায ও দোয়ার) উন্নত মার্গ অর্জনের পূর্ণ চেষ্টা-সাধনা করে থাকি, তাহলে আল্লাহ তা'লার অসাধারণ সাহায্য-সমর্থনের নিদর্শন প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। সেসব নিদর্শনাবলী, যা প্রদর্শন করার অঙ্গিকার আল্লাহ্ তালা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথে করেছেন, তা আমরাও প্রত্যক্ষ করবো। আমরা মন্দকর্ম পরিহার করার চেষ্টা করবো না, আমরা পুণ্যের পর পুণ্যকর্ম করবো না, আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মিশনের স্পিরিট বা উদ্দেশকে উপলব্ধি করবো না আর আমরা প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার দিকে ঝুকবো না বা অবনত হবো না আর আমরা সৃষ্টজীবের অধিকার আদায় করবো না আর আমরা মহনবী (সা.)-এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করায় মনযোগী হবো না, যার কল্যাণে আমরা খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করতে পারি আর সঠিকভাবে নামায আদায় করবো না– আর এর পাশাপাশি আমরা বিশ্ববাসীকে ইসলামের পতকাতলে সমবেত করার আশাও করবো, তা কোনভাবেই হতে পারে না। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যেসব উদ্দেশ্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, সেসব উদ্দেশ্য আমাদেরকে সাধন করতে হবে।

বিশ্ব ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হবে ইনশাআল্লাহ্ এবং অবশ্যই হবে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের নিজেদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করি এবং নিজেদের সবর ও সফলতাকে যদি উন্নত মার্গে উপনীত না করি, তাহলে আমরা সেই মহাবিজয়ের অংশিদার হতে পারবো না।

অতএব আমাদের উচিত নিজেদের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করা । আমরা বিশ্ববাসীকে বলে থাকি, একদিন আমরা বিশ্ব জয় করবো। আমার সাম্প্রতিক সফরেও নিউজিল্যান্ডের এক সাংবাদিক আমাকে প্রশ্ন করেছে, তোমরা গুটিকতক সদস্য, এখানে তোমাদের মসজিদের কী প্রয়োজন? আগে থেকেই একটি হলরুম রয়েছে। আমি তাকে উত্তরে বলেছিলাম, আজ আমরা গুটিকতক, কিন্তু পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে আমরা যে শিক্ষা লাভ করেছি, এই শিক্ষার বলে একদিন ইনশাআল্লাহ্ তা'লা এটি সংখ্যাগরিষ্ঠে রূপ লাভ করবে এবং একটি নয় বরং অনেক মসজিদের প্রয়োজন পড়বে। অতএব, এই উদ্দেশ্যে বিশ্বের সর্বত্র চেষ্টা-সাধনা করা এবং নিজেদের অবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি দেয়া উচিত।

কিন্তু এখানে আমি অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে চাই, নামাযের প্রতি, ইবাদতের প্রতি এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের প্রতি যতটুকু মনোযোগী হওয়া উচিত ছিল, ততটুকু মনোযোগ আমাদের নেই। কাল বা পরশুর কথা, সাক্ষাতকারের সময় এক বোন এসে কেঁদে কেঁদে আমাকে বললেন, আপনি বলে থাকেন মসজিদ বানাও এবং মসজিদ আবাদ কর, মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি কর, সঠিকভাবে নামায আদায় কর, কিন্তু আপনি যখন চলে যান, তখন মসজিদের

উপস্থিতি অনেক কমে যায়। এই উপস্থিতি যদি দুর-দূরান্ত থেকে আগতদের কারণে (যারা আমার কারণে মসজিদ ফজলে এসে থাকেন) কমে গিয়ে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। (তিনি মসজিদ ফজলের কথা বলছিলেন) দূর থেকে আগতরা যদি এখানে না আসেন, তাহলে তাদের নিজ নিজ সেন্টারে বা নিজেদের মসজিদে বাজামাত নামায আদায় করা উচিত। আর আমি আশা করি, যারা এখানে এসে থাকেন, তারা হয়তো এমনই করে থাকবেন। কিন্তু উপস্থিতি কম হবার কারণ যদি কাছাকাছি অবস্থানকারীদের না আসার কারণে হয়ে থাকে, তাহলে এটি খুবই চিন্তার বিষয়। আমাদেরকে এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। একইভাবে অস্ট্রেলিয়া সফরের পর সেখান থেকে কেউ একজন আমাকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, মসজিদের উপস্থিতি অনেক কমে গেছে।

অতএব, অস্ট্রেলিয়া হোক বা ইউকে বা অন্য যে কোন দেশই হোক না কেন, স্মরণ রাখবেন, বিপ্লব সাধন করতে চাইলে, নিজেদের সেই দায়িত্ব পালন করতে চাইলে, যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মিশনকে পূর্ণ করার জন্য আমাদের প্রতি অর্পিত হয়েছে, আর বয়আতের অধিকার আদায় করতে চাইলে মসজিদ আবাদের এই সৌন্দর্য অস্থায়ী নয় বরং স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। নিজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক পবিত্র-পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

নিজেদের ইবাদতের মানকে উন্নত করতে হবে। সবর ও সালাতের অধিকার সঠিকভাবে আদায় করলে পরেই নিদর্শন প্রকাশিত হবে। আর যখন এমন হবে, তখন আমরা ***ইন্নাল্লাহা মাআস সাবেরীন*** এর দৃশ্য দেখবো, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা সাহায্যের জন্য অবতরণ করবেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সকল ক্ষমতা এবং নিজ সৌন্দর্যের সকল জ্যোতিসহকারে আমাদের সাহায্যের জন্য আসবেন। আর পার্থিবতায় মত্ত দেশসমূহ এবং জাগতিক পরাশক্তির লোকদের মন আল্লাহ্ তালা এদিকে ফিরিয়ে দিবেন। আমাদের কাজে বরকত হবে এবং বিশ্ববাসী মহানবী (সা.)-এর মর্যাদাকে বুঝে তাঁর (সা.) পতাকাতলে সমবেত হবে। তৌহীদ প্রতিষ্ঠা হবে এবং খোদা তা'লার অস্তিত্বকে অস্বীকারকারী খোদা তালার ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি দিবে। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে এসব দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে পারি।

জুমুআ ও আসরের নামাযের পর আমি গায়েবানা জানাযা পড়াবো। জানাযাটি হলো, আমেরিকার অধিবাসী ডা. বশিরুদ্দীন উসামার, যিনি গত ২ নভেম্বর ৮২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন- ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। তিনি ১৯৫৫ সালে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। আফ্রিকান-আমেরিকান প্রথমদিকের আহমদীদের একজন ছিলেন। নিয়মিত নামায আদায়কারী, বিশ্বস্ত এবং জামাতের প্রতি খুবই আবেগ ও আত্মাভিমান রাখতেন, খেলাফতের প্রতি অনুরাগী, দোয়াকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। খুবই উদ্দিপ্ত কিন্তু খুবই বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের লোক ছিলেন।

তিনি রাবওয়া পরিদর্শন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর সাক্ষাতেরও সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তেমনিভাবে খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.)-এর সাথেও একবার তার সাক্ষাত হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর সাথেও তার বেশ কয়েকবার সাক্ষাত লাভ হয়েছে। তার সাথে খুবই অনুরাগ ছিল এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এরও তার সাথে খুবই ভাল সম্পর্ক ছিল।

তিনি তার স্ত্রীসহ বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করারও সৌভাগ লাভ করেছেন। গত বিশ বছর ধরে তিনি ক্লেভল্যান্ডে নায়েব সদর হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। খেদমতে খালকের প্রতি খুবই আগ্রহ রাখতেন। বিশেষভাবে তার আফ্রিকান-আমেরিকান ভাইদের খুব খেয়াল রাখতেন। পঞ্চাশের দশকে তিনি মহানবী (সা.) সম্পর্কে একটি ছোট পুস্তিকা রচনার সৌভাগ্য পেয়েছেন। পেশার দিক থেকে তিনি ডেন্টিষ্ট ছিলেন এবং তার স্ত্রী মোহতরমা ফাতেমা উসামা সাহেবাও অনকে দিন যাবত ক্লেভল্যান্ড-এর লাজনার সদর ছিলেন।

তিনি দুই ছেলে ৫৬ বছর বয়সী মুকীত উসামা এবং জাফরুল্লাহ্ উসামাকে রেখে গেছেন। এদের দুজনেরও জামা'তের সাথে খুব ভাল এবং গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করুন এবং তার সন্তান-সন্ততি এবং তার বংশধরকে সর্বদা জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। আমীন॥

অনুবাদঃ জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

To Watch Friday Sermon Regularly

Pleace visit: www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

জুমুআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লার গুণ বাচক নাম 'আল সালাম' (শান্তির উৎস) দ্বিতীয় অংশ

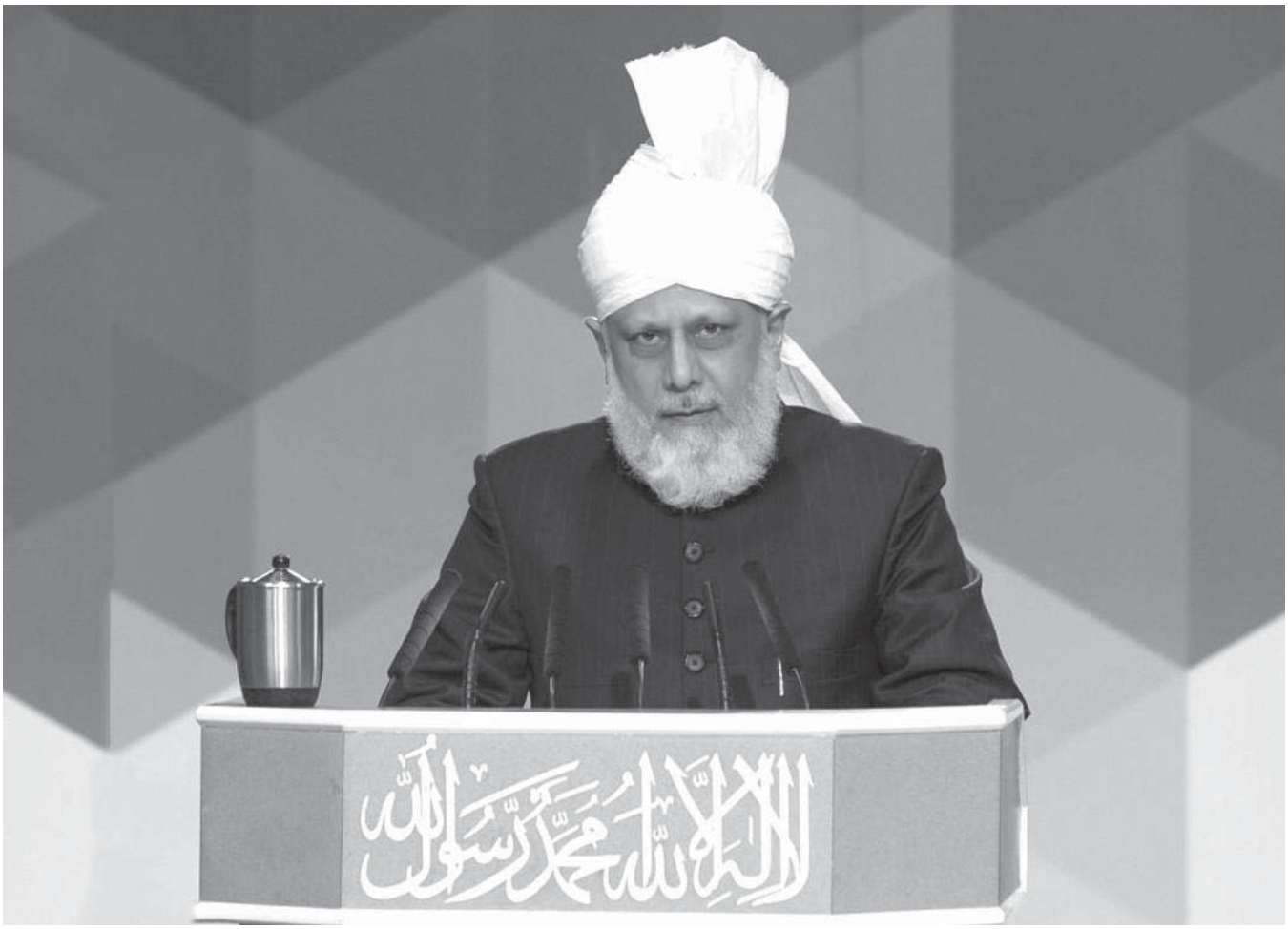

সৈয়দনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের লন্ডনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজীদে প্রদত্ত ১৮ই মে, ২০০৭ এর (১৮ই হিজরত, ১৩৮৬ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

''আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর ওপর পরিচালিত না হবার কারণে অনেক মুসলমান দেশ নিজেদের নিরাপত্তার দিক থেকে অকল্যাণ লাভ করছে, যার নির্দেশ মুসলমানদের দেয়া হয়েছিল।''

''ইসলাম এমন একটি আশিসপূর্ণ ও খোদাসদৃশ ধর্ম যে, যদি কোন মানুষ সত্যিকার ভাবে এর ওপর অনুশীলন করে এবং সেসকল শিক্ষামালা এবং নির্দেশনা ও ওসীয়্যতের ওপর আমল করে যা খোদা তা'লার পবিত্র গ্রন্থ কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তাহলে সে এ জগতেই খোদা তা'লাকে দর্শন করবে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের বরাতে এমন এমন শিক্ষা ও নির্দেশনা উল্লেখ রয়েছে যার প্রতি বর্তমান সময়ে বিশেষভাবে মনযোগ প্রদান করা আবশ্যক আর যার ওপর আমল করে বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রসার ঘটানো সম্ভব।''

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'হাজার হাজার কৃতজ্ঞতা সেই মহামহিম খোদার যিনি আমাদেরকে এরূপ একটি ধর্ম দান করেছেন যা খোদাকে চেনা এবং খোদাভীরু হবার একটি মাধ্যম।' অর্থাৎ, খোদাকে চেনা এবং খোদাকে ভয় করার বা তাকওয়া অবলম্বন করার একটি মাধ্যম, 'যার কোন দৃষ্টান্ত কখনও কোন যুগে পাওয়া যায় না। এবং হাজার হাজার দরূদ সেই নিষ্পাপ নবী (সা.)-এর ওপর, যার উসিলায় আমরা এই পবিত্র ধর্মে অন্তর্ভূক্ত হয়েছি। এবং হাজার হাজার রহমত নবী আকরাম (সা,) এর সাহাবীদের ওপর, যাঁরা আপন রক্ত দিয়ে এই বাগানের পরিচর্যা করেছেন। ইসলাম এমন এক কল্যাণময় এবং খোদাসদৃশ-ধর্ম, যদি কোন মানুষ সত্যিকার অর্থেই এর আনুগত্য অবলম্বন করে, আর সেসব শিক্ষা ও ওসীয়্যতের ওপর আমল করে যা খোদা তা'লা তাঁর পবিত্র গ্রন্থ কুরআন শরীফে বর্ণনা করেছেন, তাহলে সে এ জগতেই খোদাকে দেখবে।' (লন্ডন থেকে প্রকাশিত-বারাহীনে আহমদীয়া ৫ম খন্ড, রূহানী খাযায়েন ২১তম খন্ড, ২৫পৃষ্ঠা)

সুতরাং খোদাসদৃশ ধর্ম থেকে কল্যাণ মন্ডিত হবার জন্য তার ওপর আমল করতে হবে। সত্যিকার অনুশীলন কিভাবে হতে পারে? এ প্রসঙ্গে তিনি (আ.) বলেন, সে সকল নির্দেশনা, ওসীয়্যত এবং শিক্ষামালার ওপর আমল করতে হবে এবং পরিপূর্ণ রূপে আমল করতে হবে, যা আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে আমাদেরকে বলেছেন। এসব হেদায়াত ও নির্দেশাবলী, যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন; একস্থানে বলেছেন পাঁচ শত আবার অন্যত্র বলেছেন সাত শত বার, যা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। যদি খুঁটিনাটি ধরা হয়, তাহলে সম্ভবত এর চেয়েও বেশি হবে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই মহান ধর্মের নাম এ জন্য ইসলাম রেখেছেন যে, পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যত নির্দেশ প্রদান করেছেন এর চুড়ান্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে শান্তি, ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, সকল নোংড়ামি পরিত্যাগ করা আর একান্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা দ্বারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর এগুলোই খোদা তা'লার দর্শন সাধন করে। আমাদের এই খোদার নামও 'আস্‌সালাম', যিনি প্রত্যেক ঈমানদারের সাথে তাঁর পূণ্য-কর্মের ফলে ইহকালে, মৃত্যুর পরে এবং পরকালীন জীবনেও শান্তি প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। যদি মনযোগ নিবদ্ধ করেন, তাহলে মুসলমান হবার পরে একটি মহান দায়িত্ব-বোধ জাগ্রত হয় এবং জাগ্রত হওয়া উচিৎ।

কেননা, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই নামে আখ্যায়িত করেছেন যা স্বয়ং তাঁর নাম। এবং এটি নিশ্চয় এদিকে মনযোগ আকর্ষণ করে, আর করা উচিৎ যে, আমরা আমাদেরকে মুসলমান দাবী করার পর কেবল মুখ থেকে বলাই যথেষ্ট মনে না করি যে, আলহামদুলিল্লাহ্ আমি মুসলমান, বরং আল্লাহ্ তা'লার বৈশিষ্ট্যের রঙে রঙ্গিন হবার চেষ্টা করুন। তাহলেই ইসলামের কল্যাণ ও আল্লাহ্ তা'লার 'আস্‌সালাম' বৈশিষ্ট্যের আশিস থেকে কল্যাণ মন্ডিত হতে পারবেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, পরিস্কার করা দরাকার যে, আরবি অভিধানে 'আস্‌সালাম' বলা হয় কোন জিনিষের অগ্রীম-মূল্য প্রদান করাকে বা কাউকে নিজের কাজ সঁপে দেয়া অথবা সন্ধির অন্বেষি বা কোন কাজ বা শত্রুতা পরিহার করাকে। এবং ইসলামের পরিভাষাগত অর্থ হচ্ছে তাই, যা এ আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'বালা মান আসলামা ওয়াজ্‌হাহু লিল্লাহি ওয়া হুয়া মুহসিনুন ফালাহু আজরুহু ইন্দা রব্বিহি ওয়ালা

''আস্‌সালাম'' খোদার কাছ থেকে কল্যাণ লাভের জন্য সত্যের ওপর পরিচালিত হওয়া, এবং তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা জরুরী। যে কোন পরিস্থিতিই আসুক না কেন, নিজের ক্ষতি হলেও সত্যের আঁচল পরিত্যাগ করবেন না।''

খওফুন আলাইহীম ওয়ালা হুম ইয়াহ্ জানুন' (সূরা আল্ বাকারা:১১৩) অর্থাৎ, মুসলমান সেই, যে খোদার পথে নিজের সব কিছু বিসর্জন দেয় অর্থাৎ আপন সত্ত্বাকে খোদাতা'লার জন্য ও তাঁর সংকল্পের অনুসরণে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে উৎসর্গ করে দেয়, তারপর খোদাতা'লার জন্য পূণ্যকর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, নিজ অস্তিত্বের সকল বৃত্তি-নিচয়কে তাঁর পথে নিয়োজিত করে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিশ্বাস এবং কাজের দিক থেকে পুরোপুরি খোদার হয়ে যাওয়া। 'বিশ্বাস'-গত ভাবে এরূপে যে, নিজের সকল অস্তিত্বকে প্রকৃতপক্ষে এমন একটি জিনিষ মনে করুন, যা খোদা তা'লাকে শনাক্ত এবং তাঁর আনুগত্য আর তাঁর ভালবাসায় নিমগ্ন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বানানো হয়েছে। 'আমলের' দিক থেকে আল্লাহ্‌তা'লার জন্য আন্তরিকভাবে প্রকৃত পূণ্যসমূহ, যা প্রত্যেক শক্তি সম্পর্কে আর খোদা প্রদত্ত দানের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তা সম্পাদন করেন। কিন্তু এমন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে, যেন নিজ আনুগত্যের দর্পনে প্রকৃত মাবুদের চেহারা প্রত্যক্ষ করছে। (আয়নায়ে কামালতে ইসলাম- রূহানী খাযায়েন ৫ম খন্ড, ৫৭-৫৮পৃষ্ঠা)

পবিত্র কুরআনে নিরাপত্তার সূত্রে বিভিন্ন উপদেশও প্রদান করেছে এবং নেক কর্মকারীদের জন্য নিরাপত্তারও উল্লেখ রয়েছে। তা কিরূপ? সূরাতুল কাসাসে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'ওয়া ইযা সামিউল লাগ্‌ওয়া আ'রাযু আনহু ওয়া ক্বালু লানা আ'মালুনা ওয়া লাকুম আ'মালুকুম সালামুন আলাইকুম লা নাবতাগীল জাহিলীন' (সূরা আল্ কাসাস:৫৬) অর্থাৎ, এবং যখন তারা কোন বাজেকথা শুনে, তখন তারা তা উপেক্ষা করে এবং বলে, আমাদের কৃত-কর্ম আমাদের জন্য এবং তোমাদের কৃত-কর্ম তোমাদের জন; তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমরা মূর্খদের সাথে সংস্রব রাখা পছন্দ করি না।'

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেভাবে বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছার অনুসরণ করার জন্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যে উৎসর্গীত হবে।' আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি হচ্ছে; বাজে কথার উত্তর বাজে কথায় দিও না। আহমদীরা শান্তি-নিরাপত্তা বিস্তারকারী, তাই এথেকে বেঁচে থাকো। অনেক তফসীরকারক বলেছেন, এখানে যে 'তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক' বলা হয়েছে 'সালামুন আলাইকুম', এরা এমন শ্রেণীর মানুষ, যারা বিশৃঙ্খলার প্রসার ঘটিয়ে থাকে, তাদের জন্য দোয়া করার অর্থে নয় বরং রক্ষা পাবার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্যই বাঁচতে হবে যে, আমরা তোমাদের মত অপকর্ম করতে পারি না, আমরা এথেকে বেঁচে থাকি। গালী-গালাজ করো, আইন ভঙ্গ করো, এই হচ্ছে তোমাদের কর্ম। আমাদের জন্য নির্দেশ হচ্ছে, এই ফাসাদ থেকে বেঁচে থাকো। তাই আহমদীরা কোথাও আইন হাতে তুলে নেয় না, আর এভাবে আইন হাতে তুলে নিয়ে উত্তর প্রদান করে না। এগুলো সেই নির্দেশের আলোকে যে, বাজে কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকো। তাদেরকে বলো, তোমরা আল্লাহ্ এবং রসূলের নাম নিয়ে যে অপকর্ম করো, আমরা তাথেকে এজন্য বেঁচে থাকি, কেননা এটি আল্লাহ্ এবং রসূলের নির্দেশের পরিপন্থি। আমরা ভীরুতার কারণে বিরত থাকি, তা নয়। আমরা এর উত্তর দিতে সক্ষম নই তা নয় বরং আইন হাতে তুলে নিয়ে তোমাদের মত অপকর্ম করে আমরা অশান্তি সৃষ্টিকারী হতে পারি না। আমরা তাদের মধ্যে গণ্য হতে পারি না, যারা তোমাদের মত মানুষ, আর সে সব বাজে কর্মে জড়াতে চাই না, যাতে তোমরা নিমগ্ন। তোমরা অজ্ঞ, কারণ তোমরা নিজেকে মহানবী (সা.)-এর সাথে সংযুক্ত থাকার দাবী করা সত্বেও যুগ-ইমামকে চিনতে পারোনি। অন্যদিকে আমরা এই যুগ-ইমামকে মেনেছি আর পবিত্র কুরআনের নির্দেশের আলোকে যুগ-ইমাম যেদিকে আমাদের মনযোগ আকর্ষণ করেছেন, আমরা তার ওপর আমলকারী।

বর্তমানে শ্রীলংকাতেও আহমদীয়াতের প্রচন্ড বিরোধীতা হচ্ছে। অশান্তি সৃষ্টিকারীদের একটি দল মোল্লাদের অনুসরণ করে অপকর্ম করছে। তোমাদের দৃষ্টিতে এটি ইসলামের সেবা হতে পারে, কিন্তু এটি কেবল তোমাদের আত্মপ্রসাদ।

প্রকৃতপক্ষে তোমরা আল্লাহ্ তা'লার অভিসম্পাত অর্জন করছো। কলেমাধারীদের কাফের বলা, দু:খ-কষ্ট দেয়া, ভাঙচুর করা, তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত করছে। আমরা আহমদীরা প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য শান্তি বিস্তারকারী, যারা শান্তি লাভ করার আকাঙ্খা করে। আর তোমাদের মত আইন-ভঙ্গকারী এবং নোংড়ামির বিস্তারকারীদের থেকে বেঁচে থাকি। আমরা তাঁর সাথে আছি আর তোমাদের মত লোকদের থেকে বেঁচে থাকি।

একটি হাদিসে এসেছে, হুরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লার নামসমূহের মধ্য থেকে একটি নাম 'সালাম'। আল্লাহ্ তা'লা এটি পৃথিবীতে রেখেছেন, তাই তোমরা পরস্পরের মাঝে এর বিস্তার দাও। যদি কোন মুসলামান কোন জাতির পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে তাদেরকে সালাম করো। যদি তারা উত্তর দেয়, তাহলে সেই ব্যক্তি এক গুণ বেশি শ্রেষ্টত্ব লাভ করবে, কেননা সে তাদেরকে সালাম করার কথা মনে করিয়েছে। আর যদি তারা এর উত্তর না দেয়, তাহলে সেই সত্বা এর উত্তর দিবেন, যিনি এদের চেয়ে উত্তম। (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব তৃতীয়াশ, আত্ তারগীব ফী আফশায়েস্‌সালাম ওয়ামা জায়া ফী ফাযলেহী-হাদীস নাম্বার-৩৯৮৮, ৩৭৩-৩৭৪পৃষ্ঠা)

সুতরাং কোন শ্রেণী বা কোন ব্যক্তি যদি আমাদের সালামের উত্তর না দেয় বরং অনর্থক ও বাজে বকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লার ফিরিশতাদের পক্ষ থেকেও আর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেও শান্তি পৌঁছাবে। আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং যাকে সালাম পৌঁছায়, তাকে কবুলও করবেন।

আল্লাহ্ তা'লার জন্য ধৈর্য্য-ধারণকারীদেরকে কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা শান্তি প্রেরণ করেন। পবিত্র কুরআনের সূরা আর্ রাদে বলা হয়েছে, ' জান্নাতু আদনিইঁয়াদ খুলুনাহা ওয়া মান সালাহা মিন আবাইহিম ওয়া আযওয়াজিহীম ওয়া যুররিআতিহিম ওয়া মালাইকাতু ইয়াদখুলুনা আলাইহিম মিন কুল্লি বাবি। সালামুন আলাইকুম বিমা সাবারতুম ফানি'মা উকবাদ্বার (সূরা আর্ রাদ:২৪-২৫) অর্থাৎ, চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ, যাতে তারা নিজেরাও প্রবেশ করবে এবং তাদের পূর্বপুরুষ, পত্নী এবং বংশধরদের মধ্য থেকে যারা সৎকর্ম-পরায়ন হবে, তারাও। এবং ফিরিশতারা প্রত্যেক দ্বার দিয়ে তাদের কাছে আগমন করবে। সালাম তোমাদের ওপর, কেননা তোমরা ধৈর্য্য ধারণ করেছ; অতএব দেখ! তোমাদের পরিণতি কত উত্তম আবাসস্থল।

প্রত্যেক দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে ফিরিশতাদের সালাম করা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, মু'মেনদের ধৈর্য্যধারণ খোদার দৃষ্টিতে গৃহীত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য্য ধারণ করেছিল, এজন্য কবুল হয়েছে, আর এই ধৈর্য্যের ফলে তাদের অন্যান্য পূণ্য ও প্রেরণা লাভ করেছে আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সন্তুষ্টির সকল দ্বার উম্মুক্ত করে দিয়েছেন। যে ধৈর্য্য কোন গায়রুল্লাহ্‌র ভয় বা ভীতিতে না করা হয়, যা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হবে, তা আল্লাহ্ তা'লার কাছে গৃহীত হবে, আর বান্দা তাঁর প্রতিদান পায়।

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বান্দাদেরকে যে সালাম পৌঁছানো হয়, তা সব সময়ের শান্তির বার্তা এবং যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লার পথে আপন সত্ত্বাকে বিলিয়ে দেয়ার ফলে তা লাভ হয়। আহমদীয়াতের বিরুদ্ধবাদীদের যদি এই আত্ম-প্রসাদ থাকে যে, ভয় এবং হুমকী দিয়ে কোন আহমদীকে তাঁর ধর্ম থেকে বিচ্যুত করবে, তাকে আহমদীয়াত পরিত্যাগ করতে বাধ্য করবে, তাহলে এটি তাদের ভুল ধারণা। সে শ্রীলংকার প্রধান গভর্নর সাহেব বা পাকিস্তানের মোল্লা অথবা বাংলাদেশের নামধারী উলামা যেই হোক না কেন, তাদের ধর্ম হচ্ছে কেবল ফাসাদ আর বিশৃংখলা, আশিষ এবং শান্তি নয়। অথবা ইন্দোনেশিয়ার উগ্রপন্থী হোক, যারা ইসলামের নাম নিয়ে মুসলমানদেরকে, সে সকল মুসলমানদেরকে, যারা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী পালনের চেষ্টায় তৎপর, তাদেরকে কষ্টে নিপতিত করেছে।

আমরা ইনশাআল্লাহ্ আইন হাতে তুলে নেব না। আহমদীরা কখনও আইন হাতে তুলে নেয় না। কিন্তু আহমদীদের জন্য এখানেও শুভসংবাদ, পরকালেও তাদেরকে এর উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে। এই জগতেও আল্লাহ্ তা'লা শান্তির কল্যাণ পৌঁছাতে থাকবেন এবং পৌঁছাচ্ছেন, আর আহমদীদেরকে স্বীয় নিরাপত্তায় রেখেছেন।

তারপর আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদেরকে, যারা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য কুরআনের শিক্ষা মোতাবেক, যাতে আল্লাহ্‌র অধিকারও রয়েছে এবং বান্দার প্রাপ্য প্রদানের শিক্ষাও রয়েছে, যারা এরূপ সৎকর্ম সম্পাদনের চেষ্টা করে, তাদেরকে সেই জান্নাতের শুভসংবাদ প্রদান করে, যেখানে সর্বদা মু'মিনদের ওপর শান্তি বর্ষিত করবেন।

আরো বলেন, 'উদখিলাল্লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহারু খালিদিনা ফীহা বিইযনি রাব্বিহীম, তাহিয়্যাতুহুম ফীহা সালাম (সূরা ইবরাহীম:২৪) এবং যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তাদেরকে তাদের প্রভুর আদেশ অনুযায়ী এমন বাগানসমূহে প্রবেশ করানো হবে, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে, তারা এতে সদা বাস করবে, সেখানে তাদের সম্ভাষন হবে সালাম (শান্তি)।

এই সৎকর্ম কী, যার ফলে আমরা জান্নাতসমূহ লাভ করবো, আর তারপর আমাদের উপহার দেয়া হবে শান্তি? প্রথম কথা হচ্ছে, এটি আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত। এ জন্য আল্লাহ্ তা'লা বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর ধর্মের মান সমুন্নত করার চেষ্টা করুন। ধর্মের জন্য অর্থ এবং প্রাণের কুরবানী করার চেষ্টা করুন। তাঁর ধর্ম বিস্তারের জন্য তবলীগে অংশ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ্‌র দিকে আহবান করতে হবে। বিশ্বকে খোদা তা'লার সত্যিকার চেহারা দেখাতে হবে। পূণ্যের আদেশ দিতে হবে, যাতে অনেক বান্দার প্রাপ্য অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'তা'মুরুনা বিল মা'রুফ ওয়া তানহাওনা আনিল মুনকার' (সূরা আলে ইমরান: ১১১) অর্থাৎ, মু'মিন পূণ্যের নির্দেশ প্রদানকারী আর মন্দ থেকে বাধা প্রদান কারী। সুতরাং একজন মু'মেনকে

যেখানে নিজের মধ্য থেকে দোষ-ত্রুটি দূর করে পূণ্য অবলম্বনকারী হতে হবে, সেখানে একজন মু'মেনের অন্যদের কাছেও শান্তির বার্তা পৌঁছাতে হবে। এ যুগে এই কল্যাণ কেবল আহমদীরাই পাচ্ছে, শুধুমাত্র আহমদীরাই এই কল্যাণ থেকে উপকৃত হচ্ছে। এ সম্মাণ কেবলমাত্র আহমদীরা পাচ্ছে, যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনেছে আর ইসলামের ভালবাসা এবং প্রেম-প্রীতির বার্তা বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে।

এরপরে পূণ্য-কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যার ফলে সর্বত্র শান্তির বার্তা বিস্তৃত হবে। পরস্পরের অধিকার প্রদানের দিকে যদি মনযোগ নিবদ্ধ হয় তাহলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। যেভাবে নিজ ভাইয়ের অধিকার প্রদান করবেন, অনুরূপভাবে অন্যদেরও। আরেকটি পূণ্যকর্ম হচ্ছে দরিদ্রদের দেখাশোনা করা। এটিও এমন একটি কাজ, যার ফলে সর্বত্র শান্তির বার্তা পৌঁছে। আমানত রক্ষা করাও একটি পূণ্য-কর্ম। নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা এবং এটি এমন এক কর্ম, যা সমাজে শান্তির প্রসার ঘটিয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে উল্লেখ আছে। আজ সমাজে অধিকাংশ বিশৃংখলার কারণ হচ্ছে সঠিকভাবে আমানত রক্ষা না করা আর ওয়াদা পূর্ণ না করা। কেবল নিজের অধিকারের প্রতিই দৃষ্টি প্রদান করা সংগত নয় বরং অন্যদের অধিকারের প্রতিও দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। যখন এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হবে, তখন সমাজে শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। আর কেবল অধিকারের প্রতি দৃষ্টি রাখাই যথেষ্ট নয়, অন্যের অধিকার না থাকলেও অনুগ্রহ-বশে ত্যাগের চেতনা নিয়ে অপরের প্রয়োজন পূর্ণ করার প্রতিও দৃষ্টি রাখো, তাহলে অবশ্যই সমাজে শান্তি এবং নিরাপত্তা ও ভালবাসা বিস্তার হবে।

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই, সে কারো ওপর যুলুম করে না, সাহায্যের প্রয়োজনের সময় একা পরিত্যাগ করে না এবং যে নিজ ভাইয়ের প্রয়োজন পুরণ করতে তৎপর থাকে, আর যে কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করেছে, আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত দিবসে তার কষ্ট দূর করবেন। আর যে কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রেখেছে, আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত দিবসে তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন। (বুখারী, কিতাবুল মাযালিম-বাবুল ইয়াযলিমুল মুসলিমুল মুসলিম ওয়ালা ইয়াসলামাহু, হাদীস নাম্বার-২৪৪২)

এরপরে আরেকটি সৎকর্ম হচ্ছে সত্যের ব্যবহার। একজন আহমদীকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, মিথ্যার ফলে ঈমানও আশংকায় পড়ে যায় আর এটি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার কারণ হয়। তাই 'আস্‌সালাম' খোদার কাছ থেকে কল্যাণ লাভের জন্য সত্যের ওপর পরিচালিত হও এবং এভাবে প্রতিষ্ঠিত হও যে, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, যদি নিজের ক্ষতিও হয়ে যায়, তারপরও সত্যের আঁচল পরিত্যাগ করবে না।

তারপর মার্জনা, ক্ষমা ও উপেক্ষা করা। এরূপ মার্জনা, যারফলে শান্তি, ভালবাসা এবং প্রেম-প্রীতি বৃদ্ধি পায়। এটি একান্ত প্রয়োজনীয়। একটি আহমদী সমাজে এই বিষয়টি প্রচলন করার চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, এমন মার্জনা যার ফলে শান্তি-ভালবাসা এবং প্রেম-প্রীতি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যদি একজন অভ্যস্ত-অপরাধিকে মার্জনা করে উপেক্ষা করতে থাকেন, ক্ষমা করতে থাকেন, তাহলে সে সমাজের শান্তি ও শৃংখলা বিনষ্টকারী হবে। অনেকে এমন আছেন, যারা ভুল করেন, করতে থাকেন। তাদের পক্ষে সুপারিশ করারও যথেষ্ট লোকজন আছে। আহমদীদের চিন্তা-চেতনা এর অনেক উর্দ্ধে হওয়া প্রয়োজন। কেননা, যে অভ্যস্ত-অপরাধি, তার কাছে কেউই শান্তি পেতে পারে না, কিন্তু কষ্ট আর অশান্তি অবশ্যই পায়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'অহেতুক অন্যায়ের মোকাবিলা না করা এবং অনিষ্টকারী ও স্বেচ্ছাচারীকে শাস্তি না দেয়া কুরআন শরীফের শিক্ষা নয় বরং নির্দেশ হচ্ছে, দেখতে হবে পরিস্থিতি ও

আজ সমাজে অধিকাংশ বিশৃংখলার কারণ হচ্ছে সঠিকভাবে আমানত রক্ষা না করা আর ওয়াদা পূর্ণ না করা। কেবল নিজের অধিকারের প্রতিই দৃষ্টি প্রদান করা সংগত নয় বরং অন্যদের অধিকারের প্রতিও দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক।

আমাদেরকে নিজ আমলের ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত, যাতে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আমরা পূণ্য-কর্ম করে সে সকল আশিস ও শান্তি অর্জনকারী হতে পারি, যা আল্লাহ্ তা'লা সৎকর্মশীলদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন।

পরিবেশ ক্ষমা করা না কি শাস্তি প্রদানের অনুকুলে। সুতরাং অপরাধীর পক্ষে এবং সাধারণ সৃষ্টির জন্য যা কিছু সমসাময়িক মঙ্গল জনক হবে, তাই অবলম্বন করা উচিৎ। অনেক সময় একজন অপরাধীকে ক্ষমা করার ফলে সে আরো দুঃসাহসি হয়ে উঠে। তাই খোদাতা'লা বলেন, অন্ধের ন্যায় কেবল অপরাধ ক্ষমা করার অভ্যাস সৃষ্টি করো না। বরং দেখে নাও যে, প্রকৃত-পূণ্য কিসে, ক্ষমা করায় না-কি শাস্তি প্রদানে। যে কাজ সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে যুক্তিযুক্ত তা করো। যা খোদা তা'লার প্রকৃত শিক্ষা মোতাবেক তাই করো।

এই হলো সে শিক্ষা, যার নির্দেশ খোদা তা'লা আমাদেরকে প্রদান করেছেন যে, সমাজের শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট করার পরিবর্তে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শান্তির বিস্তারকারী হওয়া হচ্ছে একজন মুসলমানের প্রকৃত দায়িত্ব। তাই যদি শাস্তি প্রদানের ফলে অন্যদের নিরাপত্তা বিধান হয়, তাহলে শাস্তি প্রদান আবশ্যক। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে, কাউকে শাস্তি দিয়ে বেড়ানোর কোন অধিকার মানুষের নেই।

কেননা, অনেক সময় আমিত্বের কারণে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, আবার নিজের অধিকারের ব্যাপার হলেও সেক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয় না, আর কঠোরতার প্রতি ঝোঁক থাকে, তাই এরূপ পরিস্থিতিতে সর্বদা যখনই পারস্পরিক কোন বিষয় হয়, অনেক সময় ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে বিতন্ডার খবর আসে অথবা অন্যদের খবরাখবর আসে, যাতে পরস্পরের মাঝে দৈনন্দিন লেনদেন চলতে থাকে আবার অনেকের মাঝে দৈনন্দিন অভ্যাস গড়ে উঠে, একে অপরকে ধোঁকা দিয়ে থাকে। তাই এরূপ পরিস্থিতিতে জামাতের ব্যবস্থাপনা বা আদালতের স্মরণাপন্ন হওয়া উচিৎ, যাতে সমাজের শান্তি প্রতিষ্ঠা করার যে উদ্দেশ্য তা পুরণ হতে পারে।

এরপরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভ্যাস, এটিও পূণ্য-কর্মসমূহের মধ্যে একটি পূণ্যকর্ম। কৃতজ্ঞতা শান্তি বিস্তারের একটি বড় মাধ্যম। এতে প্রথমতঃ বান্দাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, দ্বিতীয়তঃ খোদাতা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। খোদার বান্দাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশই আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বানায়।

তারপর পূণ্য-কর্মের মধ্যে ন্যায়-বিচারের চাহিদা পূরণ করা। সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর যে সমাজে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা হবে আর ন্যায়-বিচারের চাহিদা পূর্ণ করা হবে, সেখানে শান্তিপূর্ণ নিরাপদ পরিবেশও সৃষ্টি হবে, আর ইসলামের সঠিক চিত্রও অঙ্কিত হবে।

কিন্তু দূর্ভাগ্যের কারণে আজ অনেক মুসলমান দেশে ন্যায়বিচারের চাহিদাকে ভূলুণ্ঠিত করা হচ্ছে। বর্তমানে পাকিস্তানের দিকেই তাকিয়ে দেখুন সেখানে কি হচ্ছে? না কোন ইনসাফ আছে, আর না সুবিচারের চাহিদা পূর্ণ করা হচ্ছে। না সরকার ন্যায়-বিচারের চাহিদা পূর্ণ করছে। জজ তার আমিত্বের জালে বন্দি। স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টায় রত। রাজনৈতিক দলগুলো উকিল ও জজদেরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে, স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করছে। সরকার ন্যায় বিচারের চাহিদা পুরণ না করার কারণে এখন আর তার হাতে কিছু নেই। এর প্রভাব কাদের ওপর পড়ছে? একজন সাধারন নাগরিক, গরীব মানুষ, যে জীবন-যুদ্ধে রত, তার ওপর।

আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের ওপর আমল না করার কারণে এগুলো হচ্ছে। অন্যদের কথা দূরে থাক, আপনজনেরাই শান্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ মুসলমানদেরকে যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে, তাদের মনযোগ আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতি আকর্ষণ করা

হয়েছে। এটি একটি মৌলিক নির্দেশ, তা সত্ত্বেও তারা এরূপ করছে। ফলে মুসলমান হয়েও এথেকে কল্যাণ মন্ডিত হচ্ছে না। তাদেরও এটি চিন্তা করা উচিৎ যে, এগুলো কি? উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর ওপর আমল না করার ফলে এগুলো হচ্ছে। এ যুগের ইমামকে অস্বীকার করার কারণে, যাঁকে আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করেছেন। যাঁকে আল্লাহ্ তা'লা এ উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান করেছেন যেন বিশ্বে শান্তির বার্তার প্রসার ঘটাতে পারেন। এক ব্যক্তি খোদার নাম নিয়ে দাবী করেছেন যে, সত্য এবং শান্তি এখন আমার সাথে, আর আমার সাথে মহা পরাক্রমশালী খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আর যুগের ইমাম এই ঘোষনা করছেন যে, খোদা তা'লা আমাকে সম্বোধন পূর্বক বলেছেন, তোমার সাথে শান্তি রয়েছে।

যেভাবে তিনি (আ.) বলেন, 'আল্ আরযু ওয়াস্ সামাউ মায়াকা কামা হুয়া মায়ী। কুল লীল আরযু ওয়াস্সামাউ কুল লী সালামুন মুকয়াদী সিদকীন ইনদা মালিকিম মুকতাদির। ইন্নাল্লাহা মায়াল্লাযীনা ত্তাকাও ওয়াল্লাযীনা হুম মুহসিনুন। ইয়া'তি নাসরুল্লাহ্॥ ইন্না সানুনযিরুল আলামা কুল্লাহু, ইন্না সানানযিলু, আনাল্লাহু লা ইল্লা আনা' অর্থাৎ, আকাশ ও পৃথিবী তোমার সাথে আছে যেভাবে তিনি আমার সাথে আছেন।

বল, আকাশ ও পৃথিবী আমার জন্য। বল, আমার জন্য শান্তি, সেইশান্তি যা মহা পরাক্রমশালী খোদার সমীপে সত্যের বৈঠকখানা। খোদা তার সাথে আছেন, যে তাঁকে ভয় করে এবং যা অর্জনের মাধ্যম হচ্ছে খোদার সৃষ্টির সাথে নেকী করতে থাকা। খোদার সাহায্য আসে। আমরা পুরো বিশ্বকে সাবধান করবো। আমরা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবো। আমি পরিপূর্ণ ও সত্য-খোদা, আমি ব্যতীত আর কেহ নেই।' (রূহানী খাযায়েন ১২তম খন্ড-সিরাজে মুনীর ৮৩-৮৪ পৃষ্ঠা)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তিনি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি একটি কথা আরোপ করছেন যে, আমার সাথে আল্লাহ্ একটি ওয়াদা করেছেন। আর আমরা দেখছি যে, খোদা তা'লার সাহায্য ও সমর্থন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে প্রতিটি মুহূর্তে বিদ্যমান রয়েছে। আমরা সর্বদা জামা'তের উন্নতি দেখতে পাই, যা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য-সমর্থন আমাদের সাথে রয়েছে। যদি বিভিন্ন স্থানে আহমদীদেরকে সামান্য পরীক্ষায় নিপতিত করা হয়, তাহলে তা জামাতের উন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না।

এ সকল বিপদের ফলে আহমদীদের ঈমান আরো দৃঢ় হয়। আল্লাহ্ তা'লাও মু'মিনদের এই মর্যাদাই বর্ণনা করেছেন। তাই বিরুদ্ধবাদীরা যেখানেই আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাঁয়তারা করে, তাদেরকে নিজেদের নিয়ে চিন্তা করা উচিৎ। আমরাতো সেই ব্যক্তির আঁচল ধরেছি, আমরাতো মহানবী (সা.)-এর এই সত্যিকার প্রেমিকের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি, যাঁকে খোদা তা'লা স্বয়ং শান্তির বার্তা শুনিয়েছেন, তাঁর সাথে থাকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। কিন্তু তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার সতর্কবাণীও রয়েছে আর সাবধাণতাও রয়েছে, যার দৃশ্য খোদাতা'লা বিভিন্ন সময়ে দেখাচ্ছেন আর ভবিষ্যতেও দেখাবেন।

তাই এদের সম্বিত ফিরে পাওয়া উচিত। কেননা, তোমরাতো বিশেষভাবে খোদা তা'লার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের প্রতি ন্যায় বিচার করতে জানো না, অথচ এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তো প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন যে শান্তি তার সাথে আর তিনি ন্যায় বিচারও করতে জানেন। তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য ইনসাফ ও সুবিচারের দাবীও পূর্ণ করেন, যেন তারা সর্বদা তাঁর নিরাপত্তার আশ্রয়ে থাকেন।

যেসব দেশে আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে চরম বিরোধীতা দেখা যায়, তাদের সাধারণ জনগণের জন্যও আমাদের দোয়া করা উচিত। এই নামধারী-উলামাদের তাই হবে, যা তাদের ভাগ্যে নির্ধারিত (তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার হবে, দেখা যাচ্ছে যে, খারাপ ব্যবহার হবে)। এথেকে আল্লাহ্ তা'লা বিশাল এই অজ্ঞ জনতাকে

আমরাতো মহানবী (সা.)-এর এই সত্যিকার প্রেমিকের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি, যাঁকে খোদা তা'লা স্বয়ং শান্তির বার্তা শুনিয়েছেন, তাঁর সাথে থাকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন।

নিরাপদ রাকুন। শ্রীলংকার আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের ওপরও দয়াপরবশ হয়ে স্বীয় নিরাপত্তার চাদরে আবৃত রাখুন। বর্তমানে তারা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিন অতিবাহিত করছে। আজও অনেক টেনশনের মধ্যে জুমুআর নামায আদায় করেছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ফযল হয়েছে। অনেক হুমকি-ধামকি ছিল, তারপরও ঠিকভাবে সব কিছু অতিবাহিত হয়েছে।

শ্রীলংকার আহমদীদেরকেও আমি বলছি, আপনারাও ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে থাকুন। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পুরো হবে। ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা জামা'তের হেফাজত করবেন। সুতরাং আমাদেরকে নিজ আমলের ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত, যাতে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আমরা পূণ্য-কর্ম করে সে সকল আশিস ও শান্তি অর্জনকারী হতে পারি, যা আল্লাহ্ তা'লা সৎকর্মশীলদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দিন।

[হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মূল খুতবা থেকে বাংলা ডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক অনূদিত]

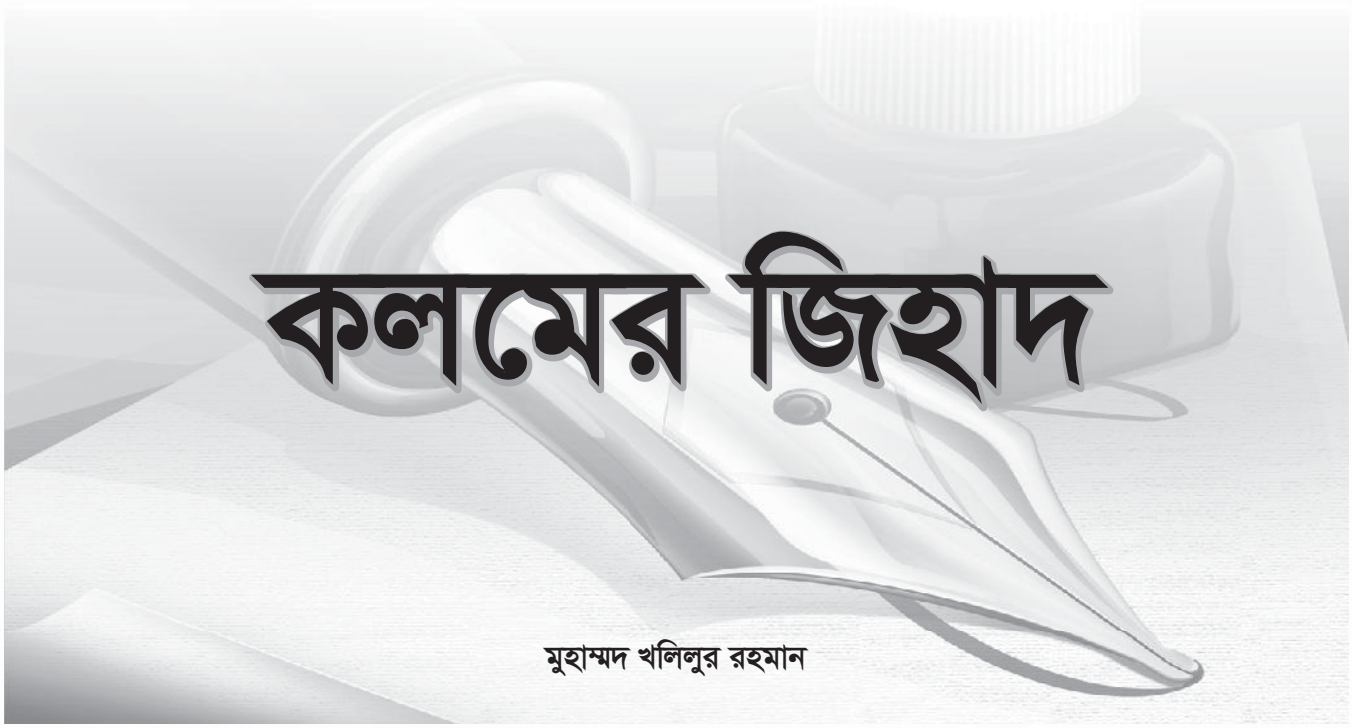

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–৯)

১৯৯০ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শতবর্ষ পূর্তি (১৮৮৯–১৯৮৯) উপলক্ষে Islam's Response to Contemporary Issues' বা 'সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান'–এই বিষয়ের ওপরে সঠিক দিক–নির্দেশনা সম্বলিত অতি প্রয়োজনীয় বক্তৃতা দান করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা হযরত মীর্যা তাহের আহমদ (রাহে.)।

উক্ত বক্তৃতার শেষাংশে জাতিসংঘের ভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি "সুবিচারের জয় হবে এবং বিশ্বব্যাপী দ্বন্দ্ব–সংঘাত এবং বিশৃংখলা দূর হবে'–এই আশাবাদের প্রতি জাতিসংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলেছেনঃ

"যখন দুনিয়ার চোখগুলো জাতিসংঘ ও নিরাপত্তা পরিষদের দিকে তাকিয়ে আছে এই আশা নিয়ে যে, তারা আন্তর্জাতিক বিবাদ–বিসম্বাদগুলো মিটিয়ে ফেলার জন্য অধিক কার্যকর, বৃহত্তর এবং অর্থবহ ভূমিকা পালন করবে, এবং দুনিয়াটাকে একটা সুরক্ষিত, নিরাপদ ও শান্তির আবাসে রূপান্তরিত করবে, তখন দেখা যাচ্ছে, জাতিসংঘের কর্মকান্ডের অতীত ইতিহাসে এমন কিছু নেই, যার প্রেক্ষিতে আস্থা রাখা সম্ভব যে, এই অতি-ব্যগ্র চিন্তাটা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারবে।

এটা এখন লবী, ষড়যন্ত্র, গোপন কুটনৈতিক-ক্রিয়াকলাপের একটা বিশ্ব–মল্লক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে, প্রেসার–গ্রুপ গঠন করা এবং প্রতিপক্ষের ওপরে যে করেই হোক প্রাধান্য বিস্তার করা। যেখানে বিবেকের দংশনের কোন ভূমিকা নেই, যেখানে মানব–বিবেকের প্রবেশের পথই রুদ্ধ, তাকে অবশ্যই জাতিসমূহের একটা পরিষদ বলা যায় বৈ-কি! হোক না তা দ্বন্দ্ব–সংঘাত আর বিশৃংখলায় পরিপূর্ণ! কিন্তু, এমন একটা পরিষদকে জাতিসংঘের পরিষদ বলাটা তো একটা পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

এটাই যদি হয় ঐক্যের ধারণা (কনসেপ্ট), তাহলে তার পরিবর্তে কোনও ব্যাপারেই ঐক্যবদ্ধ নয়, কিন্তু সত্য ও সুবিচারের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ, এমন একটা জাতিপুঞ্জের ভেতরে আমি একলা হলেও বেঁচে থাকার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকবো। প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে শক্তি সঞ্চয় করা, আবার তাতেই অসম্মতি জ্ঞাপন করা, এমন একটা কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যার প্রতি প্রত্যেকটি জাতির উচিত মনোযোগ নিবদ্ধ করা এবং তার সমাধান করা। যে কেউ ভাবলে অবাক হবে, তার হৃদয় ভরাক্রান্ত হয়ে উঠবে যে, জাতিগুলোর কার্যাবলী যে পদ্ধতিতে, যে স্টাইলে পরিচালিত হচ্ছে, তার মধ্যে নিহিত যে বিপদাবলী, তার প্রতি চোখ বন্ধ রেখে, চিত্তের দুয়ার বন্ধ রেখে আর কতদিন চলবে মহান এই পরিষদের সদস্য রাষ্ট্রবর্গ! বিশ্বশান্তি আজ এই ক্ষীণ আশার একখন্ড সূতোর ডগায়, অনিশ্চিত ও বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলছে যে, অবশেষে সুবিচারের জয় হবে, সুবিচার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।"

"জাতিসমূহের মাঝে সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সুসম্পর্কই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথ":

এই বিষয়ে (২৭/০৩/১২ইং তারিখে) ওয়াশিংটন ডিসির কংগ্রেস ভবনে প্রদত্ত বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা হযরত মীর্জা মাসরূর আহমদ (আই.) তাঁর ভাষণে বলেছেন ঃ "স্মরণ রাখবেন, অন্যায় ও অবিচার বিরাজমান থাকলে কখনোই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে না। অতএব, কোন দেশ যদি সকল ক্ষেত্রেই সীমা লংঘন করে এবং অন্য দেশকে আক্রমণ করে এবং অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ করায়ত্ত করতে চায়, তাহলে এই নিষ্ঠুরতা কমানোর জন্য অন্য দেশগুলোর অবশ্যই পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু এই কাজে তাদেরকে সর্বদা ন্যায়নীতির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ইসলামী শিক্ষানুসারে যে সকল পরিস্থিতিতে এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়, তা স্ব-

বিস্তারে পবিত্র কুরআনের ৪৯:১০ (সূরা হুজুরাত এর ১০ নং) আয়াতে উল্লেখিত আছে।" [৮]

কলমের জিহাদ সংক্রান্ত সাম্প্রতিককালের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত ঃ

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফার নেতৃত্বে নানাপ্রকার শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির মাধ্যমে চেষ্টা-প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এগুলো প্রকৃতপক্ষে কলমের জিহাদেরই দৃষ্টান্তঃ

* (১) শান্তির জন্য বিশ্বব্যাপী প্রচারপত্র বিতরণ, (২) বার্ষিক ন্যাশনাল পীস সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান, (৩) বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করতঃ সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং বিশেষ আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ, (৪) বিশ্ব-সংকট হতে উদ্ধারের জন্য শান্তির পথে আহ্বান করতঃ বিশ্বের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের প্রতি পত্রাবলী প্রেরণ, (৫) বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যমে এবং পত্র-পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে বর্তমানে পৃথিবীর ২০৪ টি দেশের আহমদীয়া প্রচারকেন্দ্র সমূহ থেকে বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী শিক্ষার অব্যাহত প্রচারমূলক কার্যক্রম।

* নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া জামা'তের পঞ্চম খলীফা হযরত মীর্জা মাসরূর আহমদ (আই.) বর্তমানে বিশ্ব-শান্তি এবং সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিশ্ব-নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে পরপর অনেকগুলো বাণী প্রদান করেছেন। বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে তিনি খোলা-চিঠিও দিয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে- (১) পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট (২) ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু (৩) ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রপতি মাহ্‌মুদ আহমেদীনেজাদ (৪) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা (৫) কানাডার প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপার (৬) হারামাইন শরীফাইন (দুই পবিত্র স্থান) এর তত্ত্বাবধায়ক সৌদি আরব রাজতন্ত্রের বাদশাহ্ আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল আযীয আল সাউদ (৭) গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এর স্টেট কাউন্সিলের প্রিমিয়ার ওয়েন জিয়াবাও (৮) যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন (৯) জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল (১০) ফরাসী রাষ্ট্রপতি নিকোলাস সার্কোযি (১১) যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েলথ- এর মহামান্য রাণী (১২) ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বময় নেতা আয়াতুল্লাহ্ সৈয়দ আলী হোসেনী খোমেনী।

* এছাড়াও তিনি ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট, বৃটিশ পার্লামেন্ট এবং ওয়াশিংটন ডিসি-র ক্যাপিটল হীল (যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ভবন)-এ পার্লামেন্টারিয়ান এবং উর্দ্ধতন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সামনে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা কল্পে তাদের করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য দিয়েছেন, যা উপস্থিত সকলেই সপ্রশংস দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন।

* বিশ্বশান্তি ও সিরিয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে ১৩/০৯/২০১৩ইং তারিখে বিশ্বব্যাপী আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফা হযরত মীর্জা মাসরূর আহমদ (আই) একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ বলেছেনঃ "পৃথিবী বর্তমানে অতিদ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর আমি কেবল সিরিয়ার বর্তমান অবস্থার জন্য একথা বলছি না, বরং পুরো আরব-বিশ্বের অবস্থার প্রেক্ষিতে পৃথিবীতে অনেক বেশি ধ্বংসযজ্ঞের সম্ভাবনা রয়েছে।

সিরিয়া যুদ্ধে যদি বাইরের পরাশক্তিগুলো জড়িয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র আরব-বিশ্বই নয়, বরং কিছু কিছু এশীয় দেশ অনেক বেশী ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এ যুদ্ধ যে কেবল সিরিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয়, বরং এটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটাতে পারে-এ কথা আরব দেশগুলোও বুঝতে চেষ্টা করছে না।

অতএব আমরা, যারা আহমদী, যারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর খাঁটি প্রেমিকের অনুসারী-সেই প্রেমিক, যিনি তাঁর সম্মানিত নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্যে জগৎবাসীকে খোদা তা'লার সাথে সংযুক্ত করতে এবং শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন- তাঁর মান্যকারী হিসাবে আমাদের দায়িত্ব জগৎকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা যেন দোয়ার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করি। জগৎবাসীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের নিকট দোয়া ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই।

আমরা বাহ্যিক চেষ্টার অংশ হিসাবে জগৎবাসীকে এবং পরাশক্তিগুলোকে সিরিয়া পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে কেবল সতর্কই করতে পারি, আর আমরা তা করে যাচ্ছি। তাই বাহ্যিক চেষ্টার অংশ হিসাবে আমদের দ্বারা সীমিত পর্যায়ে যতদূর সম্ভব আমি নিজেও চেষ্টা করে যাচ্ছি, আর আমাদের সদস্যরাও সেই বাণীকে ব্যাপকভাবে দেশে দেশে ছড়াচ্ছেন।" [৯]

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে চাই যে, এই সকল পদক্ষেপ এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টার নামই হলো সত্যিকার অর্থে কলমের জিহাদ। বর্তমান সময়ে আহমদীগণ এরূপ জিহাদই সর্বশক্তি এবং ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী করে চলেছে ।

(খ) ধর্মের নামে সন্ত্রাসবাদ বা "টেররিজম" ইসলাম-সমর্থিত নয়ঃ

ইসলাম শান্তির ধর্ম এবং ইসলামের নবী ছিলেন এক মহান শান্তিদূত এবং সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ। ব্যাপক অর্থে ইসলামের সকল কার্যপদ্ধতি শান্তি ও ন্যায়নীতির ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্মের নামে জোর-জুলুম এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না।

পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষনা 'ধর্মের ক্ষেত্রে জোর-জবরদস্তী নিষিদ্ধ' (সূরা আল বাকারাঃ-২৫৭) সম্পর্কে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এতদসত্ত্বেও অনিবার্য কারণ বশতঃ আত্মরক্ষা মূলক যুদ্ধ এবং যুদ্ধকালীন নিয়ম-নীতির জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোক্ত আরো চারটি আয়াত ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করা হলো ঃ

"আর যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর এবং সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না,"। "আর তোমরা (যুদ্ধকালীন সময়ে) যেখানেই তাদেরকে (অর্থাৎ অন্যায়ভাবে যুদ্ধকারীদের) পাবে, তাদের হত্যা করো এবং তোমরা তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিও-যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে।

কেননা নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর অপরাধ। আর তোমরা মসজিদুল হারামের (মধ্যে এবং এর) কাছে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না-যতক্ষণ তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে। তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তাহলে তোমরা তাদেরকে হত্যা করো। কাফিরদের প্রতিফল এমনটিই হয়ে থাকে।" "তবে তারা যদি বিরত হয়, সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি-ক্ষমাশীল, (ও) বার বার কৃপাকারী।" "আর যতক্ষণ নৈরাজ্য দূর না হয় এবং

(স্বাধীনভাবে) ধর্ম পালন করা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে না হয়, তোমরা ততক্ষণ তাদের সাথে যুদ্ধ কর। এরপর তারা বিরত হলে সীমালংঘণকারীদের ছাড়া অন্য কারো বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যাবে না।"

উপরোক্ত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ "সূরা বাকারার ১৯১নং আয়াত থেকে ১৯৪নং আয়াত পর্যন্ত চারটি আয়াত যুদ্ধের নিম্নলিখিত নিয়ম-কানুন নির্ধারিত করে দিয়েছে ঃ-

(ক) যুদ্ধ কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার খাতিরেই করা যায়। আত্ম-স্বার্থ, ক্ষমতা ও সম্পদ বৃদ্ধি এবং জাতীয় স্বার্থের সম্প্রসারণ, ইত্যাদি কারণে নয়;

(খ) আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার জন্যই কেবল মুসলমানরা যুদ্ধ করতে পারবে, নিজেরা প্রথম আক্রমণকারী হতে পারবে না;

(গ) শত্রুরা প্রথম আক্রমণ করলেও মুসলমানদেরকে যুদ্ধ সীমাবদ্ধ রাখতে হবে এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া মাত্র অর্থাৎ শত্রুরা পরাজিত বা সন্ধিবদ্ধ কিংবা প্রতিহত হওয়ামাত্র যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে;

(ঘ) মুসলমানরা কেবল শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদের সঙ্গেই যুদ্ধ করবে, বেসামরিক ব্যক্তিদেরকে আক্রমণ কিংবা অপমান করতে পারবে না;

(ঙ) যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে কোন বাধা সৃষ্টি করা যাবে না;

(চ) ধর্মীয় তীর্থস্থান আক্রমণ করা কিংবা সেগুলোর কোন ক্ষতিসাধন করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, এমনকি সেই সকল স্থানের আশে-পাশে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ;

(ছ) যদি শত্রুরা তাদের ধর্মীয় স্থানে অবস্থান নিয়ে আক্রমণ চালায়, কেবলমাত্র তখনই মুসলমানরা সেখানে যুদ্ধ করতে পারবে এবং

(জ) যুদ্ধ ততক্ষণ চালিয়ে যেতে পারবে, যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্মীয় ব্যাপারে জবরদস্তি ও হস্তক্ষেপ বন্ধ না হবে। ধর্মের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা হওয়া মাত্র যুদ্ধ থামাতে হবে" [৮ঃ৪০, ৯ঃ৪-৬, ২২, ৪০-৪১ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য] (কুরআন মজিদ, তাফসিরে সগির, নোট- ২২৩)।

ইসলামের উপরোল্লিখিত সুস্পষ্ট নির্দেশনার বিপরীতে ইসলামের নামে বিভিন্ন দেশে যারা নাশকতামূলক এবং সন্ত্রাসমূলক জ্বালাও-পোড়াও, হত্যা এবং ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড পরিচালনা করে চলেছে, তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যের শত্রু। এ কথা সকলেরই জানা যে, বর্তমান কালে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক জঙ্গি সংগঠনের দ্বারা প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও উগ্রবাদী মোল্লাতন্ত্র এবং চরমপন্থিদের জিহাদ সংক্রান্ত ধ্যান-ধারণার অপব্যাখ্যার কারণে নির্মম হত্যাকান্ড, আত্মঘাতি সহিংস কর্মকান্ডও সংঘটিত হচ্ছে। এ বিষয়ে অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, সাধারণ জনগণের সমর্থন এবং দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ঐ সকল উগ্রপন্থিরা শান্তির ধর্ম ইসলামের নাম ব্যবহার করছে। পবিত্র কুর'আনের সুস্পষ্ট শিক্ষা হলোঃ সীমালংঘন করা যাবে না এবং ইসলামে আত্মহত্যা করা নিষিদ্ধ (সূরা বাকারা- ১৯১ এবং সূরা নিসা- ৩০)।

জঙ্গি সংগঠনগুলো প্রকৃত-ইসলামের শিক্ষার পরিবর্তে সন্ত্রাসবাদের যে সকল ধ্যান-ধারণা প্রচার করছে, সেগুলি থেকে সাধারণ জনগণকে রক্ষা করার জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কলমের জিহাদ কী এবং এর প্রকৃত উদ্দেশ্য কী তা বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। কেননা ঐ সকল সন্ত্রাসবাদিরা কখনোই ইসলামের হিতাকাঙ্খী হতে পারে না। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একদিনের কোন দৃষ্টান্ত দ্বারা তাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড কখনোই সমর্থিত বা অনুমোদিত নয়। আহ্‌মদীয়া জামা'তের সদস্যদের আন্তরিকতাপূর্ণ দাবী এবং যুক্তি, জ্ঞান ও নিদর্শনভিত্তিক ঘোষণা এই যে, শান্তিবাদী এবং মানবতাবাদী ধর্ম ইসলাম এবং ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং পূর্ণভাবে প্রচারের মাধ্যমেই ইসলামের নামে রক্তপাত এবং সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা দূর করা সম্ভব।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের শান্তিপূর্ণ-তৎপরতা এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টাসমূহ পৃথিবী-ব্যাপী, বিশেষভাবে পশ্চিমা জগতের সুধীমহল এবং গণমাধ্যমসমূহ কর্তৃক প্রশংসিত হচ্ছে। ফলতঃ সত্য ও মিথ্যার আলো ও অন্ধকারের মধ্যস্থিত পার্থক্যসমূহ ক্রমান্বয়ে পরিস্ফুট হয়ে চলেছে এবং ইসলাম সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণাগুলো আস্তে আস্তে দূরীভূত হচ্ছে। 'সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই', এই বিষয়ে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিশ্লেষণের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিঃ

* আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আই.) উগ্রবাদী অস্ত্রধারী জিহাদী তৎপরতা সম্পর্কে লিখেছেনঃ "ইহা কি লজ্জাজনক নয় যে, নৈমিত্তিক কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় একজন অজ্ঞাত আগন্তুককে হত্যা করা হয় এবং তার ফলে সেই ব্যক্তির স্ত্রী বিধবা হয়ে যায়, তার সন্তানেরা এতিম হয়ে যায় এবং তার গৃহ একটা শোকাবহ আন্তেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কোন্ হাদীস, পবিত্র কুরআনের কোন্ আয়াত দ্বারা এরূপ হত্যাকান্ড অনুমোদিত? কোথায় সেই মৌলভী, যে এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে সক্ষম? বিচার-বুদ্ধিহীন লোকেরা জিহাদ কথাটি শোনামাত্র উত্তেজিত হয়ে উঠে এবং নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সহজেই সাড়া দেয়। অথবা সেটি নিছক পাগলামীরই নামান্তর, যার মাধ্যমে ঐ সব লোক রক্তপাতের দিকে আকৃষ্ট হয়।"[ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এবং জিহাদ]

* আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা হযরত মীর্জা তাহের আহমদ (রাহে.) সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে ইসলামের দর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ "ইসলামের সংশ্লিষ্টতা যতদূর রয়েছে, সন্ত্রাসবাদের প্রত্যেক প্রণালীকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান ও নিন্দা করে। হিংস্রতার যেকোন কাজকে ইসলাম কোন প্রকার আচ্ছাদন বা আবরণ দেয় না, তা সেটা কোন ব্যক্তি, বা দল অথবা সরকার কর্তৃকই করা হোক না কেন। সন্ত্রাসবাদের সব কর্ম এবং ধরণেরই আমি কঠোরভাবে নিন্দা করি। কারণ এটা আমার বদ্ধমূল বিশ্বাস যে, কেবল ইসলামই নয়, কোন সত্য-ধর্মই, তা' সেটা যে নামেই হোক, ধর্মের নামে নিরীহ মানুষ, নারী ও শিশুদের প্রতি সন্ত্রাস ও তাদের রক্তপাতের অনুমোদন দিতে পারে না।" (ধর্মের নামে রক্তপাত, পৃষ্ঠা- ১১৬, ১১৯)।

"একজন সন্ত্রাসবাদী কখনই একজন খাঁটি মুসলমান হতে পারে না" এই বিষয়ে নিম্নোক্ত উদ্বৃতিটি প্রনিধান যোগ্যঃ"

* "একথা বলা যে, একজন মুসলমান হচ্ছে একজন সন্ত্রাসী অথবা কু-ধারণাপ্রসূত

"মুসলমান সন্ত্রাসবাদী" (মুসলিম টেরোরিষ্ট) কথাটি ব্যবহার করা অবশ্যই আলো ও অন্ধকার, আগুন ও পানি অথবা মৃত্যু ও জীবনকে একত্রিত করে দেখার মত একটি ব্যাপার। অথচ এগুলো একটি থেকে অপরটি সম্পূর্ণরূপে আলাদা। আমি আপনাদেরকে এটা নিশ্চিত করছি যে, একজন খাঁটি মুসলমান কখনোই একজন সন্ত্রাসী হতে পারে না এবং একজন সন্ত্রাসবাদী কখনোই একজন খাঁটি মুসলমান বলে আখ্যায়িত হতে পারে না। ইসলামে সন্ত্রাসবাদের কোন স্থান নাই এবং সন্ত্রাসবাদের পুরো ধারণাটাই সম্পূর্ণরূপে ইসলামের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যহীন।" [১০]

সন্ত্রাসবাদ বা চরমপন্থার কর্মকান্ড ইসলামের প্রকৃত-শিক্ষার পরিপন্থী

*আহমদীয়া জামা'তের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) একটি সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতায় সমাগত গণ্যমান্য মুসলিম ও অমুসলিম ভ্রাতাদের উদ্দেশ্যে বলেনঃ "আপনাদের মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, তবে কেন মুসলমানদের এমন সন্ত্রাসী দল রয়েছে, যারা নিরীহ লোকদেরকে হত্যা করছে অথবা কেন এমন মুসলিম সরকার রয়েছে, যারা তাদের ক্ষমতার আসন টিকিয়ে রাখার জন্য তাদের জনগণের সদস্যকে পাইকারীভাবে হত্যা করার জন্য আদেশ দিচ্ছে? এই বিষয়টা সম্পূর্ণরূপে পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন যে, এ ধরণের মন্দ-কাজ ইসলামের প্রকৃত-শিক্ষার পরিপন্থী। পবিত্র কুরআন কোন পরিস্থিতিতেই চরমপন্থা অথবা সন্ত্রাস অবলম্বনের অনুমতি দেয় না।"

কোন সন্ত্রাসী আমাদের জন্য অনুকরণীয় নয় :

*'কোন সন্ত্রাসী এবং চরম-পন্থী আমাদের নমুনা নয়'-এই বিষয়ে উপরোক্ত বক্তৃতায় তিনি বলেছেনঃ "এ যুগে আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস মতে সর্বশক্তিমান খোদা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা কাদিয়ান নিবাসী হযরত মীর্জা গোলাম আহমদ (আ.) কে প্রেরণ করেছেন মহানবী (সা.) এর পূর্ণ আনুগত্যে যথার্থ ও প্রকৃত ইসলাম এবং পবিত্র কুরআন প্রচারের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীরূপে। তিনি প্রেরিত হয়েছেন মানুষ ও সর্বশক্তিমান খোদার মধ্যে একটি সংযোগ প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের সাথে মানুষের যে পারস্পরিক অধিকার রয়েছে তা চিহ্নিত ও স্বীকার করার জন্য। তিনি প্রেরিত হয়েছেন যেকোন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও নবীর প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে, নৈতিক মূল্যবোধের সর্বোচ্চ মান লাভ করার প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করতে এবং শান্তি, ভালোবাসা, সহানুভূতি ও বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। আপনি যদি বিশ্বের যে কোন অংশে গমন করেন, তবে সব সত্যিকার আহমদী মুসলমানদের মধ্যে মহান স্রষ্টা থেকে অর্পিত এইসব সৎ গুণ গভীরভাবে সংস্থাপিত দেখতে পাবেন। কোন সন্ত্রাসী অথবা কোন চরমপন্থীই আমাদের জন্য অনুকরণীয় নমুনা নয়। আমরা যে মহান আদর্শের অনুকরণ করি, তা হচ্ছে ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং আমাদের চালিকা নির্দেশনাগুলো হচ্ছে পবিত্র কুরআনের আদেশ ও নিষেধাবলী।"

'ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে ভালবাসা ও শান্তির বাণী' এই প্রসঙ্গে উপরোক্ত ভাষণে যুগ-খলীফা বলেছেনঃ

* "এইভাবে এই শান্তি-সম্মেলন থেকে আমি সমগ্র বিশ্বে এই বার্তা প্রেরণ করছি যে, ইসলামের বাণী ও শিক্ষা হচ্ছে ভালোবাসা, দয়া, সহানুভূতি এবং শান্তি। দুঃখজনকভাবে আমরা দেখি যে, মুসলমানদের এক ক্ষুদ্র তথা সংখ্যালঘু অংশ ইসলামের সম্পূর্ণ বিকৃত প্রতিমূর্তি প্রদর্শন করে এবং ভ্রান্তভাবে পরিচালিত বিশ্বাস নিয়ে তারা কাজ করছে। আমি আপনাদের সবাইকে বলছি, এটাকে 'প্রকৃত ইসলাম' বলে বিশ্বাস করা আমাদের উচিত নয় এবং ভুলক্রমে সন্ত্রাসীদের দ্বারা পরিচালিত এই ধরণের কর্মকান্ডকে লাইসেন্স হিসাবে ব্যবহার করে শান্তিপূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের অনুভূতিতে আঘাত করা অথবা তাদেরকে নিষ্ঠুরতার লক্ষ্যে পরিচালিত করা উচিত নয়।"[১১]

[চলবে]

"নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর অপরাধ"

IT ACADEMY

৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/ সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

আমাদের বিশেষত্বঃ
১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

আই টি একাডেমীর নতুন কোর্স
ওয়েবপেজ ডিজাইন
(HTML, CSS, Wordpress)

আমাদের কোর্স সমূহঃ
1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Web page Design
4. Graphich Design

ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ
১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. ভর্তি ফি -৭০০.০০ টাকা।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ
সৈয়দ খালেদ হাসান
প্রশিক্ষক, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com, khaleditacademy@gmail.com

মোহাম্মদ ইউনুস আলী
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭২৭৭৭৬৮৮৩
ই-মেইল ঃ mdyounus.ali@gmail.com

মিলাদ সুরত ও সীরাত

মরহুম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
সাবেক ন্যাশনাল আমীর

মিলাদ, সুরত ও সীরাত আমাদের জীবনের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। তাই এসব নিয়ে আলোচনার গুরুত্বকে খাটো করে দেখা যায় না। তবে এদিকটিকে যে কারণে যতটুকু গুরুত্ব দেয়া দরকার, তার সীমানা যাতে অতিক্রম না করে সেদিকেও সজাগ-দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক। নতুবা এসবের চর্চা দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে সময়, শক্তি ও সামর্থ্যের অপচয় করা হবে, কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের কারণ হবে।

এগুলোর প্রত্যেকটি দ্বারা কি বুঝায়, তা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যায়। মিলাদের অর্থ হল ভূমিষ্ট হওয়ার সময় বা স্থান। মাতৃগর্ভে মানবজীবনের সূত্রপাত এবং ভূমিষ্ট হওয়ার মাধ্যমে দুনিয়াতে তার স্বতন্ত্র-জীবন শুরু হয়। প্রত্যেকের জীবনে জন্মের সময় ও স্থানের গুরুত্ব রয়েছে। সময়ের গুরুত্বের বিভিন্ন দিকের মধ্যে এখানে দু'টো প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করা হলো। সন, তারিখ এবং ঐ তারিখের কোন্ সময়ে ভূমিষ্ট হলো–এটি একটি দিক। অপর দিকটি হলো, তখনকার সামাজিক-অবস্থা, সভ্যতার অগ্রগতি, ইত্যাদি সংক্রান্ত সামগ্রিক পরিবেশগত অবস্থা। যেমন কবি বলেছেন 'আমি যদি জন্ম নিতাম কালিদাসের কালে'.....। জন্মের তারিখ ও 'কালের' ওপর কারো হাত নেই। স্রষ্টার ইচ্ছাতেই আমাদের সৃষ্টি। তাঁর ইচ্ছামতই দুনিয়াতে আমাদের আগমন। স্থানের বেলাতেও এসব কথা কমবেশী প্রযোজ্য। স্থান আমাদের পরিবেশের একটি অপরিহার্য প্রধান-অংগ। আমাদের জীবনে সময় ও স্থানের প্রভাব বলে শেষ করা যায় না। এখানে এ নিয়ে আলোচনা বাড়াচ্ছি না।

সুরত সীরাতের কথায় আসা যাক। সুরতের অর্থ হলো বাহ্যিক বা দৈহিক আবরণ। আর সীরাতের অর্থ হলো চলাফেরা ও আচার-আচরণ, যার গভীরতর তাৎপর্য হলো অভ্যন্তরীণ আবরণ। অর্থাৎ মানুষের ব্যবহারিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বিচরণ। সহজ করে বলা যায়–কারো আচার-আচরণ, ব্যবহারিক-জীবন।

এই উপমহাদেশে মিলাদের ব্যাপক প্রচলন আছে। এর নির্দিষ্ট তারিখ নেই। উপলক্ষ্যের শেষ নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আরব দেশসমূহে এই প্রচলন নেই। ঐ দেশে মিলাদ বলতে শুধু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনায় নানা আজগুবি কল্প-কাহিনীর অযথা আশ্রয় নেয়া হয়ে থাকে। যেমন হুযূর (সা.) যেদিন মাতৃগর্ভে আসেন, সেদিন আরবের ১০ হাজার মেয়েলোক তাদের নিজের গর্ভে তাঁর না আসার ক্ষোভ ও দুঃখে আত্মহত্যা করেছিল। তার ভূমিষ্ট হওয়ার সময়ে সাহায্য ও পরিচর্যার জন্যে সশরীরে মা হাওয়া, হযরত আছিয়া ও হযরত মরিয়ম মা আমেনার ঘরে তশরীফ এনেছিলেন। আর বেহেশ্‌তের হুর পরীরাতো ছিলোই-ইত্যাদি। সেই মৌলবী মোল্লারা, যারা সুরেলা ভাষায় এ ধরনের ওয়াজ দ্বারা রাত কাবার করে দেয়, তাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয়, সন্তান যেদিন মাতৃগর্ভে আসে, সেদিন কোন মা-ও টের পায় না। কিন্তু আরবের দশ হাজার মেয়ে লোক অন্যের গর্ভে সন্তানের আবির্ভাব টের পেল কি করে।

আর যদি এটাকে মোজেজা (?) হিসেবে ধরে নেয়া হয়, তবুও বড় প্রশ্ন থেকে যায়। রাহমাতুল্লীল আলামীনের জীবনের সূচনাতেই ১০ হাজার নারীর আত্মহত্যা-রূপ মহাপাপের কারণ হলেন (নাউযুবিল্লাহ্)। তিনি যেদিন নবুওয়তের দাবী করলেন, সেদিন একমাত্র হযরত খাদিজা (রা.) ছাড়া আর কোন আরব-নারী এগিয়ে এসে বললো না, হে পুরুষগণ! তোমরা মানো বা না মানো, আমরা তাঁকে মানবই। আমাদের ১০ হাজার বোন যে মহাপুরুষের মা হতে না পারার ব্যর্থতার জন্যে আত্মাহুতি দিয়েছে, আমরা তাদের শাহাদতকে ব্যর্থ হতে দিব না। এ ধরণের প্রশ্নাদি করে, এ প্রবন্ধের লেখককে অনেক মিলাদ মাহফিলে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। সেসব ধরণের মর্মান্তিক কাহিনী বর্ণনা করে কারো সময়ে হাত দিচ্ছি না। কোন কোন সময়ে মিলাদে রসূল করীম (সা.) এর সুন্নতের বিষয়েও বলা হয়। মিলাদ সম্পর্কে যে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ববহ হবার দাবী রাখে, তা হলো এ ধরণের মিলাদ ইসলামের সেবা ও আমাদেরকে প্রকৃত মু'মিন হওয়ার সহায়ক হচ্ছে কি-না। যদি তা না হয়, তবে অযথা এসবের পেছনে ঘুরতে যাবো কেন?

অন্যান্য ধর্মের লোকও তাদের ধর্মের প্রবর্তকদের জন্মোৎসব খুব ঘটা করে পালন করে থাকে। এ দেশে বিশেষ পরিচিত জন্মোৎসব হলো বৈশাখী পূর্ণিমা (বুদ্ধ জন্মতিথি), জন্মাষ্টমী (শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী) ও খ্রীষ্টমস (যীশু খৃষ্টের জন্মদিন)। প্রায়ই দেখা যায়, এসব উৎসবে এমন অনেক কিছু করা হয়, যা নৈতিকতার সীমানা ছাড়িয়ে যায় এবং তা কোন সমাজের জন্যই কাম্য নয়। প্রসংগত একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। কোন কোন খৃষ্টান ভাইকে জিজ্ঞেস করেছি ২৫ শে ডিসেম্বর তো একটি ছোট দিন (সূর্যের উদয়াস্ত হিসেবে) আর ২৪ ঘন্টার দিন ধরলে তো সব দিনই সমান, তবে ২৫ ডিসেম্বরকে কেন 'বড় দিন' বলে!? সদুত্তর পাই নি। যখন বলেছি, সেদিন এমন এক ব্যক্তিত্বের আগমন হয়েছে (দিনটি সম্বন্ধে মত দ্বৈবতা আছে) যাঁর শিক্ষায় মানুষের বড় হওয়ার বীজ রয়েছে, তাই ওটা বড় দিন– তখন তারা তাতে সায় দিয়েছেন।

সুরত দ্বারা বাহ্যিক বা দৈহিক গঠন বুঝায়। সকল প্রাণীর জীবনেই দৈহিক গঠনের কিছু না কিছু গুরুত্ব আছে। মানুষের বেলায় এর বিশেষ সামাজিক গুরুত্বও রয়েছে। এর সুবিধা-অসুবিধা ভাল-মন্দ, উভয় দিকই আছে। দৈহিক গঠন দ্বারা পরিচিত (Identification) সহজতর হয়। সুন্দর

সুঠাম দেহ সাধারণতঃ নিজের মাঝে যেমন আত্মতৃপ্তি আনে, তেমনি অন্যদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আস্থাবান দেহ এবং কর্মক্ষমতা মানুষের সুখ-শান্তি বাড়াতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই বিবাহে এসব সহায়ক হয়। তবে বিপদের দিকও আছে। সুন্দরীদের নিয়ে অহেতুক ঝগড়া-ঝাটি, মারা-মারি, হানা-হানি হয়ে থাকে। গায়ের রং কোন কোন দেশে মহা সমস্যা ও সংকট সৃষ্টি করে থাকে।

বিস্তারিত আলোচনা না গিয়ে এ সম্পর্কে তিনটি গুরুত্ববহ বিষয়ের উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় মনে করি। প্রথম হল দেহের আকার, রং কাঠামো এবং বুদ্ধি ও মেধা, ইত্যাদি সবই স্রষ্টার পক্ষ হতে আমাদের প্রতি অযাচিত দান। স্রষ্টা যাকে যেভাবে সৃষ্টি করেন, তাকে কোন ভ্রুকুটি করা মানুষের কাজ নয়। এসবের জন্য কাউকে দায়ী, দোষী, খাঁটো বা ঘৃণা করা অযৌক্তিক এবং স্রষ্টার প্রতি কটাক্ষ করার সামিল। দ্বিতীয়তঃ মানবজীবনের বৃহত্তর দিক হলো অভ্যন্তরীণ ও অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের বিকাশ সাধন।

এ বিকাশ কল্যাণকর হতে পারে, অকল্যাণকরও হতে পারে। এই বিকাশে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা সাধ্য-সাধনা অত্যাবশ্যক এবং এর প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেই বহন করতে হয়। বস্তুতঃ এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা যেন না হয়, সেজন্য সতর্ক থাকতে হবে। তৃতীয়তঃ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে কোন নবী রসূলের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁর দৈহিক, চারিত্রিক ও অন্যান্য বিষয়াদির উল্লেখ থাকলে তা খুবই নিষ্ঠার সাথে নিবিড় ও গভীরভাবে বিচার বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন। আগমনকারীও অপেক্ষমান, উভয়ের জন্যই এই চিহ্নাবলী অতিশয় প্রয়োজনীয়। কেননা, ওসব ভবিষ্যদ্বাণীতে যেমন বাহ্যিক বর্ণনাদি থাকে, তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে রূপকের ব্যবহারও হয়ে থাকে! রূপককে বাহ্যিক-অর্থে ব্যবহার করা ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হতে পারে। ইতিহাসে এর যথেষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

মিলাদ (জন্মের সময় ও স্থান) ও সুরত (দৈহিক গঠন) এর আলোচনার প্রেক্ষিতে এখন সীরাতের (মানুষের নৈতিক, ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলী তথা আচার-আচরণের সমন্বয়ে গঠিত সার্বিক চরিত্র) আলোচনায় আসা যাক। মানব জীবনে পরিবেশের ব্যাপক প্রভাব সম্বন্ধে বলার কিছু নাই। এর প্রভাব অন্যান্য প্রাণীর ওপরেও পড়ে। অপরদিকে সব প্রাণীই (যেহেতু পরিবেশের অংগ) পরিবেশকে প্রভাবিত করে থাকে। এসব প্রভাব মিলিয়ে একটি সাধারণ অবস্থার সৃষ্টি হয় ও ভারসাম্য সংরক্ষিত হয়। মানুষের বেলায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম দেখা যায়। মানুষ তার নিজস্ব কার্যক্রম (যা খুবই ব্যাপক) দ্বারা পরিবেশের ভারসাম্যে মারাত্মক আঘাত হানতে পারে। তাছাড়া তার সমাজ অবস্থাও নৈতিকতার ওপরে নির্ভরশীল। আবার তার নৈতিকতা (আদর্শকে মান্য করার মানসিকতা) সামাজিক পরিবেশের অত্যাবশ্যকীয় মৌল-উপাদান। অন্যান্য প্রাণীর বেলায় এ দু'টোর কোনটারই বালাই নাই।

আদর্শ আমরা প্রধানতঃ দুভাবে পেয়ে থাকি। প্রতিভাবান ব্যক্তিসত্ত্বা এবং আল্লাহ্‌ প্রেরিত নবী রসূলের মাধ্যমে। তাছাড়া এই দুই স্রোতের সাথে নানাজনের নানা ধ্যান-ধারণার মিশ্রণ ঘটে। ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও মূল আদর্শের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। এ নিয়ে স্বল্প পরিসরে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া সম্ভবপর নয়। আমাদের আলোচনার সাথে যে বিষয়টি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, তা হলো সীরাতের। আমরা আদর্শ প্রবর্তকের ব্যবহারিক-জীবন হতে ঐ আদর্শের দর্শন, উদ্দেশ্য, বাস্তবায়ন এবং প্রতিফলন, ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক ধারণা পাই। এতে নিজেদের সমাজ গড়ার অনুপ্রেরণা, উপাদান ও ব্যবস্থাপনার সন্ধান পেয়ে থাকি।

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, আদর্শ প্রবর্তকের সীরাত চর্চা, আমাদের জন্য মিলাদ এবং সুরত আলোচনার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব বহন করে। কেননা, যার জীবনী আলোচনা করা হয়, সমাজের জন্য ও মানবতার জন্য তিনি যে অবদান রেখে গেছেন, তার মূল্যায়ণ করা যায় এবং তাঁর শিক্ষার প্রতি মনে-প্রাণে উত্তরণের আগ্রহ জাগে। তবে মিলাদ ও সুরত এ মূল্যায়নে ও উত্তরণে কখনো কখনো সহায়ক হতে পারে। কিন্তু সীরাতের ওপর ইহার প্রাধান্য লাভ করা উচিত নয়। দেখা যায়, অতি সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারীও ব্যবহার খারাপ হলে, কুৎসিত বলেই পরিচিত হয়। বিখ্যাত শহরে [জ্ঞান-বিজ্ঞানে, কলা-কৃষ্টিতে উন্নত] উচ্চবংশে জন্ম নিয়েও, অনেকেই 'অপদার্থ' খেতাব পায়।

উপসংহার টানার আগে বর্তমান যামানার কিছু কথা বলা যাক। জন্ম-দিবস পালন এখন রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। সন্তান জন্মের পর প্রতি বছর অনেক মাতা-পিতা সন্তানের জন্মদিন পালন করে থাকে। বয়স হলে অনেকে নিজেও তা করে থাকে। এসব উৎসবে খাওয়া-দাওয়া এবং উপহার উপঢৌকন নেয়া-দেয়া ও নাচ-গানের আনন্দ স্ফূর্তি প্রাধান্য পায়। জন্ম, মৃত্যু বা জীবন সম্পর্কে আলোচনা বা দোয়া-দরূদের ব্যবস্থা খুব কমই হয়ে থাকে। এতে সমাজ উপকৃত হয় না ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তা ভেবে দেখার সময় পাড় হয়ে যাচ্ছে।

বিখ্যাত ব্যক্তিদের জন্ম ও মৃত্যু সামাজিকভাবে উৎসাহ উদ্দীপনার মাঝে প্রতিপালিত হয়ে থাকে। এতে তাঁদের মাতা-পিতার কোন উদ্যোগ থাকে না। এতে তাঁদের জীবনের বিভিন্ন দিক ও অবদানের মূল্যায়ণ করা হয় এবং আমরা ব্যক্তি, সমাজ-জীবনে তা হতে কিভাবে ফায়দা ওঠাতে পারি–সে সব কথা বলা হয়। বস্তুতঃ এতে তাঁদের জীবনের স্বার্থকতা আরো বেড়ে যায়। তারা মরেও অমর হন।

তবে, 'সীরাতুন নবী' অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী আলোচনা কেবল আমাদের [মুসলমানদের] জন্যই নয়, সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্যই অত্যাবশ্যক। সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌, নবী করীম (সা.)-কে বিশ্বনবী ও 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' রূপে প্রেরণ করেছেন। তাঁর পবিত্র জীবনে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা বাস্তবায়িত হয়েছে। তাঁর প্রকৃত ও বাস্তব জীবন [কল্পনাপ্রসূত জীবন বৃত্তান্ত নয়] সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল হওয়া ও দুনিয়াবাসীকে তা জানানো আমাদের পবিত্র ও অতিব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এজন্য কোন নির্দিষ্ট দিন তারিখের প্রয়োজন হয় না। যেকোন দিন তা করা যায় এবং এই মহাকল্যাণময় সীরাতের যত বেশী আলোচনা করা যায়, সারা বিশ্বের জন্য ইহা ততই অধিক মঙ্গল ও আশির্বাদের বাহক হিসেবে কাজ করবে।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তাই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সারা বছরই যেখানে সম্ভব হয় সীরাতুন নবী অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী সংক্রান্ত আলোচনার ব্যবস্থা করে থাকে। অচিরেই দুনিয়া আমাদের এই কার্যক্রম দ্বারা উপকৃত হবে। এর দ্বারা মুসলমানদের মন হতে রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর জীবনী সংক্রান্ত বিভ্রান্তির ধ্যান-ধারণাসমূহ মুছে যাবে, অমুসলিম জগতও ইসলামের প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাবের বিষবাষ্প হতে মুক্ত হবে, সত্য গ্রহণে দ্রুত এগিয়ে আসবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌! তুমি তাই করো। আমীন।

(পাক্ষিক আহমদী, ১৫ অক্টোবর, ১৯৯০ এর সৌজন্যে)

মানব উম্মাহ একে অপরের ভাই

সকল মানব একই আদম-হাওয়ার বংশধর এবং এক আল্লাহ্‌পাকের সৃষ্টি। আমাদের সবার সৃষ্টি যেহেতু একই উৎস থেকে, তারপরেও কেন আমরা একে অপরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব পোষণ করি?

মাহমুদ আহমদ সুমন

নিরপরাধ মানুষের হত্যাকে ইসলাম জঘন্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে। সম্প্রতি দেশে গুম, খুন আর অপহরণের মত গর্হিত কাজের ফলে সবাই আতঙ্কগ্রস্থ। ফুটফুটে নিষ্পাপ সন্তানের মাথায় যে পিতা ভোরে চুমু খেয়ে কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়, সে-ও জানে না সন্ধ্যায় তার আদরের সন্তানটির মুখ দেখার সুযোগ হবে কি না। ঘরে বাইরে সর্বত্রই যেন আতঙ্ক বিরাজ করছে। অথচ সকল মানব একই আদম-হাওয়ার বংশধর এবং এক আল্লাহ্‌পাকের সৃষ্টি।

আমাদের সবার সৃষ্টি যেহেতু একই উৎস থেকে, তারপরেও কেন আমরা একে অপরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব পোষণ করি? কিভাবে আমরা শ্রেষ্ঠজীব হয়ে নিকৃষ্টতম কাজ করতে পারি? আর মানুষ হিসেবে তো আমরা সবাই একই উম্মাহর অন্তর্ভূক্ত, তাহলে কেন এতো হানাহানি, মারামারি আর অশান্তি? একে অপরকে সহ্যই করতে পারছি না, অথচ একজাতি হিসেবেই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'হে মানুষ! তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি একই সত্তা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন আর তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন' (সূরা আন নিসা: ২)।

আরো বলা হয়েছে- 'নিশ্চয় তোমাদের এই উম্মত একই উম্মত এবং আমিই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক। অতএব তোমরা আমার ইবাদত কর' (সূরা আম্বিয়া: ৯৩)। 'আর জেনে রাখ, তোমাদের এ সম্প্রদায় একটিই সম্প্রদায়। আর আমি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক। অতএব তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর' (সূরা মোমেনুন: ৫৩)।

আল্লাহ্ তা'লার সকল নবী-রসূল একই ভ্রাতৃত্ব গঠন করেছিলেন। কারণ তারা একই ঐশী উৎস থেকে এসেছিলেন এবং তাদের শিক্ষাসমূহ কমবেশী একইরূপ ছিল। তাদের আবির্ভাবের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও ছিল এক ও অভিন্ন-পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র তৌহিদ এবং মানবের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা।

সমস্ত আদম সন্তানকে আল্লাহ্‌পাক প্রভূত সম্মান ঠিকই দান করেছেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা সেই সম্মান ধরে রাখতে পারি নি। আমরা আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে জাগতিক ক্রীড়া-কৌতুকের প্রতি আশক্ত হয়ে পড়েছি। নিজের স্বার্থে অন্যের জান-মালকে তুচ্ছ জ্ঞান করছি। কাউকে গুম বা হত্যা করতেও দ্বিধা করছি না। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'আর অবশ্যই আমরা আদম সন্তানকে সম্মানে ভূষিত করেছি। আমরা এদেরকে জলে-স্থলে বাহন দান করেছি, পবিত্র বস্তুসমুহ থেকে রিযিক দিয়েছি এবং আমরা যাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাদের অনেকের ওপর এদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি' (সূরা বনি ইসরাইল: ৭১)।

আল্লাহ্‌পাকের এই বাণী থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের কাছে সব আদম সন্তানই সম্মানের

অধিকারী। সব আদম সন্তানকে আল্লাহ্ তা'লা সমভাবে সম্মানিত করেছেন এবং কোন বিশেষ জাতি বা গোত্রের প্রতি পক্ষপাতমূলক ব্যবহার করেন নি। এই আয়াত বর্ণ, ধর্ম, বংশ ও জাতিভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্বের মূর্খ ও বিচারবুদ্ধিহীন সব ধারণাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে।

একজন মানুষ, সে যে ধর্মেরই হোক না কেন, তার মূল পরিচয় হলো সে আদম সন্তান আর আদম সন্তান হিসেবে সব ধর্মের মানুষ একই উম্মতভুক্ত। এখানে আরেকটি বিষয়ের দিকেও আল্লাহ্পাক ইঙ্গিত করছেন, আর তা হলো উন্নতি, অগ্রগতি ও সাফল্যের সব উপায় বা পথ সকল মানব উম্মাহর জন্য সমভাবে উন্মুক্ত এবং এই সমস্ত পথ বা উপায় তার জন্য জলে ও স্থলে সমভাবে প্রযোজ্য। এছাড়া এখানে এটাও বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিনিধিত্বকারী মর্যাদার অধিকারী মানুষ অন্য সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আবার আল্লাহ্ বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ আদমকে, নূহকে, ইবরাহিমের বংশধরকে এবং ইমরানের বংশধরকে (সমসাময়িক) জগতের মাঝ থেকে বেছে নিয়েছিলেন' (সূরা আলে ইমরান: ৩৪)। অর্থাৎ আল্লাহ্পাকের কাছে সবাই সমান মর্যাদার অধিকারী। মানুষ হিসেবে তিনি কাউকে পৃথক করেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং একই উম্মাহ, কিন্তু পরবর্তিতে মানুষ বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। যেমন কুরআনে উল্লেখ আছে, 'আর মানবজাতি একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে তারা মতভেদ করলো' (সূরা ইউনুস: ২০)। 'কিন্তু তারা তাদের মাঝে নিজেদের বিষয়কে বহু খন্ডে খন্ডিত করে ফেলেছে। প্রত্যেক দল তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে অহংকার করছে' (সূরা মোমেনুন: ৫৪)। আসলে সমসাময়িক নবীর মৃত্যুর পরে নবীর অনুসারীরা সাধারণত নিজেদের মধ্যে মতভেদ আরম্ভ করে এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আর প্রত্যেক দলই মনে করে, তারাই নবীর সত্য অনুসারী এবং অন্যান্যরা ভ্রান্ত। কিন্তু সব নবীর অনুসারীরাই আদম-হাওয়ারই বংশধর। তাই মতভেদের প্রশ্নই আসে না।

যেহেতু বিশ্বমানব একই আল্লাহ্পাকের সৃষ্টি, আর তিনি ভাই-ভাইয়ের মাঝে কলহ-বিবাদকে পছন্দ করেন না, তাই আজকে যারা সমাজ ও দেশে আতঙ্কের সৃষ্টি করছে, তাদেরকে বলতে চাই, আপনি কাকে হত্যা বা গুম করছেন? যাকে হত্যা বা গুম করা হচ্ছে, সে তো আপনারই ভাই। এক ভাই অপর ভাইকে কিভাবে হত্যা বা গুম করতে পারে?

আল্লাহ্পাক আমাদেরকে কোন ধরণের বিশৃঙ্খলা করার অনুমতি দেননি। আমাদের এই দেশ একটি শান্তিপূর্ণ দেশ। এদেশে বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা একত্রে শান্তি-পূর্ণ ভাবে বসবাস করে আসছে। এখানে যারা অশান্তি সৃষ্টি করবে, সবাই তাদেরকে ঐকবদ্ধ হয়ে প্রতিহত করতে হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'আর পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তোমরা এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না' (সূরা আল আরাফ: ৫৭)। সমাজে বিশৃঙ্খলা করার কোন শিক্ষা কোন ধর্মেই পাওয়া যায় না। যারা দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করে, তারা শুধু শান্তিকামী মানুষেরই শত্রু নয় বরং তারা মহান আল্লাহ্ তা'লারও শত্রু। ইসলাম আমাদেরকে উশৃঙ্খল-জীবন পরিহার করে বিনয়ী এবং নম্র হয়ে চলার শিক্ষা দেয়। কেউ যদি কষ্ট দিতে চায়, ইসলামের শিক্ষা হল তার জন্যও তুমি শান্তির দোয়া কর।

পৃথিবীর সর্বত্র যেন আজ অশান্তি বিরাজ করছে। আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষার পরিপন্থি কাজ করে কিভাবে আমরা তার উম্মত হবার দাবি করতে পারি? তিনি যেখানে স্পষ্ট বলেছেন, 'এবং দেশে নৈরাজ্য ছড়াতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না' (সূরা আল কাসাস: ৭৮)। এসব নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের জন্য সমগ্র বিশ্বই আজ রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সর্বোপরি নৈতিকভাবে চরম অধঃপতনে নিপতিত। কাউকে হত্যা করার শিক্ষা আল্লাহ্পাক দেয় না। হত্যার ব্যাপারে আল্লাহ্পাকের শিক্ষা হল–'আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে এর প্রতিফল হবে জাহান্নাম। সেখানে সে দীর্ঘকাল থাকবে। আর আল্লাহ্ তার প্রতি রাগান্বিত। তিনি তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য এক মহা আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন' (সূরা নেসা: ৯৪)। কাউকে হত্যার ব্যাপারে বিশ্ব নবী বলেছেন,

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের কাছে সব আদম সন্তানই সম্মানের অধিকারী। সব আদম সন্তানকে আল্লাহ্ তা'লা সমভাবে সম্মানিত করেছেন এবং কোন বিশেষ জাতি বা গোত্রের প্রতি পক্ষপাতমূলক ব্যবহার করেন নি।

'কেয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে মোকদ্দমার ফয়সালা করা হবে, তা হবে রক্তপাত অর্থাৎ হত্যা সম্পর্কিত' (বুখারী)।

কাউকে হত্যা করাকে আল্লাহ্পাক কঠোরভাবে শুধু নিষেধ করেই শেষ করে নাই বরং যারা এসব সন্ত্রাসী ও জঙ্গি-কার্যক্রম করে, তাদের শাস্তি কত ভয়াবহ, সে-সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। মানুষকে হত্যা করা অত্যন্ত গোনাহের কাজ। হাদিসে বর্ণিত আছে, হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, 'কবিরা গোনাহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গোনাহ হলো আল্লাহ্র সঙ্গে শিরক করা, নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা কথা বলা' (বুখারী ও মুসলিম)। ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেন, 'কেয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে প্রথম বিচার করা হবে রক্তপাত সম্পর্কে' (বুখারী)।

মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট জীব হওয়া সত্ত্বেও যে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হতে পারে, তা আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই। আমরা কি পারি না নিজেকে শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে প্রমাণ করতে? আসুন না আমরা সবাই একে অপরের জন্য শান্তির কারণ হই। আল্লাহ্পাক আমাদের সকলের উত্তম হেফাজতকারী হোন।

masumon83@yahoo.com

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর ইসলাম প্রচার

সংকলন: মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন প্রধান

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

(৮ম কিস্তি)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর কিছু পুস্তকে নিজের মসীহ্ ও মাহ্‌দী হওয়া বিষয়ে ঘোষণা দিয়ে সত্যান্বেষী আলেম, পুণ্যবান এবং সাধারণ মানুষের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে বলেছেন যে, কোন কারণ ছাড়াই কাফের ফতোয়া লাগানো উচিত নয় এবং চিন্তা ভাবনা করে আলেমদের অনুসরণের পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। কিন্তু শর্ত হল, খোলা মন নিয়ে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে প্রার্থনা করুন, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লা সাহায্য করবেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর "নিশানে আসমানী" নামক পুস্তকে এ পদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন যে, পরিপূর্ণরূপে তওবা করে রাতে দুই রাকাত নফল নামায পড়। প্রথম রাকাতে সূরা ইয়াসিন এবং দ্বিতীয় রাকাতে একুশবার সূরা ইখলাস পড়ুন; এরপর তিনশত বার ইস্তেগফার করে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে একথা বলে সাহায্য প্রার্থনা করুন, হে খোদা! তুমি গোপন বিষয় অবগত আছ, অতএব এ ব্যক্তি সম্পর্কে আমার কাছে সত্য প্রকাশ করে দাও।

আরেকবার তিনি (আ.) তাগিদ করে বলেছেন, এই ইস্তেখারা করার শর্ত নিজের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ রাখা। কিন্তু প্রথম বিষয়ে তওবাতুন নুসুহ্ করাটাও একটা অনেক বড় শর্ত। এ পদ্ধতিতে তো কেউই আমল করে না, বিশেষ করে আলেমরা তো করতেই পারে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, হৃদয় যদি বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হয় এবং কু-ধারণা যদি প্রাধান্য পায়, তবে তো শয়তানী চিন্তা ভাবনাই আসবে। কিছু লোক বলে থাকে, আমরা তো অনেক দোয়া করি, কিন্তু কোন প্রকার সত্যতা তো আমাদের চোখে পড়ে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মনের মাঝে যদি হিংসা-বিদ্বেষ পরিপূর্ণ থাকে, তবে তো শয়তানই পথ দেখাবে, আল্লাহ্ তা'লা নয়। (নিশানে আসমানী, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৪০০-৪০১) একই ভাবে তিনি তাঁর 'কিতাবুল বারিয়্যা' পুস্তকে বিশেষ ভাবে আলেম সম্প্রদায় ও পুণ্যবান লোকদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনার প্রস্তাব দেন। (কিতাবুল বারিয়্যা, রূহানী খাযায়েন, ১৩তম খন্ড, পৃ: ৩৬৪)।

আব্দুল সেলিম সাহেব, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে ফিজি থেকে আমেরিকার লসএঞ্জেলেসে এসেছিলেন। খ্রিষ্টান সমাজে বাস করায় সে খ্রীষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু পরবর্তীতে একজন মুসলমানের তবলীগে পুনরায় ইসলাম ধর্মে ফিরে আসেন। তিনি বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের একজন মুবাল্লেগ এনামুল হক কাওসার সাহেবের সাথে এ অধমের বন্ধুত্ব হয় এবং সে আহমদীয়া জামা'তের মসজিদে আসা শুরু করে। মোবাল্লেগ এনামুল হক

কাওসার সাহেব তাকে আহমদীয়াত সম্পর্কে বিস্তারিত বলেছেন, বই পত্র দিয়েছেন এবং পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি যেন দোয়া করে আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে দিক-নির্দেশনা চান।

তিনি তাকে ইস্তেখারা করার প্রকৃত-পদ্ধতি বলে দেন। অতএব তিনি ইস্তেখারা করেন, দোয়া করেন এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে স্বপ্নে দেখতে পান। পরের দিন তিনি তার অভ্যাস মত অ-আহমদীদের মসজিদে যান, সেখানে আরব থেকে কোন এক শেখ এসেছিল। সেই শেখ উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করার আহ্বান জানালে আব্দুল সেলিম সাহেব দাঁড়িয়ে বলেন, কুরআন করীমে ও হাদীস শরীফে, আছে এ যুগে ইমাম মাহ্দী আসবেন, এ যুগ ইমাম মাহ্দীর আগমনের যুগ। তাই আমি দোয়া করেছি, হে আমার খোদা! তুমি আমাকে বলে দাও, ইমাম মাহ্দী কি এসেছেন? যদি এসে থাকেন, তবে তিনি কে? তিনি বলেন, আমি তাকে বললাম, 'আমি স্বপ্নে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)কে দেখেছি।

এ কথা শুনে শেখ বলে, এটা শয়তানী-স্বপ্ন এবং এতে কোনপ্রকার সত্যতা নেই। তুমি বেশি বেশি আউযুবিল্লাহ্ এবং দরূদ শরীফ পাঠ কর। অতএব তিনি আবার দোয়া করেন এবং বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করেন আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার স্বপ্নে আবার দেখা দেন। তিনি পুনরায় শেখের প্রশ্নোত্তরের সভায় যান এবং এ কথার উল্লেখ করেন। শেখ আবার বলে, এটা শয়তানী স্বপ্ন।

আব্দুল সেলিম সাহেব বলেন, আশ্চর্য বিষয়! রাতে আমি অধিক হারে তা'উয ও দরূদ শরীফ পাঠের পর দোয়া করি, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ইমাম মাহ্দীর আগমন সম্পর্কে অবগত কর। কিন্তু আপনার কথামত আল্লাহ্ তা'লা আমাকে স্বপ্ন দেখাননি, কিন্তু শয়তান স্বপ্ন দেখায়; এটাতো খুবই আশ্চর্যের কথা। এ কথা শুনে মসজিদে হৈচৈ শুরু হয়ে যায় এবং তারা বলে, একে এখান থেকে বের করে দাও, এ কাফির, অপবিত্র। এমনকি আড়ালের মহিলারাও বলা শুরু করে একে এখান থেকে বের করে দাও। তিনি বলেন, আমি সেখান থেকে বের হয়ে আসি। এরপর তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মুবাল্লেগকে এসব ঘটনার বর্ণনা দেন এবং বলেন এখন আমার কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন আমি বয়আত করতে চাই। অতএব তিনি বয়আত করেন। যেদিন বয়আত করেন, সেদিন রাতেই স্বপ্নে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার কাছে পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশিত হন এবং তাকে সালাম বলেন, করমর্দন করেন ও আহমদীয়াত গ্রহণের জন্য সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন, পরের দিন আমি খুব খুশি ছিলাম, কারণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমার সাথে করমর্দন করেছেন।

এসব শেখ বা নাম-সর্বস্ব আলেম তো বিগত একশত বিশ বছর যাবৎ সাধারণ মানুষ ও মুসলমানদেরকে প্রতারিত করে যাচ্ছে। আর আজও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সেই কথা অতি উত্তম রূপে পূর্ণ হচ্ছে। তিনি বলেছেন, আমি দেখছি এবং আপনারাও দেখছেন এবং আমার জামা'তকে বৃদ্ধি করছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যদিও সত্তাগত ভাবে আমাদের মাঝে উপস্থিত নেই, কিন্তু জামা'তের বৃদ্ধি পাওয়া এবং মানুষের কাছে স্বপ্ন যোগে নিজের সত্যতা প্রমাণ করাই জীবনের প্রমাণ। (পাক্ষিক আহমদী, ৩০ জুন ২০১১ ঈসাব্দ, হুযূরের খুতবা)

মোবাহালা চ্যালেঞ্জ : হযরত আকদাস (আ.)-এর সত্যতার জ্বলন্ত নিদর্শন এই যে ১৮৯৭ সনে এতমামে হুজ্জত করার পরে তাঁর তদানিন্তন বিরোধী-ওলামা, পীর ও সাজ্জাদানশীনদেরকে সম্বোধন করে তাঁর সঙ্গে "মোবাহালা" করার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত পুস্তক 'আঞ্জামে আথম' উল্লিখিত ঐ সময় আলেমদের মধ্যে মৌলভী সানাউল্লাহ অমৃতসরী সাহেবের নাম ১১ নম্বরে ছিল। তাদের মধ্যে যে সমস্ত আলেম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর সঙ্গে মোবাহলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের সকলেই এক বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তবে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের প্রখ্যাত নেতা মৌলবী সানা উল্লাহ্ অমৃতসরী সাহেব মোবাহালা করার জন্য মির্যা সাহেবের চ্যলেঞ্জ ঘোষণার পর দীর্ঘ ১০ বছর পর্যন্ত হযরত মির্যা সাহেবের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার সাহস পেলেন না। (সীরাতে সুলতানুল কলম, পৃ: ১৪২)।

মৌলভী সানা উল্লাহ্ সাহেব দীর্ঘ দশ বছর পর হযরত মির্যা সাহেবকে 'মোবাহালা চ্যালেঞ্জ' করার জন্য আহ্বান জানান। উক্ত চ্যালেঞ্জের উত্তরে মির্যা সাহেব একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন, যার শিরোনাম ছিল "মৌলভী সানাউল্লাহ্ সাহেব অমৃতসরীকে সাথ আখেরী ফয়সালা" অর্থাৎ মৌলভী সানাউল্লাহ্র সাথে শেষ মীমাংসা।

এর উত্তরে মৌলভী সানাউল্লাহ্ সাহেব তার পত্রিকায় ঘোষণা করলেন যে, আপনার এই চ্যালেঞ্জ আমার জন্য গ্রহণযোগ্য নয়, এবং কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি তা গ্রহণ করতে পারে না। (আহলে হাদীস পত্রিকা, ২৬ এপ্রিল ১৯০৭ইং) (সুলতানুল কলম পৃ: ১৪৩)।

একবার মৌলভী সানাউল্লাহ অমৃতসরী সাহেব বললেন, আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে, তবে মুসলমানদেরকে আমি একথা বলবো যে, মির্যা সাহেব প্রণীত তার সমুদয় গ্রন্থাবলী সমুদ্রে নিক্ষেপ কর অথবা জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে ছাই-ভস্ম করে ফেল। এটা যথেষ্ট নয় বরং ভবিষ্যতে কোন মুসলিম বা অমুসলিম ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউ যেন ভারতের অথবা ইসলামের ইতিহাসে তার নামের কোন উল্লেখ না করে। (উকিল পত্রিকা অমৃতসর, ১৯০৮ সনের ১৩ই জুন সংখ্যা) (সীরাতে সুলতানুল কলম পৃ: ১৪৫)

স্মরণ থাকে যে, হযরত আহমদ (আ.) বিগত ১৯০৮ সনের ২৬ মে ইন্তেকালের সময় তার শিষ্যদের সংখ্যা ছিল মাত্র চার লক্ষ। অত:পর ১৯৪৭ সনে মৌলভী সানাউল্লাহ্ সাহেবের জীবদ্দশায় শুধু পাঞ্জাব প্রদেশে সরকারী আদম শুমারী অনুসারে আহমদীদের সংখ্যা দাঁড়িয়ে ছিল প্রায় ৩০ লক্ষ (সীরাতে সুলতানুল কলম পৃ: ১৪৬)।

১৯৪৭ সনে পাক-ভারত বিভক্ত হওয়ার সময় যখন সংখ্যালঘু মুসলমানগণ হিজরত করে পূর্ব পাঞ্জাব হতে পাকিস্তান যাচ্ছিল, তখন বদমাইশ ও লুটেরাগণ মুসলমানদের বাড়ি ঘর লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ এবং নারী-শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলের ওপর অত্যাচার-উৎপীড়ন শুরু করল। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ১৯৪৭ সনের আগষ্ট মাস হতে শুরু করে ১৯৪৮ সন পর্যন্ত ৩০ লক্ষ মুসলমান এসব দুর্বৃত্তের হাতে নিহত হয়েছিল। দেশ বিভাগের সময় কোন এক কাল-রাতে অমৃতসর শহরের মুসলিম মহল্লাগুলোর ওপর যখন অমানুষিক অত্যাচার চলছিল, তখন মৌলভী সানাউল্লাহ্ সাহেবকেও যাবতীয় সম্পদ ফেলে রিক্ত হস্তে নিজ বাড়ি পরিত্যাগ করতে হলো। লুটেরাগণ নিমিষে মৌলভী সাহেবের বাড়ির টাকা পয়সা, পারিবারিক দ্রব্যসামগ্রী, ধন-সম্পদ ও স্বর্ণালঙ্কারসহ সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। এখানেই শেষ নয়, তার বাড়িটিও অগ্নিদগ্ধ করে ভস্মীভূত করা হল।

সেই গোলযোগের সময় মৌলভী সাহেবের একমাত্র পুত্র জনাব আতাউল্লাহ্ সাহেব

নিহত হন, যার লাশটিকে দাফন কাফন করার সুযোগ ঘটেনি।" এই নিদারুন দুর্বিসহ মনোব্যথা মৃত্যু পর্যন্ত তার সঙ্গী ছিল। (সীরাত সানায়ী পৃ: ৩৮৯-৩৯০) এবং (সীরাতে সুলতানুল কলম পৃ: ১৪৮-১৪৯)

মিনারাতুল মসীহ্-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন :

সহীহ্ মুসলিম শরীফে রসূল করীম (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, মসীহ্ মাওউদ দামেস্কের মসজিদে আকসার সংলগ্ন শ্বেত মিনারের পূর্বদিকে নাযিল হবেন। এ রূপক ভবিষ্যদ্বাণীকে বাহ্যিকভাবে পূর্ণ করার লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র ইলহাম অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কাদিয়ানের জুম্মা মসজিদের নাম "মসজিদে আকসা" রাখেন এবং উক্ত মসজিদের পূর্ব-উত্তর প্রান্তে একটি শ্বেত-মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই মিনার আরম্ভ করার পূর্বে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ওপর একটি পারসী ইলহাম হয়েছিল। যথা- আনন্দিত হও, তোমার বিজয়কাল সমুপস্থিত এবং মুহাম্মদীয়গণের পদদ্বয় মিনারোপরি উচ্চ শিখরে সংস্থাপিত হওয়ার সময় আসন্ন।

পরবর্তীকালে হযরত আকদাস (আ.) এই প্রসঙ্গে আরো লিখেছেন যে, মসীহ্ মাওউদের সত্যিকার আগমন ও তার হেদায়েতের আলোর বিশ্বজুড়ে বিকিরণ ও উচ্চ মিনারের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ হবার ওপর নির্ভরশীল।

সুতরাং পূর্ব থেকে এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, মসীহ্ মাওউদের আগমনের সময় মানব হৃদয়ে যে আলো, ইয়াকীন ও বিশ্বস্ততা সৃষ্টি হওয়ার কথা রয়েছে, তা এ মিনারের প্রস্তুতির পর পরিলক্ষিত হবে।" (সীরাতে সুলতানুল কলম পৃ: ১২৪)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ হাতে ১৯০০ সনে মিনারাতুল মসীহ্ এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। তিনি জীবিত থাকতে নির্মাণ কাজ শেষ করতে পারেননি। অত:পর তাঁর মৃত্যুর পর প্রথম খলীফা হযরত মৌলভী হেকীম নূরুদ্দীন সাহেব এ নির্মাণ কাজে হাত দেয়ার সুযোগ পাননি। হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব-এর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের খেলাফতের সময় মিনারাতুল মসীহ্ এর অসম্পূর্ণ নির্মাণ কাজ শ্বেত মার্বেল পাথর দ্বারা ১৯১৬ সনে আরম্ভ করা হয়েছিল এবং ১৯২৩ সনে সম্পূর্ণ হয়েছিল। উক্ত মিনারের শীর্ষে চতুর্দিকে বড় বড় চারটি ঘড়ি শহরবাসীকে সময় সংকেত জানানোর জন্য স্থাপন করা হয়। এতে শহরবাসীরা খুবই উপকৃত ও আনন্দিত হয়। (সীরাতে সুলতানুল কলম, পৃ: ১২৭)

আরবী শিক্ষা ও খোতবায়ে এলহামিয়া :

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) নিয়মিতভাবে কোন স্কুল কলেজ বা মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন নি। বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী এবং সানাউল্লাহ্ অমৃতসরী প্রমুখ সমসাময়িক আলেমগণ প্রায়ই বলে বেড়াতেন যে, মির্যা সাহেব মুর্খ, আরবী বিদ্যা লাভ হতে একেবারে বঞ্চিত এবং কুরআন হাদীস সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান নেই।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিশেষভাবে দোয়া করলেন। তখন ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে অবগত করলেন যে, "আর রাহমানু আল্লামাল কুরআন।" (সূরা আর্ রহমান : ২-৩)। অর্থাৎ আমি রহমান খোদা, তোমাকে স্বয়ং কুরআনের জ্ঞান দান করব।

অত:পর হুযূরের দোয়ার ফলে একই রাত্রে আল্লাহ্ তা'লা হুযূরকে আরবী ভাষার শব্দকোষ হতে চল্লিশ সহস্র (ধাতু) শিক্ষা দান করেন। হুযূর বলেন যে, আরবী ভাষার এসব প্রয়োজনীয় ধাতু-প্রত্যয় সমূহ কোন প্রকার অভিধানের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং আল্লাহ্ আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

অত:পর হুযূরের জীবদ্দশায় ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করে তিনি প্রায় ৮৮ টি পুস্তক লিপিবদ্ধ করেন, তার মধ্যে ২৫ খানা আরবী ভাষায় লেখেন। ঐগুলোর মধ্যে সূরা ফাতেহার গভীর তত্ত্ব ও তথ্যাবলী সম্বলিত বিস্তারিত তফসীর প্রণয়ন করেন। তাঁর রচিত এসব গভীর তত্ত্বপূর্ণ আরবী পুস্তকগুলি মক্কা, মদীনা, মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের বড় বড় আলেমদের নিকট উত্তরের জন্য পাঠান হয়েছিল, কিন্তু কেউ ঐ পুস্তক সমূহের উত্তর দিতে সমর্থ হননি।

অত:পর ১৯০০ সনের ১১ই এপ্রিল তারিখে আল্লাহ্ তা'লা এলহামের মাধ্যমে হযরত আকদাসকে ঈদুল আযহা অর্থাৎ কুরবানীর ঈদের রাত্রে জানান যে, 'মাজমামে কুছ আরবী ফিকরে পড়হো" অর্থাৎ সভাস্থলে আরবীতে কিছু বক্তব্য পেশ কর। তিনি (আ.) সঙ্গে সঙ্গে কাদিয়ানে অবস্থিত সকল আহমদীগণকে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশে অদ্য আমি আরবি ভাষায় ঈদের খোতবা প্রদান করব। সেই ঈদের দিন কোন প্রকার প্রস্তুতি ছাড়াই এবং কোন নোট ছাড়াই অনর্গল আরবী ভাষায় হুযূর খোতবা পাঠ করেন। হুযূর আকদাস (আ.) কাদিয়ানের মিনারাতুল মসীহ্-এর সিঁড়ির নীচে পশ্চিম দিকে মুখ করে ঐ খোতবাটি পাঠ করছিলেন। হুযূরের নির্দেশ মত হযরত হেকিম মৌলানা নূরুদ্দীন সাহেব ও মৌলানা আব্দুল করিম শিয়ালকোটি (রা.) সঙ্গে সঙ্গে ঐ খোতবাটি নোট করেছিলেন। এই খোতবায়ে এলহামিয়া ১৩১৭ হিজরী সনে ১১ই এপ্রিল ১৯০০ ইসাব্দে পাঠ করা হয়েছিল। (তাযকেরা, ৩৪৮ পৃষ্ঠা) (সীরাত সুলতানুল কলম পৃষ্ঠা ১২১-১২২)।

জীবনের শেষ উপদেশ :

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ১৯০৮ সনে আহমদী বিল্ডিং-এ ২৫ মে, আসরের নামাযের পর উপস্থিত আহমদীদের উদ্দেশ্যে জীবনের শেষ উপদেশ দেন এবং বলেন, "আর রাহিলো সুম্মার রাহিলো" অর্থাৎ বিদায় বিদায় জীবনের শেষ সফর।" মাকুন তাকিয়া বার উমরে না পায়দার" অর্থাৎ এই অস্থায়ী জীবনের ওপর কোন ভরসা কর না।

২৪শে রবিউস সানি, হিজরী ১৩২৬ চান্দ্রমাস, ২৬ মে, ১৯০৮ সন সকাল সাড়ে দশটায় ৭৩ বছর বয়সে হযরত আকদাস শেষ-নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

লাহোর আহমদীয়া বিল্ডিং-এ যোহরের নামাযের পর হুযূরের নামাযে জানাযা আদায় এবং সন্ধ্যার পূর্বে লাহোর হতে রেল যোগে শবাধার কাদিয়ানের পথে বাটালা যাত্রা করেন। বাটালা হতে হুযূরের কফিন আহমদী ভাইগণ নিজ কাঁধে বহন করে পদব্রজে কাদিয়ান গমন করেন, যা ঠিক ফজরের সময় কাদিয়ানে পৌঁছে যায়।

অত:পর "মাকবেরা বেহেশ্‌তী" সংলগ্ন হযরত আকদাসের বাগান বাড়িতে কাদিয়ান ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানের বিশিষ্ট আহমদীদের উপস্থিতিতে হুযূরের "আল ওসীয়্যত" পুস্তকের নির্দেশক্রমে "কুদরতে সানিয়া" রূপে 'খলীফার নির্বাচন' অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে হযরত মৌলভী হেকীম হাজী নূরুদ্দীন সাহেবকে আহমদীয়া সিলসিলার প্রথম খলীফা নির্বাচন করা হলো। নির্বাচন পর্ব সমাপ্তির পর সম্মিলিত ভাবে দোয়া করা হলো। তারপর হযরত মৌলভী হেকীম হাজী নূরুদ্দীন সাহেব কাদিয়ানে পুনরায় হুযূরের নামায-এ জানাযা পড়ালেন। অত:পর কাদিয়ানের বেহেশ্‌তী মাকবেরাতে হযরত আকদাসের দাফন হয়।

"কুল্লুমান আলায়হা ফান ওয়া ইয়াবকা ওয়াযহু রাব্বেকা জুলযালালে ওয়াল ইকরাম।" (সূরা আর্ রহমান) (সীরাতে সুলতানুল কলম পৃষ্ঠা ২০৬)।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর শিক্ষা :

আজ থেকে প্রায় ১৪০০ শত বছর পূর্বে যখন মানবজাতি বর্বরতার চরমে নিপতিত হয়েছিল, তখন কোন দিক দিয়ে মানবতার কোন নিয়ম নীতি বা শিক্ষা তাদের মধ্যে ছিল না। সুতরাং প্রয়োজন ছিল তাদেরকে সর্বাগ্রে মানবতার বা বাহ্যিক সদাচারের শিক্ষাদান করা। তখন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে আল্লাহ্ তা'লা এ পৃথিবীতে প্রেরন করে পবিত্র কুরআন করীমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছিলেন, যাতে এ সকল ক্রিয়াকর্ম যথা-পানাহার, বিবাহ, ইত্যাদি সামাজিক ব্যাপারে সুনিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রে সমাবেশিত হয় এবং বন্য, হিংস্র-শুকরের জীবন যাত্রা হতে মানুষ মুক্তি লাভ করে এবং মানুষ কল্যাণমন্ডিত হয়ে মানবতার উচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারে।

সেই সুন্দর সুশিক্ষা মানুষ আবার আস্তে আস্তে ভুলে গিয়ে অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছে যায়, অন্ধকার রাশির কাল ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায় এ সুন্দর শান্তির শিক্ষা। তখন আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে পৃথিবীতে প্রেরণ করে পবিত্র কুরআনের সেই সুন্দর ও সুশিক্ষা পৃথিবীতে পুণঃ প্রচার করে, মানুষের হৃদয় থেকে শুকুরকে নিধন করে পবিত্র মানুষে পরিণত করেন, যেন মানুষ তার হারানো পথকে খুঁজে পায় এবং অপবিত্র শুকর হতে নিজের আত্মাকে সত্যিকার অর্থে পবিত্র ও সভ্য মানুষ হিসেবে এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় দাস হিসেবে অহংকার ও গৌরব করতে পারে।

ওহী ও এলহাম: 'আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্পর্কে তেমাকে প্রশ্ন করে, তখন তাদেরকে বল: নিশ্চয়ই আমি তাদের নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই, যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তাদের উচিত তারাও যেন দোয়ার দ্বারা আমার মিলন প্রার্থী হয় এবং আমার ওপর ঈমান আনে, তবে তারা সফল হবে' (২:১৮৭)। হে খোদা! আমাদেরকে এস্তেকামাতের সেই পথ দেখাও, যে পথ ঐ সকল লোকের, যারা তোমার পুরস্কার লাভ করেছে (১:৬-৮)। এখানে পুরস্কার দ্বারা এলহাম, কাশ্‌ফ, প্রভৃতি ঐশী-জ্ঞানকে বুঝায়, যা মানুষ সরাসরি পেয়ে থাকে। এভাবে অন্য এক স্থানে আল্লাহ্ বলেন:

যারা খোদার ওপর ঈমান আনে, এরপর তাতে অবিচল থাকে, তাদের নিকট খোদা তা'লার ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে এই এলহাম করে: "তোমরা কোন ভয় কর না এবং দুঃখিতও হইও না। তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত বেহেশ্‌ত আছে" (৪১:৩১-৩২)। সুতরাং এই আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, খোদা তা'লার পুণ্যবান বান্দাগণ দুঃখ বা ভয়ের সময়ে খোদা হতে এলহাম প্রাপ্ত হয়। ফিরিশ্‌তাগণ অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে সান্তনা দেয়। তারপর অন্য এক আয়াতে বলেছেন; 'খোদার বন্ধুগণ এলহাম ও খোদার বাক্যালাপ দ্বারা ইহলোকেই সুসংবাদ প্রাপ্ত হন এবং পরলোকেও প্রাপ্ত হবেন (১০:৬৫)।

তিনি (আ.) বলেন, সকল অন্বেষণকারীকে এই নিশ্চয়তা দান কর। অন্য জাতিগণ খোদার এলহামের ওপর দীর্ঘকাল যাবৎ তালা দিয়ে মোহরাবদ্ধ করে রেখেছে। অতএব সুনিশ্চিতরূপে জেনে রাখো, ইহা খোদার দিক হতে মোহর যুক্ত তালা নয়, বরং বঞ্চিত হবার জন্য ইহা মানুষের ছলনার তালা মাত্র। নিশ্চিত জান, আমরা যেমন চক্ষু ছাড়া দেখিনা, কান ছাড়া শুনি না, জিহ্বা ব্যতীত কথা বলতে পারি না, তেমনই সম্ভব নয় যে, আমরা কুরআন ব্যতিরেকে সেই প্রিয়ের ঘুম দর্শন করতে পারি (ইসলামী নীতিদর্শন পৃ: ১২৪)।

হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ! মানুষ খোদার সংকল্পের ও পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে না। নিশ্চিত জান, পরিপূর্ণ জ্ঞানের উপায় খোদা তা'লার এলহাম, যা খোদা তা'লার পবিত্র নবীগণ প্রাপ্ত হন। অতঃপর করুণা-সিন্ধু খোদা কখনও ইহা চাননি যে, ভবিষ্যতে এলহাম বন্ধ করে দেন এবং এ প্রকারে দুনিয়াকে ধ্বংস করেন। বরং তাঁর এলহাম ও বাক্যালাপের দরজা সর্বদাই উন্মুক্ত রয়েছে (ইসলামী নীতিদর্শন পৃ: ১২৪)।

আহমদীয়া জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে অনেকেই অনেক ধরণের কথা বলে থাকে। তাদের জন্য আমাদের ধর্ম বিশ্বাস আসলে কি, তা তুলে ধরছি। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলেছেন : "আমরা ঈমান রাখি যে, খোদা তা'লা ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা আরও ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তাআলা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে যা বর্ণিত হয়েছে, উল্লেখিত বর্ণনানুসারে তা সবই সত্য। আমরা এও ঈমান রাখি যে, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয় অথবা যে বিষয়গুলো অবশ্যকরণীয় বলে নির্ধারিত তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিরোধী।

আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা ***'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'*** এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। কুরআন শরীফ হতে যাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলইহিমুস্ সালাম) এবং কিতাবের ওপর ঈমান আনবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁর রসূল কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যসমূহকে অবশ্য করনীয় মনে করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের ওপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ 'সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'তের সর্ববাদি সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হয়েছে, সেই সব সর্বোতভাবে মান্য করা অবশ্য-কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া বা খোদাভীতি এবং সততা বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিড়ে দেখেছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?"

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারীনা"-অর্থাৎ–সাবধান! নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদের ওপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত। (আইয়ামুস সুলেহ, পৃ: ৮৬-৮৭)

(চলবে)

ইসলামী খেলাফতশূন্য মুসলমানদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ডা: শেখ হেলাল উদ্দিন আহমদ

আধুনিক মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে বিশ্বের সমস্ত মুসলমানকে একই খলীফার অধীনে রাজনৈতিক ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করাকেই বিশ্ব ইসলামীবাদ (Pan Islamism) আখ্যায়িত করা হয়েছে। তুরস্কে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের ক্রমবর্ধমান হামলা প্রতিরোধ করবার প্রচেষ্টা হতেই এই বিশ্ব ইসলামীবাদের সৃষ্টি। একই ঐক্যবন্ধনের দ্বারা একটি বিশ্ব ইসলামী-সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করাই ছিল ইহার মূল-উদ্দেশ্য। আরবীয় শাসনের শেষের দিকে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলি বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম সাম্রাজ্যের এই বিচ্ছিন্নতার ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে অধিকাংশ মুসলিম দেশ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের শিকারে পরিণত হয়। এই সময়ে মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়, তা-ই হচ্ছে বিশ্ব ইসলামীবাদ।

তুরস্কের সুলতান আব্দুল হামিদ বিশ্ব ইসলামীবাদ আন্দোলনের নেতা হলেও এর অগ্রনায়ক ছিলেন সৈয়দ জালাল উদ্দীন আফগানী। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী জালাল উদ্দীন ছিলেন আফগানিস্তানের অধিবাসী। তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন এবং বিশ্বের সমস্ত মুসলিম দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। ফলে মুসলিম দেশগুলিতে মুসলমানদের দুর্দশা লক্ষ্য করে তিনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে ইসলামের অতীত-গৌরবকে পুনরুজ্জীবিত করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কারণ, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিদেশী প্রাধান্য হতে আত্মরক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া ব্যতীত মুসলমানদের আর কোন দ্বিতীয়-পথ নেই। অত:পর তিনি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য মুসলিম বিশ্বকে আহ্বান জানান এবং সুলতান আবদুল হামিদের অতিথি হিসাবে তুরস্কে গমন করেন এবং সেখানেই তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন।

সুলতান আবদুল হামিদ বিশ্ব ইসলামীবাদের একজন বড় সমর্থক ছিলেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের জাতীয়তাবাদী বিপ্লব এই আন্দোলনের গতিকে ব্যাহত করে। তরুণ তুর্কীদের আন্দোলনের ফলে বিশ্ব ইসলামীবাদের ধারণা মুসলিম জাহানে তেমন কার্যকর হয়নি। মুসলিম সমাজ, বিশেষত: আরবীয়রা বিশ্ব ইসলামীবাদ তথা তুরস্কের প্রাধান্যকে ভীতির চোখে দেখতো। তুরস্কের মত ব্রিটিশ প্রচারকরা এর সুযোগ গ্রহণ করে বিশ্ব ইসলামীবাদের বিরুদ্ধে আরবদিগকে প্ররোচিত করেন। অত:পর সমগ্র আরব জাহান এর বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হয়। এই সময় একমাত্র ভারত উপমহাদেশেই বিশ্ব ইসলামীবাদের ধারণা কিছুটা কাজ করেছিল।

বিশ্বের সমস্ত মুসলমান একই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ, পবিত্র কুরআন অনুসারে মুসলমান মাত্রই ভাই ভাই। মুসলমানের গ্রন্থ কুরআন একই ঐক্যবন্ধনের প্রতীক। ইহা সর্বকালের সকল মুসলমানদের জন্য একই নির্দেশ বহন করে এবং মুসলিম সমাজের ঐক্যমত সৃষ্টির ইহা এক জলন্ত সাক্ষী। কিন্তু এতদসত্বেও মুসলমানগণ ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যবন্ধনের পবিত্র আদল হতে দূরে সরে পড়েছিল।

আব্বাসীয় যুগে মুসলিম জাহান তিনটি খেলাফতের অধীনে বিভক্ত হয়ে পড়ে (যথা বাগদাদের আব্বাসীয়, মিশরের ফাতেমীয় ও স্পেনের উমাইয়া)। প্রথম সেলিমের পরেই খেলাফত তুর্কীদের অধীনে চলে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে তুরস্ক-সম্রাজ্যের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন হয় এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ অধিকাংশ মুসলিম দেশে শিকড় গেড়ে বসে, তখন এই শক্তিকে প্রতিহত করবার জন্য মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইউরোপীয়রা কেবল মুসলিম বিশ্বের বৃহত্তর অংশই করায়ত্ব করে নি, ইসলামের অস্তিত্বকেও প্রায় নিশ্চিহ্ন করেছিল।

মুসলিম জাতির এই বিশেষ ক্রান্তিকালে সুলতান আবদুল হামিদ ছিলেন মুসলিম জাহানের একমাত্র ভরসা। জাতীয়তাবাদ ও পাশ্চাত্য-প্রভাবের বিরুদ্ধে বিশ্ব ইসলামীবাদের পক্ষে তিনি এক শক্তিশালী জনমত গড়ে তোলেন এবং খেলাফতের গুরুত্বকে পুনর্জীবিত করে মুসলিম জাহানকে তা রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার আবেদন জানান। ক্ষয়িষ্ণু খেলাফতের মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং ইউরোপীয় হামলার বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করাই ছিল আবদুল হামিদের মূল্য লক্ষ্য। বিশ্ব ইসলামীবাদের আদর্শ শিক্ষা দিবার জন্য তিনি বিশ্বের সর্বত্র দূত প্রেরণ করেন। তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে মুসলিম সমাজের শক্তি বৃদ্ধি পায়। বিশ্ব ইসলামীবাদ তথা খিলাফত আন্দোলন এর লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হলেও ইহা মুসলিম জাহানে যে জাগরণ এনেছিল, তা অস্বীকার করা যায় না।

ফলাফল

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে বিশ্ব-ইসলামীবাদের সৃষ্টি হলেও আধুনিক মুসলিম-বিশ্বের ইতিহাসে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এর ফলে তুরস্কের সুখ-দুঃখের প্রতি মুসলিম সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং এটাকে তারা নিজেদের বলে গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে তুরস্কের সকল আপদে-বিপদে বিশ্বের সকল মুসলমানই তাদের পার্শ্বে এসে দাঁড়ায়। কেবল তুরস্কের স্বার্থেই ইহা ফলপ্রসূ ছিল না, ইহা বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানদের মনেও তুরস্কের সুলতানদের প্রতি আনুগত্যের সৃষ্টি হয়। এই আন্দোলনের ফলে আবদুল হামীদ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের খলীফা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং তার ক্ষমতা ও সম্মান বৃদ্ধি পায়। বিশ্ব ইসলামীবাদকে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ ভীতির চোখে দেখতে থাকে এবং এর প্রভাবকে ক্ষুন্ন করবার জন্য তারা সুলতানের তুর্কি প্রজাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের সূচনা করে।

বিশ্ব ইসলামীবাদ আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও অদ্যাবধি বিশ্বের সকল মুসলমানের অনুভূতিতে ইহা জীবন্ত হয়ে রয়েছে। এই আন্দোলনকে মুসলিম বিশ্বের রেনেসাঁ বা পূণর্জাগরণ হিসাবেও গণ্য করা যায়। এ আন্দোলন মুসলমানদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা আনয়ন করে, ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে পুনর্জীবিত করে এবং তাদেরকে জাতীয় ও রাজনৈতিক পুনর্জন্মের পথে উন্নীত হয়। ইউরোপীয় শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে মুসলিম জাহানের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার অনুভূতি তথা অধীনতার নাগপাশ হতে মুক্ত হবার সংগ্রামী-চেতনা এই আন্দোলনেরই প্রতিশ্রুতি ছিল। এই কারণেই পরবর্তীকালে বহু মুসলিম দেশ পরাধীনতার নাগপাশ হতে স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হয়েছিল। মিশর, তুরস্ক, ইরান, ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভ বিশ্ব ইসলামীবাদ অনুভূতিরই পরোক্ষ ফল।

এই আন্দোলন বিশ্বের সকল নির্যাতিত ও পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ মুসলিম দেশগুলির প্রতি অন্য মুসলিম দেশের সাহায্য ও সহযোগিতাকে সুদৃঢ় করেছে। দেশ, কাল ও ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে একে অন্যের মুক্তির জন্য আপসহীন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই অধুনা ঘানা, সুদান, আলজিরিয়া, প্রভৃতি দেশ স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। সুন্নী সমাজ যুগ যুগ লালিত শিয়া-সুন্নী বিরোধও এই আন্দোলনের প্রভাবে অনেকটাই তিরোহিত হয়েছে।

বিশ্ব ইসলামীবাদ আন্দোলনের সুফল কম বেশী সকল মুসলিম দেশকেই প্রভাবিত করে এবং সর্বত্রই মুসলমানদের জাতীয় জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলির দেশ-রক্ষা ও পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে বিশ্ব ইসলামীবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। সাআদাবাদ (Saadabad Pact) ও আরব লীগ (Arab League) বিশ্ব ইসলামীবাদেরই ফলশ্রুতি ছিল। সুয়েজ খাল জাতীয় করণের ব্যাপারে (১৯৫৬ খৃঃ) সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ মানসিকতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। আন্তর্জাতিক ইসলামী অর্থনৈতিক সম্মেলন (International Islamic Economic Conference) মোতামা-ই-আলম-ইসলাম, প্রভৃতি বিশ্ব-ইসলামীবাদের প্রেরণা হইতেই উদ্ভূত। মুসলিম বিশ্বে ঐক্য স্থাপনের জন্য মুসলমানরা ক্রমাগত সক্রিয় হয়ে উঠে এবং বিভিন্ন মুসলিম দেশের কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিগণের সফর ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে মুসলিম জাহানের ঐক্য আরও সুদৃঢ় হচ্ছে।

যা হোক, এতক্ষণ মুসলিম ও আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে বর্ণিত, বিশ্ব ইসলামীবাদ প্রসঙ্গ পাঠ করে আমরা ১৯০৮ সনে জালাল উদ্দীন আফগানী ও সুলতান আবদুল হামিদ কর্তৃক বিশ্ব ইসলামীবাদের আন্দোলন এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং খেলাফত প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রয়াস সম্পর্কে অবগত হলাম।

হ্যাঁ ব্যর্থ হবারই কথা। তবে উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর ইতিহাসে ১৯০৮ সনটি একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও খুবই তাৎপর্যবহ। কেননা, খেলাফত একটি ঐশী প্রতিষ্ঠান, এটা কোন মানুষের কল্পনা-প্রসূত বিষয় নয়। এটি সরাসরি মহান আল্লাহ্ তা'লার সুদূর প্রসারী একটি মহা পরিকল্পনা। খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯০৮ সনটি পূর্ব থেকেই নির্ধারিত ছিল।

যেহেতু মহানবী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে সঠিক সময়ে বিশ্ব-ইমাম মুজাদ্দিদে আযম হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আগমন হয়েছে, তাঁর ওফাতের পর ১৯০৮ সনে হযরত মাওলানা হেকীম নূরউদ্দীন (রা.) প্রথম খলীফা নির্বাচিত হয়ে তাঁর স্থালাভিষিক্ত হন।

১৯১৪ সনে খিলাফতে মসীহ্ আউয়ালের ওফাতের পর প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর

দেশ, কাল ও ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে একে অন্যের মুক্তির জন্য আপসহীন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই অধুনা ঘানা, সুদান, আলজিরিয়া, প্রভৃতি দেশ স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ হয়েছে।

প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় ৫২ বছর খলীফাতুল মসীহ্ হিসেবে কার্যক্রম চালিয়ে যান। ১৯৬৫ সনে তার ওফাতের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর প্রতিশ্রুত পৌত্র হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) তৃতীয় খলীফা নির্বাচিত হন। প্রায় ১৭ বছর জামা'তের অভূতপূর্ব সেবা দান করার পর ১৯৮২ সনে তাঁর তিরোধান হয় এবং তাঁর ছোট ভাই মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) ৪র্থ খলীফা নির্বাচিত হন।

১৯ শে এপ্রিল ২০০৩ সনে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) জামা'তকে সমগ্র বিশ্বে পরিচিতি দান করেন এবং শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যান। তাঁর তিরোধানের পর হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৫ম খলীফা ও প্রধান হিসেবে নেতৃত্ব দান করছেন এবং তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর প্রপৌত্র হওয়ার সৌভাগ্যের অধিকারী। আমরা তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি। আল্লাহ্ তাঁর এবং আমাদের সকলের সহায় হোন, আমীন।

চরদুখিয়ার দুখুমিয়া

মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয়

"কুহু কুহু কুহু, কোয়েলিয়া কুহরিল মহুয়াবনে।"– এমন মহুয়াবন এমন শ্যামলিমা ছায়াছবি, উদার মমতায় বিছানো মেঠোপথ বেয়ে একটি মধুর গাঁয়ে পৌঁছে একদিন জানতে পেরেছিলাম এ রত্নগর্ভা গ্রামের নাম চরদুখিয়া। জানিনা কোন দুঃখের বুননে বোনা এই চর অথবা দুঃখ-মোচনের আনন্দে জেগে উঠা এই চর। তবে এত নিবিড় নিটোল ছায়াঘেরা পাখি ডাকা গ্রাম আমি জীবনে দ্বিতীয়টি দেখিনি। আমি যদি বলি চরদুখিয়ার দুখুমিয়া যিনি তেজোদীপ্ত হয়ে সৃষ্টি করেছিলেন সংগ্রাম পাড়ি দেয়া রাজপথ–তিনিই তো মওলানা মাহমুদ আহমদ, তবে তা অত্যুক্তি হবে না মোটেও। আজ দু'চোখ ভরে অবিরল ধারায় অশ্রুর নিদারুন আহাজারি ঊষাকাশে ফিরিশতার স্তব–"ইয়াদখুলু ফি জান্নাতি"। গত ২৩ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে তিনি আমাদের ছেড়ে স্বীয় মাওলার দরবারে পাড়ি জমিয়েছেন। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের মুকুটহীন আধ্যাত্মিক নাবিক আজ ঘুমিয়ে আছে নীরবে, অযুত প্রাপ্তির মালা গলায় পড়ে। ১৮ নভেম্বর ১৯৪৮ সালে জীবনের পথে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তার "মধুরেণ সমাপয়েতে" ঘটে ৬৬ বৎসর বয়সে।

আমাদের দুখুমিয়ার জীবন ছিল সংগ্রাম-মুখর। নিতান্ত অল্প বয়সে বিদেশ-বিভুঁইয়ে প্রতিকূল পরিবেশে শিক্ষার্জন হেতু ছেড়ে যান আপনজনদের। রাবওয়ার জামেয়া হতে ১৯৭৪ সনে শাহেদ ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৭৯ সালে বিশ্ব খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর নির্বাচিত হন। দীর্ঘ ১০ বছর আন্তরিকতা ও একান্ত নিষ্ঠার সাথে এই কর্মবীর তার ওপর প্রদত্ত দায়িত্বভার পালন করেন। অন্যান্য দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ১৯৮৩ সনে কেন্দ্রীয় অডিও-ভিডিও বিভাগের দায়িত্ব পান। ১৯৮৪ সালেও তিনি অডিও-ভিডিও বিভাগে সেবা দানের সুযোগ লাভ করেন।

২৮ জুন ১৯৯১ সাল থেকে হযরত মওলানা সাহেব অষ্ট্রেলিয়া জামা'তের আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে যুগ-খলীফা (আই.) গত ২৫ জুন ২০১৪ তারিখে জুমুআর খুতবায় যিকরে খায়ের করেন। সে খুতবায় হুযূর (আই.) তাঁকে "মর্দে মুজাহিদ", "খলীফার নির্ভরযোগ্য সহযোগী" "খিলাফতের সুলতানে নাসির" ইত্যাদি নানা অভিধায় বিভূষিত করেছেন। হুযূর আকদাস (আই.) বলেন, "এ যুগে তাঁর মত নিষ্ঠাবান, বিনয়ী, মুত্তাকী, দরবেশ ও খিলাফতের প্রতি নিবেদিত-প্রাণ ব্যক্তিত্ব নিতান্ত বিরল।"

মরহুম মাহমুদ আহমদ সাহেব খোদ্দামুল আহমদীয়ার এক ইজতেমায় বলেছিলেন, "কতক লোক বলে থাকে, অ-আহমদীদের থেকে আহমদী যুবকরা ভাল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর উদ্দেশ্য এটি ছিল না, অন্যদের তুলনায় নিজেদের অবস্থান কোথায় তা দেখ বা তাদের সাথে প্রতিযোগিতা কর। বরং মসীহ্ মাওউদ (আ.) এটি বলেছেন, প্রত্যেক আহমদীর মাঝে এক পবিত্র-পরিবর্তন সৃষ্টি করা উচিত। আর এই বিষয়টিকে সর্বাগ্রে রাখা উচিত।'

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেছেন, আনুগত্য প্রদর্শন ও দোয়া নেয়ার ক্ষেত্রে তিনি সবার চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। .....আমি তাঁকে পঞ্চম অবস্থান থেকে সদর পদে মনোনীত করেছি। এর মাধ্যমে আমি জামাতকে একটি শিক্ষা দিতে চেয়েছি : খিলাফতের যে মনোনয়ন তা-ই সর্বোত্তম হয়ে থাকে।"..... কৈশোর ও যৌবনের সবটা সময় পাকিস্তানে কাটিয়েও মওলানা মাহমুদ আহমদ সাহেব ছিলেন একজন আপাদমস্তক বাঙালি। তাঁর বক্তব্য ও উপদেশবাণীতে বাংলা সাহিত্যের অসংখ্য উপমা আর তথ্য সন্নিবেশিত থাকতো। তাঁর সাহচর্যে বসলে মনে হতো যেন স্নিগ্ধ আলোয় উষ্ণতার শীতল পরশে স্নান করছি। তিনি আমার মত এক নগণ্যের বক্তৃতার পর জলসা সালানার মঞ্চে স্নেহের আতিশয্যে আমার মাথায় চুমু খেয়েছিলেন। আমি মনে-মনে বলেছিলাম, "এই মনিহার আমায় নাহি সাজে।" সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের অনেক বইয়ের নাম তিনি আমায় বলেছিলেন আর নসিহত করেছিলেন, এগুলো পড়বে। আমি আশ্চর্য হয়ে যেতাম ভেবে যে, শেকড়ের সাথে এতটা সংযোগ! তাঁর রসবোধ, ভাষার ব্যবহার, তীক্ষ্ণতা, গতিময়তা, ইত্যাদি ছিল অসম্ভব স্তুতিময়তায় বিভাসিত। তাঁর নামের সাথে জুড়ে দেয়া "বাঙালি" শব্দটির সাথে তিনি শতভাগ সুবিচার করেছেন।

তাঁকে ভালোবাসার দাবীদার আমাদের দায়িত্ব হবে তাঁর সুমহান কীর্তির ছায়াপথ ধরে যুগ-খলীফার সাথে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজেদের বাঙালি পরিচয়ের সুবিচার করা। "বাঙালি মনস্তুষ্টির"-র যে ভবিষ্যদ্বাণী স্বয়ং যুগের মসীহ্ করে গিয়েছেন, সে দেশের নাগরিক হিসেবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকাকে বিশ্বব্যাপী উড্ডীন করার অনেক খানি দায়িত্ব আমাদের, আমীন।

পিতার পুণ্য স্মৃতিচারণ-

আব্দুল মতিন (নাটাই) পরলোকবাসী হয়েও আমাদের অস্তিত্বে যিনি সদা বিরাজমান

নাসের আহমদ (নাটাই)

আব্দুল মতিন (নাটাই)

তিনি সর্বদা বা-জামাত নামাযের তাগিদ দিতেন এবং সুযোগ পেলে আমাদেরকে নিয়ে বা-জামাত নামায পড়তেন। বিশেষ করে ফজরের নামাযের সময় আমাদের সবাইকে ডেকে তুলে ফজরের নামায বা-জামাত আদায় করতেন। ফজরের পর কুরআন পাঠেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত মনযোগী।

অত্যন্ত দুঃখ ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়াস্থ নাটাই গ্রামের অধিবাসী আমার শ্রদ্ধেয় পিতা জনাব আব্দুল মতিন গত ৬ই মার্চ ২০১৪ইং তারিখ সন্ধ্যা ৬ঃ৩০ মিঃ রাজধানীর একটি হাসপাতালে নেওয়ার পথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজেউন)। উল্লেখ্য, মরহুম গত কয়েকদিন পূর্বে নিজ বাড়িতে হঠাৎ মাটিতে পড়ে গিয়ে ব্রেইনে মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন। কিছুদিন ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর ডাক্তার রিলিজ দিয়ে দেন। এরপর বাসায় কিছুদিন অবস্থান করার পর হঠাৎ অবস্থার অবনতি হলে হাসপাতালে নেওয়ার পথেই তিনি আপন প্রভূর দরবারে চলে যান।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। মরহুম তাঁর স্ত্রী, পাঁচ ছেলে, পাঁচ নাতি ও তিন নাতনি সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, মরহুম ছিলেন মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের সময়কালীন বয়াতগ্রহণকারী নাটাই গ্রামের বুজুর্গ আহমদী মরহুম আব্দুল কবির মুন্সি সাহেবের দ্বিতীয় ও ছোট ছেলে। মরহুম একজন ওসিয়্যতকারী ছিলেন এবং আমার জানামতে তিনি একজন মোখলেস, পরহেজগার ও নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন।

আমি সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম আব্দুল মতিন সাহেবের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকল সদস্যের জন্য খাস দোয়ার আবেদন করছি।

মরহুমের কিছু উল্লেখযোগ্য দিকঃ

জামা'তের কাজঃ

তিনি ঢাকায় একটি আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করতেন। প্রতিদিন অফিস শেষে তিনি সোজা বকসিবাজার আঞ্জুমানে চলে আসতেন এবং জামা'তের কাজে লেগে যেতেন। প্রথমবারে সরকারী কোয়ার্টার পাওয়ার পরও জামা'তের কাজের স্বার্থে তিনি কোয়ার্টার গ্রহণ করেননি, যদিও তিনি পরবর্তিতে (প্রায় ১০ বছর পর) দ্বিতীয়বার কোয়ার্টার পাওয়ার পর তৎকালীন ন্যাশনাল আমীর মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের অনুরোধে উক্ত কোয়ার্টার গ্রহণ করে ছেলেদের নিয়ে বসবাস করেন।

তিনি দীর্ঘকালব্যাপী পাক্ষিক আহমদীর ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করেন। পাশাপাশি অর্থ দপ্তরের দায়িত্বও পালন করেন। ন্যাশনাল জলসা সালানার সময় কেনাকাটা ও পাকশালার দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে জামা'তের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। জামা'তের চিঠিপত্র টাইপের ক্ষেত্রেও তাঁর ছিল অগাধ পান্ডিত্ব ও দক্ষতা। মরহুম ছিলেন ভূতপূর্ব ন্যাশনাল আমীর মরহুম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন।

ন্যাশনাল আমীরের হুকুমের বাইরে তিনি কিছুই করতেন না। আর কোন কারণে অফিস থেকে আসতে দেরী হলে ন্যাশনাল আমীর সাহেব অস্থির হয়ে পড়তেন। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের

পর মরহুম নিজ বাড়িতে চলে আসেন এবং প্রায় ১৫ বছর নাটাই জামা'তের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন।

বা-জামাত নামায ও চাঁদার প্রতি গুরুত্বঃ

আমার পিতা বা-জামাত নামাযের প্রতি অত্যন্ত মনযোগী ছিলেন। তিনি সর্বদা বা-জামাত নামাযের তাগিদ দিতেন এবং সুযোগ পেলে আমাদেরকে নিয়ে বা-জামাত নামায পড়তেন। বিশেষ করে ফজরের নামাযের সময় আমাদের সবাইকে ডেকে তুলে ফজরের নামায বা-জামাত আদায় করতেন। ফজরের পর কুরআন পাঠেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত মনযোগী। তিনি মাসিক বেতন পাওয়ার সাথে সাথে চাঁদা আদায় করার পর সংসার ও নিজের জন্য খরচ করতেন। চাঁদার ব্যাপারে আমাকে একদিন উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, "তোমার আয় অনেক বেড়েছে, কিন্তু চাঁদার ক্ষেত্রে যেন কোন প্রকারের গাফিলতি না আসে"।

১৯৮৮ সালে নাটাই গ্রামে মোখালেফাতের সময়ঃ

১৯৮৮ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের অন্যান্য জামা'তের মতো নাটাই জামা'তেও মোখালেফাতের ঝড় বয়ে যায়। আমার পিতা কর্মস্থল (ঢাকা) থেকে বাড়িতে গেলে বেশ কিছু উগ্র মৌলভী, গয়ের আহমদী আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সরদার তাঁর সাথে বাহাস করতে এবং আহমদীয়াত থেকে খারিজ করতে আসেন।

তাঁরা বাহাসে হেরে গিয়ে ঘোষণা দিলেন "যদি তুমি আহমদীয়াত ত্যাগ না করো, আমরা তোমাদেরকে গ্রাম ছাড়া করবো অথবা তোমাদেরকে জবাই করে ফেলবো"। প্রতি-উত্তরে আমার পিতা বলেছিলেন, "মানুষের মৃত্যু একবারই, আমাকে বা আমাদের সকলকে মেরে ফেললেও আমি যে সত্য পেয়েছি তা থেকে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হবো না, এবার তোমাদের যা খুশী তা' করতে পারো"। তখন উক্ত বাহাস ও সভা থেকে আমারা ঘরে ফিরে আসি। ঘরে এসে আমার পিতা আমাদের সবাইকে নিয়ে জামা'তীভাবে দোয়া করেন।

এখানে মহান আল্লাহ্ তা'লার আজিমুশ্‌শান মোজেজা ও তাঁর প্রেরীত মসীহের সত্যতা প্রকাশ পেয়েছিল। উল্লেখ্য যে, ঐ সময়ে বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের জমির ফসলও কেটে নিয়ে যায়, কিন্তু আমাদেরকে আহমদীয়াত তথা সত্য থেকে বিন্দুমাত্রও টলাতে পারেনি। পরবর্তিতে তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন এবং বিরোধিতা থেকে সরে দাঁড়ান।

একটি ঈমানবর্ধক ঘটনাঃ

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আমার পিতা মাসিক বেতন পাওয়ার সাথে সাথে চাঁদা আদায় করার পর সংসার ও নিজের জন্য খরচ করতেন। আমার ছোট বেলায় একদিন ঢাকার কর্মস্থল থেকে তিনি গ্রামের বাড়ি আসেন। পড়নের শার্ট ধোয়ার জন্য আমাকে শার্টটি ডিপ টিউবওয়েল এলাকায় (যেখানে ফসলের জন্য ব্যাপক আকারে জমিতে পানি সেচ দেয়া হয়) নিয়ে যেতে বলেন। আমি কোন কিছু চেক না করেই শার্টটি পানিতে ভিজিয়ে দেই। আমার অজান্তেই শার্ট-এর পকেটে রক্ষিত বেশ কিছু টাকা পানিতে মিশে পানির শ্রোতের সাথে চলে যায়। বাড়িতে আসার পর আমার পিতা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "পকেটে টাকা ছিল, টাকাগুলো কোথায়?" আমি বললাম, "টাকার খবর আমি বলতে পারি না"।

আমার আম্মা বললেন, "টাকা পানিতে চলে গেলে তা কি আর ফিরে পাওয়া যায়? যা যাবার চলে গেছে, এ নিয়ে আর চিন্তা করা দরকার নেই"। আমার পিতা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "আমি আল্লাহর প্রাপ্য আদায় করে এসেছি, তাই আমার এই টাকা হারিয়ে যেতে পারে না, আমার টাকা ফেরত পাবই"। এর কিছুক্ষণ পর কিছু লোক (যারা উক্ত পানি দিয়ে পাট ধৌত করছিলেন) বলাবলি করতে লাগলেন, "আমরা কিছু টাকা পেয়েছি, যিনি হারিয়েছেন তিনি দয়া করে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যাবেন"। আমার পিতা উক্ত টাকা উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে অক্ষত অবস্থায় তাঁদের কাছ থেকে ফেরত নেন এবং আমার আম্মাকে বলেন, "আমি তোমাকে তো কিছুক্ষণ আগেই বলেছি যে, আমার টাকা কিছুতেই হারাতে বা নষ্ট হতে পারে না"।

এরকম আরও অনেক ঘটনা আমার পিতার জীবনে ঘটেছে যা আমাদের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে রয়েছে। আমি মনে করি আমার পিতার এই অসাধারণ কর্ম ও দোয়ার ফলে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সন্তানদের দেশে ও বিদেশে দ্বীনি ও দুনিয়াবী দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই আমাদেরকে মহান আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিবির সম্পর্ক তৈরী করতে হবে এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়ভাজন হতে হবে। তবেই আমাদের দুনিয়াবী ও আধ্যাত্মিক জীবন সার্থক হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলের সহায় হউন। আমীন।

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"আহমদী মুসলমান হিসেবে আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য।"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ৫ জুন, ২০১৪-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী দুই সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। পবিত্র রমযান থেকে কল্যাণ লাভের উপায়।

২। ঈদ শুধু আনন্দ নয় বরং ইবাদত।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বিঃ দ্রঃ পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

নবীনদের পাতা-

মু'মিন হওয়ার প্রধান শর্ত আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ

মৌ. মোহাম্মদ খলিলুর রহমান (মোয়াল্লেম)

মানুষ সামাজিক জীব। তারা সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, সুখে-দুঃখে একে অন্যের পাশে এসে দাঁড়ায়। তারা একজনের কষ্ট অন্য জনে ভাগ করে নেয়, যার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই কাজকে সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যই যুগে যুগে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবী রসূলগণ পৃথিবীতে আগমন করেছেন। তারা আজীবন চেষ্টা-সাধানা করেছেন সমাজ হতে ধনী-গরীব, উচু-নীচুর ভেদাভেদ দূর করে সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করতে। আর এই কাজের পরিপূর্ণতা লাভ করেছে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে, যা আজও তার একনিষ্ঠ সেবক হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এবং তাঁর খলীফাগণের মাধ্যমে জারি আছে।

পবিত্র কুরআনের শুরুতেই মুত্তাকীগণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন 'মু'মিন তারাই, যারা অদৃশ্যের ওপর বিশ্বাস রাখে, নামায কায়েম করে এবং তাদেরকে যে রিযক দেয়া হয়েছে, তা থেকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে' (সূরা বাকারা : ৪)।

এই আয়াত থেকে আমরা জানতে পারলাম, মু'মিন হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত হল, আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করা। সূরা বাকারার ১১৬নং আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমরা আল্লাহ্‌র পথে জীবন ও ধন খরচ করো এবং নিজেদেরকে ধ্বংস করো না। এবং সৎকর্ম কর, আল্লাহ্ সৎকর্ম-পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।'

যদি আমরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ও ভালবাসা লাভ করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে সঠিক বাজেট লিখাতে হবে এবং নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করতে হবে। অনেকে এমন আছে, যারা সঠিক বাজেট লিখায় না।

যেহেতু আমরা সঠিক বাজেট লেখাই না, তাই আমরা চাঁদা দেয়ার সাধ পাই না, আর এজন্যই চাঁদা বাকী পড়ে থাকে। যাদের চাঁদা বাকী পড়ে, তারা কোন না কোন সমস্যায় পড়ে থাকেন। আর এজন্য নিজেরাই দায়ী। অনেকেই মনে করেন যদি আমরা সঠিক বাজেট লিখিয়ে চাঁদা দেই, তাহলে গরীব হয়ে যাব, আমাদের সংসার চলবে না, সন্তানরা ভালভাবে লেখাপড়া করতে পারবে না, এটা তাদের সম্পূর্ণ ভুল-ধারণা। তাদের ঈমান দুর্বল হওয়ার কারণে শয়তান তাদেরকে প্রলোভন দেখিয়ে দূরে রাখে।

মালী কুরবানী করা মু'মিনদের জন্য আনন্দের কারণ। তারা মূলত আল্লাহ্‌র সাথে ব্যবসা করে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২৬২নং আয়াতে বলা হয়েছে, যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র নামে খরচ করে তাদের দৃষ্টান্ত এমন এক শস্য-বীজের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশত শস্য দানা থাকে। আর আল্লাহ্ যার জন্য চান, এর চেয়েও বৃদ্ধি করে দেন।

হাদীসে আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, "দান করাতে সম্পদ কমে না বরং বৃদ্ধি পায়।" (মুসলিম) তিনি (সা.) আরও বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় কিছু ব্যয় করে, তার আমল-নামায় শত শত গুণ সওয়াব লিখা হয়ে থাকে। (তিরমিযী)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, দানশীলতা বেহেশ্‌তের একটি বৃক্ষ স্বরূপ, যে ব্যক্তি দানশীল, সে যেন ঐ বৃক্ষের একটি শাখা ধরেছে এবং তাকে ছাড়বে না, যে পর্যন্ত না তাকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়। এবং কৃপণতা হল দোযখের একটি বৃক্ষ। যে ব্যক্তি কৃপণ, সে যেন তার একটি শাখা ধরেছে। শাখা তাকে ছাড়বে না, যে পর্যন্ত না তাকে দোযখে পৌঁছায়। (মেশকাত)

মহানবী (সা.) এর প্রকৃত প্রেমিক, এ যুগের মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী বলেছেন "এটা সুস্পষ্ট যে তোমরা দু'টি বস্তুকে এক সাথে ভালবাসতে পার না। তোমাদের জন্য সম্ভব নয় যে, তোমরা মালকেও ভালবাস এবং আল্লাহ্ তা'লাকেও ভালবাস। শুধুমাত্র একটিকেই ভালবাসতে পার। আল্লাহ্‌কে ভালবাস এবং তাঁর পথে মাল খরচ কর, তবে আমি দৃঢ়-বিশ্বাস রাখি যে, তার মালে অন্যদের তুলনায় বেশী বরকত দান করা হবে। কেননা মাল আপনা-আপনি আসে না, খোদার ইচ্ছায় আসে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তার মালের একাংশ খরচ করে, সে অবশ্যই তা ফেরত পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি মালকে মহব্বত করে আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে না, যা তার করা উচিত ছিল, তবে নিশ্চয়ই সে তার মাল হারাবে। (তবলীগে রেসালত)

এ সম্পর্কে বর্তমান হুযূর (আই.) তাঁর এক জুমুআর খুতবায় বলেন, জাগতিক দেশ চালানোর জন্য যে চাঁদা বা ট্যাক্স দেয়া হয়, সেটা কেবলমাত্র দেশ ও জাতীয় কল্যাণ ব্যয় হয়ে থাকে। এতে ধর্মীয় কোন উদ্দেশ্য থাকে না, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের কোন উদ্দেশ্য থাকে না। অপরদিকে আধ্যাত্মিক জামা'তের সদস্যরা যখন মালী কুরবানী করে, তখন তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং খোদাকে উত্তম ঋণ প্রদানের মাধ্যমে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করা, সম্পদকে নিরাপদ রাখা। যখন বিশুদ্ধচিত্তে খোদার দরবারে কুরবানী পেশ করা হয়, তখন আল্লাহ্ তা'লা তা ডান হাতে গ্রহণ করেন এবং সেটিকে বৃদ্ধি করে দানকারীকে ফেরত দেন।

আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে কোন প্রকার সংকোচে ভোগা উচিত নয়। এ টাকা সঠিক ভাবে খরচ হবে কি-না, তা নিয়ে চিন্তা করা

হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, "দান করাতে সম্পদ কমে না বরং বৃদ্ধি পায়।"

"দানশীলতা বেহেশ্‌তের একটি বৃক্ষ স্বরূপ, যে ব্যক্তি দানশীল, সে যেন ঐ বৃক্ষের একটি শাখা ধরেছে এবং শাখা তাকে ছাড়বে না, যে পর্যন্ত না তাকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়। এবং কৃপণতা হল দোযখের একটি বৃক্ষ। যে ব্যক্তি কৃপণ, সে যেন তার একটি শাখা ধরেছে। শাখা তাকে ছাড়বে না, যে পর্যন্ত না তাকে দোযখে পৌঁছায়।"

উচিত নয়। ভাবা উচিত, আমার উদ্দেশ্য কেবল খোদার সন্তুষ্টি লাভ করা, সন্দেহ পোষণ করা উচিত নয়। আল্লাহ্‌র ফজলে জামা'তের এক একটি পয়সা চিন্তা ভাবনা করে খরচ হয় যেন অপব্যায় না হয়। অনেকে আবার এমন ভাবেন, আমি জামা'তের জন্য অনেক মালী কুরবানী করেছি, তাই জামা'তের কর্মকর্তাগণ আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করবে।

যারা চাঁদা দেয়, তাদের ভাবা উচিত যে, তাঁরা চাঁদা দিয়ে জামা'তের প্রতি কোন দয়া করছে না বরং নিজের প্রতি দয়া করছে। খোদার সাথে ব্যবসার ফলে নিজের সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। আর এমন ব্যবসা তো শুধু সম্পদ বৃদ্ধিই করে না, এর পাশাপাশি নেকীর তালিকাও বৃদ্ধি করতে থাকে, যা মৃত্যুর পরও কাজে লাগে। (জুমুআর খুতবা ০৮-০১-২০১০)

পরিশেষে বলতে চাই, বর্তমান বিশ্বে সন্তানদের ধ্বংসের অন্যতম একটি কারণ হল সম্পদের অপব্যবহার, অপ্রয়োজনীয় কাজে সম্পদ নষ্ট করা। আমাদের সন্তানদেরকে বাল্যকাল থেকে অপচয়ের কুফল সম্পর্কে বুঝাতে হবে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবানী বা খরচ করার জন্য আমলি-শিক্ষা দিতে হবে। যদি আমরা সঠিক ভাবে চাঁদা দেই, তাহলে ছোট বেলা থেকেই বাচ্চারা মালী কুরবানী করা শিখবে।

মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তার ঐশী জামা'তের খেদমত করার জন্য বেশি বেশি আর্থিক কুরবানী করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

হুয়াশ্ শাফী
HOWASHAFI

পুরাতন ও জটিল রোগের হোমিও চিকিৎসা করাতে চাইলে

আপনারা ডাক, টেলিফোন অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে রোগের বিবরণ জানিয়ে ব্যবস্থাপত্র নিতে পারেন। ই-মেইল করার সময় অবশ্যই ইংরেজী অথবা উর্দূতে লিখতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা :

Dr. Rana Saeed A Khan
4, Kings Wood Avenue, Thornton Heath
Surrey, CR7 7HR

Tel: 00447878760588 (Mobile) Res:00442080904449
Email: howashafi313@gmail.com
Website:www.alislam.org/howashafi

কবিতা-

নতুন ভূবন

শরীফ আহমদ আফ্রাদ

গড়বো আমি নতুন ভূবন
নতুন মানুষ ভবে,
জ্ঞানের আলোয় তুলবো ভরে
আঁধার যাবে সরে।

সেখানটাতে থাকবে না কো
ক্লেশ ও অবহেলা,
গড়বো নতুন ভূবন আমি
আমার এ সাঁঝ বেলা।

নতুন মানুষ ছুটবে বিদিক্
নতুন কিছু পেতে,
কিন্তু কোথায় পাবে তাহা
পথ যে দেখাবে কে?

সবাই তো আজ আপন লয়ে
পরকে দেখে কে?

পর যে আরো যায় যে দূরে
নয়তো ফিরে সে।

দূরে যেতে চাই না আমি
মোর ভাবনা এই,
আমার জীবন ধন্য হবে
পরকে নিজ করেই।

সংবাদ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বার্ষিক বনভোজন ও শিক্ষা সফর-২০১৪ উদযাপন

গত ২৫ এপ্রিল ২০১৪ইং বাংলা ১২ই বৈশাখ ১৪২১ বঙ্গাব্দ রোজ শুক্রবার বার্ষিক বনভোজন ও শিক্ষা সফর অনুষ্ঠিত হয়। বনভোজন ও শিক্ষা সফর করা হয় যথাক্রমে চন্ডিছড়া চা-বাগানস্থ সাতছড়ি জাতীয় উদ্যানে। ২৫ এপ্রিল সকাল ৭-৪৫ মিনিটে দোয়ার মাধ্যমে বাসযোগে যাত্রা শুরু হয়। চন্ডিছড়া মাজারের সামনে বাস রেখে সকলে পাহাড় কাটা পথ বেয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সেখান থেকে আশপাশের সকল বাগান ও পাহাড় দর্শন করি। পাহাড়ের ওপর একটি গাছের নিচে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বেলা ১-১৫ মিনিটে বাজামাত জুম্মা ও আসর নামায আদায় করা হয়।

খুতবা প্রদান ও নামাযের ইমামতি করেন মোহতরম আমীর সাহেবের প্রতিনিধি সফরসঙ্গী জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, নায়েব আমীর। নামাযের পর সকলে দুপুরের খাবার গ্রহণ করি। খাবার গ্রহণের পর বিশ্রামের ফাঁকে বিভিন্ন আনন্দদায়ক প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। এরপর পুনরায় সকলে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে চা গাছের মাঝ দিয়ে বেড়ানো শুরু করি। ঘুরে বেড়ানোর পর বাস যোগে যাত্রা হয় সাতছড়ি জাতীয় উদ্যানের উদ্দেশ্যে। সাতছড়ি হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিয়ন্ত্রিত জাতীয়-উদ্যান। সেখানে হাজারো প্রজাতির বৃক্ষ, জন্তু ও ফলমূল দর্শন করি। সেখানে বিলুপ্ত প্রজাতির বৃক্ষ এবং সবুজ প্রকৃতিকে খুব কাছ থেকে সকলে প্রত্যক্ষ করেছি। বাদ যায়নি চা বাগানে চাষ করা গ্রীষ্মকালীন ফল সংগ্রহও।

এরপর উদ্যানের মধ্যে হয় ক্রিকেটসহ অন্যান্য খেলা। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সফরসঙ্গী চট্টগ্রাম রিজিওনের রিজিওনাল কায়েদ জনাব এস এম ইব্রাহীম। বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ও প্রোগ্রাম পরিচালনায় ছিলেন জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ, কায়েদ। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিসের আমন্ত্রণে জামা'তের নায়েব আমীর, রিজিওনাল কায়েদসহ ঢাকা থেকে যোগ দিয়েছেন মোআবিন সদর জনাব শাহিনুর রহমান। ৪০ জন খোদ্দাম আতফাল নিয়ে একটি উপভোগ্য সফর বিকাল ৬-১৫ মিনিটে বাস আহমদী পাড়া পৌঁছানোর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

এখতিয়ার উদ্দিন শুভ

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার মসীহ্ মাওউদ দিবস উদ্‌যাপন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন মিনান্নাহার মফিজ, হাদীস পাঠ করেন কোরায়েশা মাজেদ। আলোচনা পর্বে 'হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদস্যাগণ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রমের সমাপ্ত হয়। এতে ২৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

শামিমা ইয়াসমিন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদ্‌যাপন

গত ২১/০২/২০১৪ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহতরমা রহিমা জাকির সাহেবার সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরমা রওশন জাহান, সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন প্রধান অতিথি, সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ, বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন সালিমা আমীন, হাদীস পাঠ করেন আমাতুল মারিয়া এবং অমৃতবাণী পাঠ করেন নওশিন আনজুম তানিয়া। 'মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর বাল্যকাল' সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন সিদরাতুল মুনতাহা প্রতিভা। 'মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর কর্মময় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে বক্তৃতা করেন নাসিমা সুলতানা। এরপর নযম পড়ে শুনান আয়েশা মাসুদ শমী। 'মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর তাহরীক' এই বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন সুলতানা হক ইক্‌রা। আরো বক্তৃতা রাখেন শামিম আরা বেগম, তার বক্তৃতার বিষয় ছিল 'মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর লাজনা ইমাইল্লাহ্ গঠনের উদ্দেশ্য ও উহার বাস্তবায়ন'। লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশের সদর সাহেবার সমাপনী দোয়ার মাধমে অনুষ্ঠান শেষ হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানে ১৬১ জন লাজনা ও ১৩ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট, লাজনাইমাইল্লাহ, ঢাকা

মজলিস আনসারুল্লাহ্, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট রিজিওন ২০তম বার্ষিক রিজিওনাল ইজতেমা ও কর্মশালা-২০১৪ অনুষ্ঠিত

গত ২৪ ও ২৫ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে মজলিসে আনসারুল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেট রিজিওনের ২০তম বার্ষিক রিজিওনাল ইজতেমা ও কর্মশালা-২০১৪ অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

২৪ এপ্রিল রোজ বৃহস্পতিবার বাদ আসর মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ইজতেমার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, নায়েব সদর আওয়াল। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব জহির আহমদ মিয়াজী, আহাদ পাঠ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব, নযম পাঠ করেন জনাব এনামুল হক ইন্টু। তারপর ইজতেমার উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন মোহতরম মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, নায়েব সদর আওয়াল এবং অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জনাব মোহাম্মদ আল আমীন, চেয়ারম্যান, ইজতেমা কমিটি। সাংগঠনিক কাজের দিকনির্দেশনা এবং ইজতেমার পরবর্তী করণীয়- এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোশারফ হুসেন, রিজিওনাল নাযেম। এ পর্যায়ে আনসারুল্লাহ্-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য-এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মোহতরম মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন মোহতরম মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী, নায়েব সদর, এবং মওলানা শামসুদ্দিন আহমদ মাসুম, মুরুব্বি সিলসিলাহ।

মাগরীব এবং এশা জমা নামাযের পর কর্মশালা অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সদর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, নায়েব সদর আওয়াল এবং জনাব মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী, নায়েব সদর সাহেব। উক্ত কর্মশালা চলে রাত ৮-৪৫ মিনিট পর্যন্ত। ইজতেমার ১ম পর্ব শুরু হয় রাত ৮-৫০ মি. হতে যা চলে রাত ১০-০০ টা পর্যন্ত। ২৫ এপ্রিল রোজ শুক্রবার ৩-৪৫ মি. থেকে বাজামাত তাহাজ্জুদ এবং ফজর নামাযের পর ১ম প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। বাদ জুমুআ এবং আসর নামায জমা পড়ার পর বেলা ২-৪৫ মি. সমাপ্তি এবং পুরস্কার বিতরণী অধিবেশন শুরু হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল জলিল, নায়েব সদর আওয়াল। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং নযম পাঠ করেন প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকারী জনাব নাছির আহমদ এবং জনাব শাহজাদা খান। আনসারদের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী, নায়েব সদর সাহেব এবং শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব মোহাম্মদ আবু তালেব, সেক্রেটারী ইজতেমা কমিটি। সবশেষে সভাপতির ভাষণ, পুরস্কার বিতরণ, আহাদ পাঠ এবং দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। উক্ত বার্ষিক রিজিওনাল ইজতেমা ও কর্মশালায় ১৪ টি মজলিস থেকে মোট ৮৪ জন আনসার ও বেশ কিছু খোদ্দাম আতফাল উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকটি প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকেই অত্যন্ত উৎফুল্ল মনে অংশগ্রহণ করেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

মোশারফ হুসেন

খুলনার নাসেরাতুল আহমদীয়ার মসীহ্ মাওউদ দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৮/০৪/২০১৪ তারিখ শুক্রবার নাসেরাতুল আহমদীয়া খুলনার উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদ্‌যাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তাহেরা মাজেদ রাফা, সেক্রেটারী নাসেরাত লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন লাবিবা আফ্রাদ। এরপর সভানেত্রী দোয়া পলিচালনা করেন। এরপর নযম পেশ করেন রাকামনি এবং হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) 'শিক্ষা জীবন ও শৈশবকাল' সম্পর্কে আলোচনা করেন আলিয়া জামান নোভা। এরপর 'হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর কর্মদক্ষতা' সম্পর্কে আলোচনা করেন নাজিয়া সুলতানা এবং হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর জীবনে জনসেবা' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন আইভি রহমান। এরপর 'হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর মেহমানদের সাথে উত্তম ব্যবহার' এই সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সভানেত্রী। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

তাহেরা মাজেদ রাফা

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে ৬ দিন ব্যাপী আঞ্চলিক তালিম-তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ১৫ মার্চ থেকে ২০ মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় নির্দেশ অনুযায়ী লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে ৬ দিন ব্যাপী আঞ্চলিক তালিম তরবিয়তী ক্লাস স্থানীয় জামে মসজিদে অত্যন্ত সুন্দর ও সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাস প্রত্যহ সকাল ৯টা থেকে শুরু করে সন্ধ্যা ৬ট পর্যন্ত চলে। লাজনা ইমাইল্লাহ্র সদর সাহেবা উপস্থিত থেকে বিভিন্ন ক্লাস পরিচালনা করেন। উক্ত তালিম তরবিয়তী ক্লাসে কুরআন শিক্ষা, দোয়া, নযম, নামাযের নিয়ম কানুন, এতায়াতে নেযাম, নামাযের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান করা হয়। ক্লাস পরিচালনা করেন সদর সাহেবা, আমাতুল হাই এবং নাসিমা বশির সহ আরো কয়েকজন লাজনা ইমাইল্লাহ্র সদস্যা। শেষে তবলীগি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। এতে ২ জন বয়আত গ্রহণ করে। ক্লাস শেষে পরীক্ষা নেয়া হয় এবং ভালো ফলাফল অর্জনকারীদের মাঝে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। দোয়ার মাধ্যমে উক্ত ক্লাসের সমাপ্তি ঘটে। এতে প্রতিদিন গড়ে ১০০ জন করে উপস্থিত ছিলেন।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন

গত ০২/০৪/২০১৪ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে দারুল মূসা হালকা মসজিদ প্রাঙ্গনে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন শারমিন আক্তার মুনা, হাদীস পাঠ করেন স্নিগ্ধা রহমান, অমৃতবাণী পাঠ করেন কুররাতুল আইন এবং আরবী কাসিদা পাঠ করেন নুসরত জাহান ঐশী। বক্তৃতাপর্বে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যায়ক্রমে স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর সদস্যাগণ বক্তব্য রাখেন। দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কর্যক্রম সমাপ্ত হয়। এতে ৬১জন লাজনা ও ১৬ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

নাজিয়া সুলতানা

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

(এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (১৬ মে, ২০১৪) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, গত খুতবায় আমি খোদার তৌহিদ বা একত্ববাদ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। মানুষ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা'র মর্ম ততক্ষণ পর্যন্ত অনুধাবন করতে পারে না যতক্ষণ না সে 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌র' মর্ম বুঝে। এজন্যই আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, যদি তোমরা আমাকে ভালবাসতে চাও তাহলে এই রসূলের আনুগত্য করো। অতএব, আল্লাহ্‌র সত্তা সম্পর্কে জানতে হলে রসূলের পূর্ণ আনুগত্য আবশ্যক। এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রসূলের পূর্ণ আনুগত্য এবং তাঁকে ভালবাসার কল্যাণেই আল্লাহ্‌র তৌহিদ সম্পর্কে জেনেছেন এবং কুরআনের শিক্ষা ও এর বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছেন।

এরপর হুযূর বলেন, আজকের খুতবায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখা হতে বিভিন্ন নির্বাচিত অংশ তুলে ধরে খোদার তৌহিদের মর্ম সম্পর্কে আমি আলোকপাত করবো।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রচনাসমগ্র হতে হুযূর যেসব মূল্যবান অংশ পাঠ করেন তার সারাংশ হল, 'শুধু মৌখীক স্বীকারোক্তির ফলেই তৌহিদের জ্ঞান লাভ হয় না বরং এজন্য রসূলের পূর্ণ আনুগত্য আবশ্যক। তাঁর ভালবাসায় বিলীন হবার মাধ্যমেই খোদার সত্তা পর্যন্ত পৌঁছা যায় আর খোদাকে ভালবাসা সম্ভব।

মনে রাখতে হবে, সত্যিকার তৌহিদ-যার অঙ্গীকার খোদা আমাদের কাছে চান, এবং যার অঙ্গীকারের সঙ্গে আমাদের পরিত্রাণ নিহিত, তা হচ্ছে, খোদার সত্তাকে সর্বপ্রকার শির্ক হতে– তা সে প্রতিমা বা মানুষ হোক, সূর্য অথবা চন্দ্র, কিংবা স্বীয় প্রবৃত্তির তাড়না, চেষ্টা-তদবীর বা নিজের পরিকল্পনাই হোক না কেন– এসব থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত জ্ঞান করা। এবং তাঁর বিপরীতে কাউকে শক্তিমান মনে না করা। অন্য কোন সৃষ্টির উপাসনা না করা। পাথর, অগ্নি, মানুষ বা নক্ষত্রের পূজা না করা। কোনো বস্তু বা উপায়-উপকরণের ওপর সীমাতিরিক্ত নির্ভর না করা। সর্বপ্রকার শির্ক পরিহার করা, তা যত বড় বা ছোটই হোক না কেন।

খোদার আদেশ-নিষেধ পালন করা, পাপ এড়িয়ে চলা, অন্যান্য সৎকাজ করা, পুণ্যকাজ করা, সীমার ভেতর থেকে উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা। কিন্তু কোনভাবেই খোদার সৃষ্টিকে উপাস্যের বা স্রষ্টার আসনে না বসানো। মানুষ যখন খোদার পরিবর্তে উপকরণকেই নিয়মাক মনে করে, তখন তা শির্কে রূপ নেয়।

সংক্ষেপে, তৌহিদ বা খোদার একত্ববাদের দাবী হচ্ছে, মানুষ, পাথর বা প্রতিমাকে খোদা না বানানো। দ্বিতীয় হচ্ছে, শুধু উপায়-উপকরণ নিয়েই পড়ে না থাকা। আর তৃতীয় হচ্ছে, নিজের অহং এবং অস্তিত্বের সকল উদ্দেশ্যকে হৃদয় থেকে অপসারণ করে ফেলা এবং এগুলোকে নাস্তি বা তুচ্ছ মনে করা। অনেক সময় মানুষ নিজ গুণাবলী ও ক্ষমতার কথা ভেবে বড়াই করে যে, একাজ আমি নিজেই করেছি। অথচ এসব খোদা-প্রদত্ত শক্তির বলেই সম্ভব হয়েছে। কাজেই, মানুষ তখনই কেবল একত্ববাদী হতে পারে, যখন সে তার সকল শক্তি-সামর্থকে তুচ্ছ জ্ঞান করে খোদার সত্তার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে।

হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্‌র শক্তি, গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কোনো সমকক্ষ নেই। তিনি সকল শক্তির আধার আর তিনিই সকল ক্ষমতার উৎস। সবই তাঁর দান। যদি এই জ্ঞান ও প্রত্যয় আমাদের মাঝে জন্মে, তাহলে কলেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' পাঠ আমাদের জন্য সার্থকতা বয়ে আনবে। আমাদের এই স্বীকারোক্তি, ভয়–ভক্তি–ভালবাসার একমাত্র পাত্র হলেন আমাদের আল্লাহ্, এটি কার্যকর প্রমাণিত হবে। আল্লাহ্ প্রত্যেক আহমদীকে নিজ নিজ দায়িত্ব অনুধাবন ও পালনের তৌফিক দিন।

আল্লাহ্‌র শক্তি, গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কোনো সমকক্ষ নেই। তিনি সকল শক্তির আধার আর তিনিই সকল ক্ষমতার উৎস। সবই তাঁর দান। যদি এই জ্ঞান ও প্রত্যয় আমাদের মাঝে জন্মে, তাহলে কলেমা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' পাঠ আমাদের জন্য সার্থকতা বয়ে আনবে।

আফ্রিকার বেনিনে নবনির্মিত মসজিদ উদ্বোধন

আল্লাহ্‌র অশেষ কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বেনিন (Pebera Petabempe) পেবেরা-পেতাবেম্পে নামক গ্রামে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য লাভ করেছে। প্রকাশ থাকে যে, ২০১১ সালের শেষের দিকে এখানে আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গ্রামবাসীদের আহমদীয়াত গ্রহণের সংবাদ গামীয়ার আঞ্চলিক ইমামের কানে গেলে সে জামাতের চরম বিরোধিতা আরম্ভ করে এবং আহমদীয়াত ত্যাগ করার জন্য লোকদের বিভিন্ন প্রকার প্রলোভন দেখাতে থাকে। অর্থাৎ, তোমরা আহমদী জামা'ত ত্যাগ করলে তোমাদের এখানে একটি সুন্দর মসজিদ, একটি স্কুল ও পানির কূপ খনন করে দেয়া হবে। কিন্তু জামা'তের সকল সদস্য এসব প্রলোভনের ওপর ঈমানকে অগ্রাধিকার প্রদান করে বলেন, ইমাম মাহদী (আ.)-কে গ্রহণ করার ফলে আমরা সত্যিকার ইসলাম লাভ করেছি, যে কোনো মূল্যে আমরা আমাদের ঈমানের সুরক্ষা করতে বদ্ধপরিকর।

এখানে গত ১৯শে মার্চ একটি ভাব-গাম্ভির্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মসজিদের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করা হয় এবং খোদার অশেষ কৃপায় ২৬শে এপ্রিল মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়। কেন্দ্র হতে জামা'তের আমীর রানা ফারুক আহমদ সাহেব এবং কোতোনোর মুবাল্লিগ মওলানা নাসের আহমদ সাহেব উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এছাড়া গামীয়ার স্থানীয় রাজা একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে এতে যোগদান করেন। তিনি জামা'তের সেবামূলক কর্মকান্ডের প্রশংসা করেন এবং মসজিদ নির্মাণের জন্য জামা'তকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। অত্রাঞ্চলের চীফ মহোদয় বলেন, আমাদের সুন্দর একটি মসজিদ উপহার দেয়ার জন্য আমি আহমদীয়া জামা'তের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আল্লাহ্‌র কৃপায় এটি গামীয়া অঞ্চলের প্রথম আহমদী মসজিদ। এই মসজিদের দৈর্ঘ ও প্রস্ত হচ্ছে যথাক্রমে দশ ও সাড়ে সাত মিটার। নয় মিটার উঁচু একটি মিনারও বানানো হয়েছে। এই মসজিদ নির্মাণের জন্য স্থানীয় আহমদীরা স্বেচ্ছাসেবার পাশপাশি বিভিন্ন উপকরণও প্রদান করেছেন। আল্লাহ্‌ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম পুরষ্কার দিন আর এই মসজিদ অত্রাঞ্চলের জন্য আলোকবর্তিকা হোক।

কানাডায় কুরআন ও বিজ্ঞান সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১২ এপ্রিল ২০১৪ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কানাডা প্রথম বারের মত আন্তর্জাতিক ভাবে কুরআন ও বিজ্ঞান সম্মেলন এবং প্রদর্শনীর আয়োজন করে, আর এটি অনুষ্ঠিত হয় তাহের হলে। অনুষ্ঠানটি শুরু হয় কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে। এরপর মিশনারী ইনচার্জ এবং নায়েব আমীর কানাডা মাওলানা মোবারক নাযির সাহেব অনুষ্ঠানটির উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানটি চারটি অধিবেশনে বিভিক্ত করা হয়।

মুসলিম গবেষকরা তাদের গবেষণার বিভিন্ন বিষয় কুরআন হতে তুলে ধরেন। প্রতিটি অধিবেশনের সমাপ্তি হয় আলোচনা সভার মাধ্যমে, যার ফলে সেখানে দর্শকদের প্রশ্ন করার সুযোগ ছিল। ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালিম কানাডা, ড. হামিদ মির্যা সাহেব অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানান। মিশনারী ইনচার্জ এবং নায়েব আমীর কানাডা, মাওলানা মোবারক নাযির সাহেব অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন। কুরআনের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের ওপর ভিত্তি করে এখানে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, যার ফলে কিছু দর্শনার্থী তাদের অনুভূতির কথাও ব্যক্ত করেন।

যুক্তরাজ্যে বন্যা কবলিতদের মাঝে আহমদীয়া মুসলিম যুব সংগঠনের ত্রাণ বিতরণ

প্রবল বর্ষণের কারণে যুক্তরাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের একটি বিশাল এলাকা বন্যা-কবলিত হয়ে পড়ে। আর এই প্রবল বর্ষণের কারণে সামারসেট এলাকা ও থমাস অঞ্চলে জাতীয় পরিবহন ব্যবস্থা ও রেলপথ সহ প্রায় পাঁচ হাজার ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যুক্তরাজ্য আহমদীয়া মুসলিম যুব সংগঠন ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে সাহায্যের উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ব্যবস্থাপনা খাতে জরুরী ভিত্তিতে অর্থ সরবরাহ করে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০১৪, লন্ডন শহর থেকে ২০ মাইল দূরে স্টেন ওপেন থেমস অঞ্চলে ত্রাণ বিতরণের আয়োজন করে। স্টেন অঞ্চলের মধ্য দিয়ে টেমস্‌ নদী ও ৭টি জলাশয় প্রবাহিত হয়, যার কারণে সারে কাউন্টির ১৪টি প্লাবিত অঞ্চলের মধ্যে এটিই সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা। প্রায় ৫০ জন যুবকের একটি প্রতিনিধি দল লন্ডন থেকে ৩০ মাইল দূরে দক্ষিণ পশ্চিম অংশে ধারাবাহিক ভাবে বেশ কয়েকদিন যাবত ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

ত্রাণ বিতরণের সুবিধার্থে স্থানীয় সেইন্ট পল গীর্জা ও মাগনা কার্টা স্কুলটি ত্রাণ সামগ্রীর মজুদ রাখার কাজে ব্যবহার করা হয়। বন্যার বাঁধ নির্মাণ সামগ্রী ও পরিবহনসহ কম্বল বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া দৈনন্দিন ব্যবহার্যের জিনিষপত্র ও আসবাব পত্রসহ প্রায় শতাধিক বন্যা কবলিত পরিবারের হাতে ত্রাণ-সামগ্রী তুলে দেয়া হয়। এ কাজে স্থানীয় যুবকরাও পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

একটি সাক্ষাতকারে জনাব জাফর আহমদ বলেন, ত্রাণ বিতরণের প্রথম দিন আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল, আমরা বস্তায় বালু ভরে তা স্থানীয় লোকদের মাঝে বিতরণ করেছি, পানির প্রকোপ থেকে ঘর যেন রক্ষা পায়। স্থানীয় লোকদের সহযোগিতার জন্য আমি আবার ফেরত আসি, কেননা আমার মনে হয়েছিল আমিও যদি এই অবস্থানে হতে পারতাম।

প্রভাতের অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণের জন্য বিশিষ্ট শিল্পপতি স্যার রিচার্ড ব্রানসন ৫ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করেন, অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দাতব্য সংস্থাকে তাদের আর্ত-মানবতার সেবার জন্য ৫ হাজার পাউন্ড করে পুরস্কার প্রদান করেন।

আহমদীয়া মুসলিম যুব সংগঠন অনুদানের এই অর্থ পুনরায় জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে। আহমদীয়া যুব সংগঠনের এই মানব-সেবা শান্তি ও 'ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' এই শ্লোগানের বার্তাই বহন করে।

যুক্তরাজ্যের হার্টফোর্ডশায়ার রিজিওনে শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত

যুক্তরাজ্যের হার্টফোর্ডশায়ার রিজিওন গত ১৬ই মার্চ, রবিবার হার্টফোর্ডশায়ারের স্টিভেনেজে নিজেদের বার্ষিক 'পিস কনফারেন্স' বা শান্তি সম্মেলন আয়োজন করে। লন্ডন থেকে প্রায় ৩০ মাইল দূরে ওয়েস্টন ভিলেজ হলে এই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

এতে স্থানীয় বাসিন্দা, কাউন্সিলের সদস্য ও বিশেষ অতিথিবর্গ মিলিয়ে প্রায় ১০০ জন অতিথি যোগ দেন। এতে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্যের মিশনারী ইনচার্জ ও লন্ডন মসজিদের ইমাম মওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব। তাঁর সাথে আরো উপস্থিত ছিলেন হার্টফোর্ডশায়ারের রিজিওনাল প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুস সামী, ওয়াটফোর্ড ও হওন্সলো কাউন্সিলের মিশনারী মওলানা আতাউর রহমান খালিদ এবং স্টিভেনেজের ডেপুটি মেয়র, কাউন্সিলর শেরমা ব্যাটসন।

পবিত্র কুরআন পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ন্যাশনাল সেক্রেটারি ইশায়াত, জনাব আরশাদ আহমদী। তিনি অভ্যাগতদের কাছে ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা এবং স্বদেশের প্রতি বিশ্বস্ততা, স্বাধীনতা, সাম্য, সম্মান ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় জামা'তের প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন।

ডেপুটি মেয়র, কাউন্সিলর শেরমা ব্যাটসন তার কাউন্সিলকে আমন্ত্রণের জন্য এবং শান্তির-বার্তা প্রচারে জামাতের প্রচেষ্টা ও আজকের এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান।

মূল বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা আতাউল মুজিব রাশেদ সাহেব। তিনি ইসলাম শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেন, 'ইসলাম অর্থ শান্তি ও আল্লাহ্‌র পথে আত্মসমর্পণ' এবং এই দুইয়ের সমন্বয় কীভাবে সামাজিক ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। তিনি বলেন, "আল্লাহ্ এই ধর্মের নাম ইসলাম রেখেছেন যেন আক্ষরিক অর্থ শুনে সবাই বুঝে, এই ধর্মই একমাত্র শান্তির ধর্ম। এবং এটিই শান্তির মূল উপকরণ যার বার্তা সবার জন্য দেওয়া হয়েছে, আর তা সবার জন্য উন্মুক্ত।"

এই অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যের পর সম্মানিত অতিথিদের সঙ্গে একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে আমন্ত্রিতরা বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। যেমন-বিভিন্ন সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মাঝে একতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার চাবিকাঠি কী, বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, তাদের মধ্যে একতা ও দৃঢ় বন্ধন স্থাপনে করণীয় কী ইত্যাদি।

স্টিভেনেজ জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব সমাপনী ভাষণ দেন। তিনি ***প্রগতিশীল*** এই সমাগমে যোগদানের জন্য সম্মানিত অতিথিবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সেই সাথে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্পন্ন একটি সমাজে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনে, বরং বিশ্ব-শান্তি স্থাপনেও এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে মন্তব্য করেন। নীরব দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, জাপানে বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকান্ড

২০১১ সালের ১১ মার্চে জাপানের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে যে ভায়াবহ সুনামী আঘাত হেনেছিল তা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম এক ধ্বংসাত্মক ঘটনা। এই ভূমিকম্পে Ishinomaki শহর সবেচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত জাপান এবং হিউম্যানিটি ফার্স্ট লাগাতার ছয়মাস সেখানে দুর্যোগ কবলিতদের সেবা করার সুযোগ লাভ করে। এরূপ আন্তরিক সেবার ফলে উক্ত অঞ্চলে ইসলামের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে আর অকস্মাৎ ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ধ্যান-ধারণায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসে।

সম্প্রতি হুযূরের জাপান সফরকালে এই শহরের একজন সাংসদ মিস্টার Yoshiaki Shoji যিনি সে সময় দুর্গত শিবিরের ইনচার্জ ছিলেন, তিনি এক হাজার কি:মি: পথ পাড়ি দিয়ে হুযূরের সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসেন এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, জাপান এবং হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর সেবামূলক কর্মকান্ডের জন্য হুযূরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

গত বছর একটি বৌদ্ধ-মন্দিরের পক্ষ হতে একটি স্থান নির্ধারণের প্রস্তাব দেয়া হয়, যাতে লোকেরা সেখানে সমবেত হয়ে আত্মীয়-স্বজনের জন্য দোয়া করতে পারে এবং নিজেদের কষ্ট লাঘব হয়। এরফলে, Ishinomaki শহরের সবচেয়ে বড় এবং কয়েক শতাব্দীর পুরনো বৌদ্ধ-মন্দিরের একটি কক্ষ নির্ধারিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় আর এর নাম দেয়া হয় 'প্রার্থনা পার্ক'। এখানে প্রত্যেক ধর্মের প্রতীকী চিহ্ন স্থাপন করা হয়, যাতে মানুষ ধর্ম-মতের উর্ধ্বে থেকে এখানে এসে নিজ নিজ রীতি ও পদ্ধতিতে হারানো স্বজনদের জন্য প্রার্থনা করতে পারে।

গত ২১ এপ্রিল আহমদীয়া জামা'তের সেবামূলক কর্মকান্ডে অনুপ্রাণিত হয়ে এই 'প্রার্থনা পার্ক'এ ***'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'*** খচিত একটি বোর্ড স্থাপন উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় দালাই লামাহ'র প্রতিনিধি, বৌদ্ধ ভিক্ষু সহ বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তারা সবাই কলেমার বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নিজ নিজ ধর্মের পরিচিতি তুলে ধরেন। এ সময় জাপানে কর্মরত আহমদী মিশনারী মোহতরম আনিস আহমদ নাদিম সাহেব ইসলামের পরিচিতি তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা সকল ধর্মের অনুসারীদের সমন্বয়ে সর্বধর্ম সম্মেলন করেছিলেন। আজকের যুগে সকল ধর্মের মাঝে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করার জন্য এরূপ আয়োজন করা আবশ্যক, আর এজন্য প্রতিবছর এই স্থানে আমাদের আন্তঃধর্মীয় সম্মেলন করা উচিত। উপস্থিত সবাই এই প্রস্তাবে অনুপ্রাণিত হন এবং আগামী বছর এপ্রিলে এখানে সর্বধর্ম সম্মেলন করার ব্যাপারে ঐকমত পোষণ করেন।

গাম্বিয়ায় আমীন অনুষ্ঠান

আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহ ও কৃপায় দীর্ঘদিন থেকে গাম্বিয়াতে যারা পবিত্র কুরআন পাঠ প্রথমবার সম্পন্ন করেন তাদের নিয়ে আমীন অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। এ অনুষ্ঠানে আতফাল ও নাসেরাতগণ কুরআনের একটি অংশ পাঠ করে শোনায়।

সম্প্রতি বানজুল অঞ্চলের অনুষ্ঠানটি হয় আঞ্চলিক কেন্দ্র টেলেনডঙ্গ-এ আর এতে ২৭জন আতফাল ও নাসেরাত অংশ গ্রহণ করে। উক্ত অনুষ্ঠানে আমীর সাহেবসহ অভিভাবকদের একটি বড় অংশ উপস্থিত ছিলেন। আমীর সাহেব স্থানীয় মিশনারীর প্রশংসা করে বলেন, তার কারণেই আমাদের সন্তানরা কুরআনের নূর পেয়েছে, তিনি অভিভাবকের প্রতি নিজ দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। এই অনুষ্ঠানে সর্বমোট তিন শতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে যেসব আতফাল ও নাসেরাত প্রথমবার কুরআন পাঠ সম্পন্ন করেছে, তাদেরকে পবিত্র কুরআন উপহার দেয়া হয়। অনুরূপভাবে আমীর সাহেবের সফরকালে ফোনী এলাকায় ৬জন এবং বাররা এলাকায় ১০জন আতফাল ও নাসেরাত আমীন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। আল্লাহ্ তা'লা কুরআনের এই জ্যোতি বিস্তৃত করুন আর অচিরেই তা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ুক– আমরা এ দোয়াই করি।

পাক্ষিক আহমদী-তে আপনিও লিখুন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের মুখপত্র পাক্ষিক আহমদী নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এতে আপনিও ধর্মীয় গবেষণামূলক প্রবন্ধ, ইসলামী দর্শন বিষয়ক নিবন্ধসহ তথ্য সমৃদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক, লেখা-পড়া ও ভ্রমণ সংক্রান্ত লেখা পাঠাতে পারেন।

লেখা অবশ্যই স্পষ্ট হতে হবে এবং ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখে পাঠাতে হবে। ই-মেইলেও লেখা পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা :

সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১
ই-মেইল: pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

দোয়ার মাঝে বিস্ময়কর শক্তি নিহিত

ধৈর্য ও উত্তম পরিণাম লাভের দোয়া

رَبَّنَآ اَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرًا وَّتَوَفَّنَا مُسۡلِمِيۡنَ ﴿۱۲۷﴾

"রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়াতা ওয়াফ ফানা মুসলিমিন"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ধৈর্য দান কর এবং আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দান কর।

(সূরা আ'রাফ : ১২৭)

জীবন সঙ্গী ও সন্তান-সন্ততির জন্য দোয়া

رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ اَزۡوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعۡيُنٍ وَّاجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِيۡنَ اِمَامًا ﴿۷۵﴾

"রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজিনা ওয়া জুর্‌রি ইয়াতিনা কুর্‌রাতা আ'ইউনিউওয়ায আলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা"

অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আমাদের চক্ষুর স্নিগ্ধতা দান কর। আর আমাদেরকে মুত্তাকিদের (অর্থাৎ খোদা-ভীরুদের) ইমাম (ও নেতা) বানাও।

(সূরা ফুরকান : ৭৫)

জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া

رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبۡحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۲﴾

رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنۡ تُدۡخِلِ النَّارَ فَقَدۡ اَخۡزَيۡتَهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيۡنَ مِنۡ اَنۡصَارٍ ﴿۱۹۳﴾

"রাব্বানা মা খালাকতা হাযা বাতিলান সুবহানাকা ফাকিনা আযাবান্নার। রাব্বানা ইন্নাকা মান তুদখিলান্নারা ফাকাদ আখযাইতাহু ওয়ামা লিয্ যোয়ালেমীনা মিন আনসার"।

অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি এসবকে (আকাশমালাসহ বিশ্বজগৎ) বৃথা সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র। সুতরাং তুমি আগুনের শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি যাকে আগুনে প্রবিষ্ট করেছ অবশ্যই তাকে লাঞ্ছিত করেছ। প্রকৃতপক্ষে অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।

(সূরা আলে ইমরান : ১৯২-১৯৩)

ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর বিশেষ উপদেশ

(১) ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষা ছাড়া মানুষের জীবন-যাপন খুব কষ্টের হবে।

(২) আহমদী ছাত্রদের জন্য উচ্চ শিক্ষা লাভ একান্ত জরুরী। কারণ দুনিয়ার মানুষ উচ্চ শিক্ষিতদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। আহমদীরা যদি উচ্চ শিক্ষিত হন, মুত্তাকী (তাকওয়াশীল) হন এবং শরিয়তের বিধান মেনে চলেন, তাহলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে চলে আসতে থাকবে। যদি কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নত ও উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন এবং এটা ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে এটাই তার জন্য ধর্মীয় শিক্ষার মত সম্মানজনক হবে।

(৩) আহমদী পিতামাতা নিজেরা শিক্ষিত হন বা না হন, সন্তানদের শিক্ষার প্রতি পুরোপুরি দৃষ্টি দিবেন। আহমদী ছাত্রদের উচিত দেশের শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। তারা যেন দেশের কায়েদ তথা পথ প্রদর্শক হন।

(৪) পিতামাতার উচিত তারা যেন নিজেদের গৃহের পরিবেশ এরকম বানান যেখানে ছেলেমেয়েরা আধুনিক শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষাও অর্জন করবে। প্রত্যেক আহমদী ছাত্র উচ্চ শিক্ষার ময়দানে সর্বদা এগিয়ে থাকবে।

(৫) উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য আহমদী ছাত্রদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সুতরাং তোমরা অযথা সময় নষ্ট করবে না। পিতামাতার জন্য এটা ফরয, তাদের ছেলে মেয়েরা ঠিক মত লেখাপড়া করছে কি না তা নেগরানি করবেন।

(৬) আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তাভাবনা এবং জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি উন্নত এবং উচ্চ পর্যায়ের হওয়া উচিত। কঠিন পরিশ্রম ও দোয়ার অভ্যাস করা প্রয়োজন। প্রত্যেক পরীক্ষায় ৮০% এর বেশি নম্বর এবং নিজের ক্লাসে প্রথম স্থান লাভ করা উচিত। শিক্ষা বোর্ডের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম দশ জনের মধ্যে থাকা আবশ্যক।

(৭) শিক্ষা জীবনে ছাত্রীরা পর্দা এবং পোশাক সম্পর্কে কুরআন শরীফের নির্দেশনাবলী কঠোরভাবে মেনে চলবে। যখন আহমদী মেয়েদের বিয়ের বয়স হয়ে যায়, তখন তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়া প্রয়োজন। তারপরও পড়াশোনা চালাতে পারবে।

(৮) ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিদিন ক্লাসে যা পড়ানো হয়েছে তা বাড়ি এসে ভাল করে পড়ে নিবে। দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা গৃহে ফিরে কমপক্ষে চার ঘন্টা পড়াশোনা করবে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ঘরে কমপক্ষে ছয় ঘন্টা পড়াশোনা করবে। আমেরিকাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গড়ে প্রতিদিন চৌদ্দ ঘন্টা পড়াশোনা করে। সিলেবাসের বাইরের বইও পড়ে। ইউরোপে গড়ে তের ঘন্টা এবং রাশিয়াতে গড়ে প্রতিদিন বার ঘন্টা পড়াশোনা করে।

(৯) আহমদী ছাত্ররা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ পরিচিত হবে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, কথা-বার্তা এবং চারিত্রিক গুণাবলীর কারণে সবাই তাদেরকে ভাল জানবে। তারা ইসলামী আদর্শের উত্তম উদাহরণ হবে।

(১০) আহমদী ছাত্ররা সর্বদা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকবে। চিরকৃতজ্ঞ বান্দা হবে। তারা কুরআন মজীদ থেকে জ্ঞান অর্জন করবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, জীবনের আসল উদ্দেশ্য ইবাদতকারী বান্দা হওয়া। প্রতিদিন নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে। যারা নামাযী হবে আল্লাহ্ তাদের নিরাপত্তা প্রদান করবে। আল্লাহ্‌র এই প্রতিশ্রুতি থেকে উপকৃত হওয়া প্রয়োজন।

(১১) আহমদী ছাত্রদের মাঝে বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হওয়া উচিত। তারা তাক্‌ওয়া অবলম্বন করবে; মন্দ থেকে দূরে থাকবে। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক রাখবে। সবাই চিনবে ও জানবে যে, তারা আহমদী, তারা নীতিবান ও আদর্শবান। একথা বলতে বাধ্য হবে যে, আহমদীরা চরিত্রবান, ইবাদতকারী এবং দেশ ও দশের সেবা করে।

(১২) আহমদী ছাত্ররা ইবাদতগুযার হবে। সাথে সাথে দেশ ও জাতির সেবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে এবং প্রস্তুত থাকবে। এতে করে আল্লাহ্ তা'লা তাদের পড়াশোনা সহজ করে দিবেন।

(১৩) আহমদী ছাত্ররা প্রতিদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বই পড়বে। সাধারণ জ্ঞানের জন্য পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিন ভালভাবে পড়বে।

(১৪) পরীক্ষার হলে পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে হাত তুলে দোয়া করার পর পরীক্ষা দেয়া শুরু করবে।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, ৩০ এপ্রিল ২০১০)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১. প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২. প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩. সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪. রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫. রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬. আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭. আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮. সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯. দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আই.)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

পর্দা সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্-র দিক নির্দেশনা

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, "বোরকা সম্বন্ধে সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, বোরকা যেন জাকজমক ও আরম্বড়পূর্ণ না হয়। বোরকার কাপড় যেন এমন না হয় যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর এর কাপড় কাটা ও শেলাইয়ের সময় যেন লৌকিকতা অবলম্বন না করা হয়। বরং বোরকা যেন সাদামাটা কাপড় দিয়ে সাধারণভাবে শেলাই করে ঢিলে ঢালা করে তৈরী করা হয়, যাতে শরীরের গঠন বা কাঠামো গোপন থাকে। বোরকা এমনভাবে বানাতে হবে যাতে পর্দার প্রকৃত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় এবং সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে বোরকাই যেন লৌকিকতার কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, আর দেহের গঠন যেন প্রকাশ না পায়।"

"আমি এ খুতবার মাধ্যমে ঐ সকল লোকদের– যারা নিজেদের স্ত্রীকে বেপর্দায় রাখেন তাদের তাকিদ দিচ্ছি এবং তাদেরকে স্বীয় ইসলামের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করছি। ...মিশ্র মজলিসে মেয়েদের যাওয়া এবং পুরুষদের সামনে নিজেদের মুখ অনাবৃত করা এবং তাদের সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলা ...এই সমস্তই নাজায়েজ কাজ। প্রয়োজনের সময় শরিয়ত তাদের কোন-কোন কাজের স্বাধীনতাও দান করেছে।

...কোন জটিলতাই এমন নয় যে, এর প্রতিকার শরিয়তে রাখেনি। কিন্তু এত বড় পুরস্কার দেয়া সত্ত্বেও যে খোদা তা'লা মানুষের সুবিধার জন্য সর্ব প্রকারের বিধান দিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি পর্দা পরিত্যাগ করে তাহলে এর অর্থ সে কুরআনের অবমাননা করে। এরূপ মানুষের সাথে আমাদের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? আমাদের জামা'তের মহিলা ও পুরুষদের জন্য এটা ফরজ যে, তারা যেন এরূপ আহমদী পুরুষ ও আহমদী নারীদের সাথে কোন সম্পর্ক না রাখেন।" (খুতবা জুমুআ, ৬ জুন ১৯৫৮)

"হয় পর্দা করতে হবে নয়তো জামা'ত ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেননা আমাদের জামা'তের নিয়ম, কুরআন করীমের কোন আদেশ অমান্য করা যাবে না, হোক সেটা মৌখিক অথবা কার্যত, এরই মাঝে দুনিয়ার হেদায়াত ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল।"

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) বলেন- "কুরআন তাদেরকে (আহমদী মহিলাদের) এই বলে পর্দার হুকুম দিয়েছে, হয় পর্দা করতে হবে নয়তো জামা'ত ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেননা আমাদের জামা'তের নিয়ম, কুরআন করীমের কোন আদেশ অমান্য করা যাবে না, হোক সেটা মৌখিক অথবা কার্যত, এরই মাঝে দুনিয়ার হেদায়াত ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল।" (আল ফযল, ২৫ নভেম্বর, ১৯৭৮)

তিনি নরওয়ের রাজধানী অসলোতে এক অনুষ্ঠানে বলেন- "যে মহিলারা পর্দা করা জরুরী মনে করে না তাদের কাছে আমার প্রশ্ন তারা পর্দা ত্যাগ করে ধর্মের কি সেবা করেছে? এখন কেউ কেউ বলে থাকে আমাদেরকে এখানে পর্দা না করার অনুমতি দেওয়া হোক, এরপর তারা বলবে আমাদেরকে অর্ধ উলঙ্গ হয়ে সমুদ্রে গোসল করার ও বালুতে শুয়ে থাকার অনুমতি দেয়া হোক। আমি বলবো এরপর তারা যেন দোযখে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে, তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে শাস্তি নাযেলের পূর্বে যেন তারা নিজে নিজেই ভাল হয়ে যায়।" (পর্দা প্রগতির দিশারী)

পর্দা সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) নসিহত করে বলেন, "বোরকার মাঝেও যেন কোন সীমাতিরিক্ত ফ্যাশন না করা হয়। প্রত্যেক সভায় আহমদী বাচ্চাদের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত করুন, আমার বেশি বড় বড় কাজের দরকার নেই, শুধু এই কথাগুলোর উপর দৃষ্টি রাখুন–নামাযের অভ্যাস, পর্দার পাবন্দী, সন্তানদের তরবিয়ত ও বেপরোয়া ফ্যাশন থেকে বাঁচা, এ সকল বিষয়ের তদারকী করবেন। আপনাদের সততা থাকা উচিত। বাইরের পরিবেশের ক্ষেত্রে সন্তানদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।" (পাক্ষিক আহমদী, ১৫-৩১ ডিসেম্বর, ২০০৪)

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

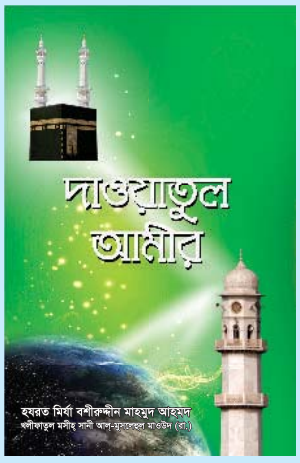

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৬১৮-৩০০১০০

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

New Vol. No. 76 | 22th Issue

The Ahmadi
Fortnightly

31st May, 2014 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com